চিরন্তন
দ্বিতীয় সংকলন
২০১৭

চিরন্তন

দ্বিতীয় সংকলন

২০১৭

নগর কলেজ

নগর ।। মুর্শিদাবাদ

চিরন্তন

দ্বিতীয় সংকলন ২০১৭

প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব : নগর কলেজ, নগর, মুর্শিদাবাদ

সম্পাদক : ড. মানিক বিশ্বাস

প্রচ্ছদ : রাণা সরকার

নগর কলেজের পক্ষে অধ্যক্ষ সৌমেন চক্রবর্তী কর্তৃক নগর মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত

বর্ণসংস্থাপন : প্রবীর গুহঠাকুরতা, কল্যাণী, নদিয়া

মুদ্রণ : প্রিন্ট এণ্ড প্রেস, কল্যাণী, নদিয়া

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয়

অধ্যক্ষের প্রতিবেদন

লি খ না ব লী

গদ্য

জনশিক্ষা প্রসারে রবীন্দ্রনাথ সৈয়দ আবদুর রজ্জাক ৯

An Excursus on Ethics and Ethical Values Prof. Dipak Kumar Bagchi ১০

Crossing the Boundaries : An Appraisal of Tagore Anwar Hossain ১৪

নাম বিভ্রাট অনন্যা সরকার ১৬

মুসলীম বিয়ের গীত ও হিন্দু সংস্কৃতি মহম্মদ আলী মোল্লা ১৯

যদি একটু ভেবে দেখি মানস মণ্ডল ২০

মন চাই অজানাকে ছুঁতে শুভশ্রী দাস ২২

শিয়া সুন্নি সংঘাত মহঃ মইদুল হোসেন ২৩

শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষক সমাজের ভূমিকা কাজল পাল ২৫

কবিতা

কবিতা জয়দীপ চক্রবর্তী ২৬

আমরা তখন থাকবো তো? প্রশান্তকুমার প্রামাণিক ২৬

মাহে রমজান রাকিবুল ইসলাম ২৬

এসেছি তোমার দ্বারে রিয়াজুল সেখ ২৬

স্বপ্নপূরণ মৌমিতা প্রামাণিক ২৭

কলেজের রবিবাসরীয় N.S.S. নিরুপমা মণ্ডল (মৌসুমী) ২৭

ডাক্ পুরুষের কথা বিনয় মুর্মু ২৮

হাড় কাঁপানো শীত শ্যামলী মার্জিত ২৯

আমার বাংলা মিজানুর রহমান ২৯

স্বপ্ন মিলিজা পারভিন ২৯

A Wonderful Dream Mita Khatun ৩০

মা মহঃ ইনজামামুল মণ্ডল ৩০

কামি হড় চন্দ্রানী মুর্ম্মু ৩০

প্রকৃতি কায়নাত কবীর ৩১

বসন্তের শোভা মাম্পি মণ্ডল ৩১

ভাগ্য আবুল হাসিম সেখ ৩১

সোনাপাখি দেবব্রত দাস ৩২

শিক্ষার অর্থ সুমন গোস্বামী ৩২

প্রিয়বন্ধু বামনাথ দাস ৩২

বিদ্যার মান রাজিফা খাতুন ৩২

Femme Fatale Jagatbandhu Mondal ৩৩

ভালোবাসি সঞ্জীব দত্ত ৩৩

স্বার্থপর তাপসী দাস ৩৪

বারো মাসে তেরো পার্বন সামসাদ খাতুন ৩৪
উন্নত সমাজ সুমিত কোনাই ৩৪
Beauty Lady Ezaj Ahammed ৩৫
শিমুল ফুল সঞ্জীতা ঘোষ ৩৫
সরস্বতী বন্দনা মিতা খাতুন ৩৫
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি মানব দাস ৩৬
বনফুল প্রসাদ গুপ্ত ৩৬
জীবন আবুল হাসিম সেখ ৩৭
Our Life Arup Karmokar ৩৭
শিক্ষক মধুমিতা দাস ৩৭
ঘোর কলি কৈলাশ সাহা ৩৮
একজামিনেশন নুরমহম্মদ শেখ ৩৮
ভুল জলি খাতুন ৩৮
যদি সঙ্গী হয় ব্যথা পথেন দাস ৩৯
তোমাদের প্রতি আলতেফুন্নেসা খাতুন ৩৯
মায়ের পরিচয় রাকেশ দাস ৪০
প্রতিধ্বনি জয়দীপ সিন্‌হা ৪০
Unknown Lady Hasanuzzaman (Palash) ৪১
Land of Peace Nilkanta Konai ৪১
নারী বিউটি মণ্ডল ৪১
প্রেম কাহিনি পিযূস মণ্ডল ৪২
উপদেশ সিপন সেখ ৪৩
উদাসীন উৎপল দাস ৪৩
রাজনীতি সঞ্জীব দত্ত ৪৪
বিবর্ণ ভাবনা আয়েসা সিদ্দিকা ৪৪
সকাল সন্ধ্যা সুতপা মণ্ডল ৪৪
মা অঞ্জনা মজুমদার ৪৫
স্বার্থপর মানুষ জলি খাতুন ৪৫
নীল আকাশের বুকে আবুল হাসিম সেখ ৪৫
উৎসব আলতেফুন্নেসা খাতুন ৪৫
ভ্রমণ ছোট্টু মণ্ডল ৪৬
একা নীলকান্ত কোনাই ৪৬
প্রকৃতি অরিন্দম দাস ৪৭
পৃথিবী বদলাচ্ছে কৈলাশ রায় ৪৭
ভালোবাসার সমাজ সন্তোষ ভুঁইমালি ৪৭
আমার লেখা মরীয়াম নিশা ৪৮

গদ্য

মার্ক্সবাদ হাসিমুদ্দিন সেখ ৪৯
ওরা স্বপ্ন দেখে রিয়াজ সেখ ৫৩
আজকের দেশ মহঃ মইনুল হক ৫৪
শিক্ষার মূল্যায়নে : পুরস্কার ও শাস্তি শ্রী আনন্দ মাল ৫৬
বিশ্বাসের বার্তা নুরমহম্মদ শেখ ৫৭
চোখের জল সম্বল দাস ৫৮

সম্পাদকের কলমে

রাস্তার বেহাল দশা অথবা আইনের, লাগাতার জ্যাম। উৎপন্ন ফসলের চেয়ে উৎপন্ন মানুষ বেশি, খাদ্য সংকট। বিলেতির ঘরেও দেশি। পৃথিবী একটু জোরে ঘুরছে। জনপ্রিয়তার তুঙ্গে হেরোয়িন। দুম করে ফাটল। টুকরো টাকরা মাংস ছিটকে ফুটপাথে বসে থাকা ভিখিরির থালায়। হাসপাতাল অভ্যস্ত অর্ধেক শরীরে। আমরা অভ্যস্ত। চোখ-নাক-রাস্তার কল, কারণে অকারণে জল ... আগুন ছড়িয়ে গেছে ভয়াবহ। আপাতত ছ'টা ইঞ্জিন নিয়ে ময়দানে দমকল। ঘড়ি ধরে দশ মিনিট হাসি, ওয়াকারে মিনিট পনেরো। সম্পর্কে চিড়? দেখো ফেবিকুইকের খেল! মিসিং ডায়েরির পর ছাদের ঘর থেকে উদ্ধার হল মৃতদেহ। বন্ধুদের সাথে সমুদ্র স্নান। শেষ হয়নি, আর ফেরাও হয়নি। শুধু 'না' বলার অনুগ্রহে নিজের বাড়ির ফ্যানের তলায় শ্বাসরোধ হয়ে গেল গোটা সংসার। আপনি 'না'-'হ্যাঁ' কিছুই বলেননি, শুধু 'যৌবন' আপনার দোষ—ধুম্‌স Gender চাই গন্ডগোলের। Punishment!
বলুন একটু T20 দেখি।

খুব আহ্লাদিত, আমরা মানুষ।
অসম্ভব লজ্জিত, আমরা মানুষ!

'হাতে-হাত' বা 'কাঁধে-কাঁধ'-এর কনসেপ্ট আনতে রীতিমত Google সার্চ করতে হবে হয়তো আগামীতে। পিঠ বা পেছনের প্রাসঙ্গিকতা ও ব্যবহার-দু'ইয়ের প্রাচুর্য খুব বেশি আজকাল। তবে কি সত্যিই আমরা সভ্যতার অসভ্যতায় ভেসে যায় বিনা প্রতিরোধে! ডাক্তার নাড়ি পরীক্ষা করে বলে দেওয়ার পর বুঝব বেঁচে আছি। পূর্বজদের কথিত পথ, প্রণম্যদের দেখানো দিশা শুধুই কি বই বন্দি? স্মরণীয় দিনগুলো অতি স্মরণীয়।

'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির' কিংবা
'বল বীর বল উন্নত মম শির' কি কেবলই হলদে পাতায় স্থির?

না, এতটাও হতাশা বিনষ্ট আনচানের কিছু হয়নি। তাহলে হয়তো এই দ্বিতীয় কলেজ পত্রিকা প্রকাশের মুহূর্তকালে এসে উপস্থিত হতে পারতাম না। তবে প্রথম আর দ্বিতীয় পত্রিকা প্রকাশের মধ্যবর্তী ব্যবধান এতটা বেশি হওয়ায় উপরোক্ত সামাজিকতাকে প্রতিবন্ধ বার্তা হিসেবে দেখিয়ে দায় এড়াতে চাই না। আন্তরিকভাবে আপন অক্ষমতা স্বীকার এবং মার্জনা প্রার্থনা করি (পত্রিকার ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যেও)।

বিশ্বাস করি প্রাণের অস্তিত্বে, প্রেমের অস্তিত্বে। একটা মালা গাঁথার চেষ্টা হল। সব ফুল তো সমান সুন্দর হয় না, তাতে কি! সময় বয়সভেদে উৎকর্ষের রকমফেরও খুব স্বাভাবিক। যা আজকে মুকুল, সঠিক পরিচর্যার তাই ভবিষ্যতে পূর্ণতা পাবে এই ধারনাকে সঙ্গী করে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের অঞ্জলি পরপর সাজানো হয়েছে (অবশ্যই তাদের উৎসাহ, সদিচ্ছা, সৎচিন্তার জন্য তা সম্ভব হয়েছে। অনেকগুলো অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাদ দিতে হয়েছে যার জন্য যথেষ্ট আক্ষেপ রয়ে গেল।) সমস্ত শিক্ষক মহাশয়, শিক্ষাকর্মী সর্বদা পাশে থেকেছেন। আর তাঁদের কিছু অনিবর্চনীয় লেখা পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে নগর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সৈয়দ আব্দুর রজ্জাক মহাশয়ের 'জনশিক্ষা প্রসারে রবীন্দ্রনাথ', অনন্যা সরকারের 'নাম বিভ্রাট', মইদুল হোসেনের 'শিয়া-সুন্নি সংঘাত', মানস মন্ডলে 'যদি একটু ভেবে দেখি' আর 'মা', 'উন্নত সমাজ' কিংবা 'বিবর্ণ-ভাবনা' নামক আধুনিক ঢঙে লেখা কবিতা গুচ্ছ।

সকলের মঙ্গল কামনা করি।

'আজ নিখিলের আনন্দধারায় ধুইয়ে দাও
মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও...'

অধ্যক্ষের প্রতিবেদন

বিপন্ন সময়। বিপন্ন সমাজ। ছাত্ররা আজ বিভ্রান্ত। কিছুটা দিশাহারাও। একদিকে ভোগবাদী বিজ্ঞাপনের সর্বগ্রাসী হাতছানি, স্নায়ু বিদারক হিংসায়, স্থূল দেহসর্বস্বতা, অন্যদিকে শিক্ষায় ক্রম ব্যায় বৃদ্ধিও শিক্ষান্তে কর্মসংস্থানের সীমাহীন অনিশ্চয়তা। সব মিলিয়ে ছাত্র সমাজের মনের নীল আকাশ আজ হতাশা আর অনিশ্চয়তার কাল মেঘে আচ্ছন্ন। কিন্তু হতাশা কোন সমাধান সূত্র আনতে পারে না।

অপর পক্ষে দেশের সবচেয়ে প্রগতিশীল, সব চেয়ে সৃজনশীল শক্তিই হল প্রাণ-প্রাচুর্য ভরা ছাত্র সমাজ। তাই আপত অন্ধকারের বুক চিরে রৌদ্রজ্জ্বল ফুটন্ত সকাল তারাই ছিনিয়ে আনবে। আনতেই হবে।

আর তারই সার্থক প্রতিফলন হোক এই কলেজ পত্রিকাতে। বর্তমানে উদ্ভূত সমস্যা এবং সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের গঠনমূলক প্রস্তাব, তাদের ভালো-লাগা, মন্দ-লাগাও যেমন সন্নিবেশিত হবে এই পত্রিকা কলেবরে তেমনি তাদের কল্পনা-বিলাস ও স্বপ্ন মেদুরতাও ফুটে উঠুক গল্প, কবিতা, রম্য রচনার মাধ্যমে। তাদের সমস্যা, তাদের স্বপ্ন আমরা দেখব তাদের চোখের আলোতে।

আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী, ভ্রাতৃপ্রতিম সহকর্মী, কলেজ পরিচালন মন্ডলী, প্রেস-প্রকাশক, পৃষ্ঠপোষক সকলের অন্তরিক প্রয়াশ ছাড়া ঐ প্রকাশনা ভূমিষ্ঠ হোত না।

তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমাদের এই কলেজ পত্রিকা পত্রে পুষ্পে বিকশিত হোক-পূর্ণতা লাভ করুক। এই কামনা করি।

লিখনাবলী

জনশিক্ষা প্রসারে রবীন্দ্রনাথ

সৈয়দ আবদুর রজ্জাক
সভাপতি, নগর কলেজ গভর্নিং বডি

বাণীর বরপুত্র উপমার মহাসাগর মানবকল্যাণে ব্রতী, শিক্ষা বিস্তারের প্রতীক গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট, ২২ শ্রাবণ, রাখীপূর্ণিমার দিন দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে।

মৃত্যু সম্বন্ধে কবির ভাবনা ছিল, ''জীবন ও মরণ একই সত্ত্বার দুই দিক—চৈতন্যে ঘুম ও জাগরণ যেমন। অনেক সময় দেখা যায় শিশুরা ঘুমের আবেশ এলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়, ঘুম আঁচড়ে ছটফট করে, নিজেকে জাগিয়ে রাখতে চায়—তা দেখে বড়রা উৎকণ্ঠিত হয় না।'' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''জীবনকে মৃত্যুর জানলার ভিতর থেকে না দেখলে তাকে সত্যরূপে দেখা যায় না। মৃত্যুর আকাশে জীবনের যে বিরাট মুক্ত-রূপ প্রকাশ পায় প্রথমে তা বড় দুঃসহ। কিন্তু তারপরে তার ঔদার্য্য মনকে আনন্দ দিতে থাকে। তখন ব্যক্তিগত জীবনে সুখদুঃখ অনন্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে হালকা হয়ে দেখা দেয়। বিশ্বের রথ চলছে, মানুষের ইতিহাসের রথ চলছে—বাধা, বিঘ্ন, বিপদ, সম্পদের মধ্য দিয়ে সে আপনার গতিবেগে আপনার পথ কাটছে—সে পথ সৃষ্টির পথ—''

১৯১২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে 'পল্লীসংগঠন বিভাগের' প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯২৪ সালে শ্রীনিকেতনে একটি গ্রামীণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই বিদ্যালয়টি পরে 'শিক্ষাসত্র' নামে পরিচিত হয়। এটা ছিল শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার ২৩ বছর পর এটিই শান্তিনিকেতনের পরিপূরক। 'শিক্ষাসত্র' প্রতিষ্ঠার ৬ বছর পরে ১৯৩০ সালে কবি সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণে গেলে সেখানকার জনশিক্ষা প্রসারে কবি আবির্ভূত হন। মস্কোতে ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকদের সঙ্গে তিনি অকপটে ঘোষণা করেন তাঁদের জনশিক্ষার সাফল্যকে।

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন যে ভদ্র পরিবারের সন্তানসন্ততিরা ডিগ্রিমুখী ও পরীক্ষামুখী হবেই। 'অপেক্ষাকৃত ধনী ঘর থেকে যারা আসে তারা সবাই জীবিকা নির্বাহের জন্য পরীক্ষায় পাশ করে ডিগ্রি নিতে ইচ্ছুক তাই তাদের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। তারা চায় পড়া মুখস্থ করে কোন রকমে পাশ করে বেরিয়ে যেতে। আমাকে এ-ব্যাপারে কিছুটা মেনে নিতে হয়েছে। তা না হলে আমার স্কুলে একটিও ছাত্র থাকত না। এর একটি কারণ হল আমাদের দেশ অত্যন্ত দরিদ্র, তাই সম্ভবত ছেলেরা বড় হয়ে জীবিকা অর্জন করে পরিবারের ভরনপোষণ করতে চায়। তাই তাদের পাশের সুযোগ করে দিতে হবে। সেই কারণে আমি আরেকটি স্কুল খুলি। সেটি গ্রামের সরকারী বা সওদাগরী অফিসে চাকরীর উচ্চাশা নেই তাদের জন্য। এই অপর স্কুলটিতে (শিক্ষাসত্রে) পরিপূর্ণ শিক্ষার জন্য যা কিছু আমি একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি তা প্রবর্তনের চেষ্টা করছি।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞাপন শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা অসম্ভব—এই চিন্তার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস মাতৃভাষায় প্রথম শিক্ষার বাহন। ইংরেজি মাধ্যম সওদাগরী কাজে তার আবশ্যিকতা, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আছে—কোনভাবে মাতৃভাষাকে পাশে সরিয়ে রেখে নয়।

রবীন্দ্রনাথের সর্বমুখী বিস্তার সর্বক্ষেত্রে সঙ্গীত, সাহিত্য, কাব্য, নাটক, জীবনচর্চা, জীবন গঠন, শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা ও প্রসার এবং বিশ্বমানব কল্যাণে সাধক। আজ ২২ শ্রাবণ তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

''আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।''

An Excursus on Ethics and Ethical Values

Prof. Dipak Kumar Bagchi
Ex Prof. Department of Philosophy, K.N. College, Berhampur, Murshidabad

Ethics and morality are not the same. "Morality is a way of life the right or good way of living in this world ... by contrast, ethics is the study of moral life." Ethics is also known as Moral Philosophy and "its goal is to gain knowledge of moral problems and their possible solutions."1

Ethics judges the rightness or wrongness, goodness or badness of human conduct. Actions voluntarily performed by a man are what constitute a man's conduct. An action is said to be good if it conforms to the moral standards, bad if it does not. The purpose of ethics is to frame some moral standard by means of which human actions are judged to be moraly good or bad.

Ethics is a normative science. Ethics is not wholly a practical science. Ethics is not a practcal science in the sense in which architecture, medical science are said to be so. But it should be admitted that we cannot be averse to the practical side of ethics. it is true that we cannot expect that a man who has studied ethics would be a man of good character or would do only what is just. Nevertheless it cannot be denied that ethical knowledge can help a man to lead an ideal life. By studying ethics, wer are able to know how should I live, how should I behave with others. In fact, Socrates, Plato, Aristotle, Epicurus, Bentham, J.S. Mill and others have tried to answer in different ways the single question : "what type of life should we live?" It amply proves the practical utility of ethics.

Socrates on Morality

Socrates is a man in whom both virtue and knowledge are found to be combined. To him, a man who has knowledge can do no wrong. All wrongdoing, he says, arises from ignorance. According to him, philosophy is not a value-independent, pure criticism and analysis of life and truth. He has shown that it is the command of the individual's conscience which should guide an individual. It is the individual himself who has to take a firm decision in case of conflict between right and wrong or good and bad. In as much as Socrates had a firm faith in value he did not care for death. In case of good deed moral consideration is really important and to think of profit and loss would be shameful. According to him a virtuous man should only think whether the action is right or wrong. whether his role in that case is good or bad. In the history of mankind socrates is the first great martyr whose life is dedicated for the preservation of ethical values. [Socrates er vica-r o Mrityu (Plato-r ca-r sainla-p), Trans Shyamal Gangopadhyaya, Darsan o Samaj Trust, 1996]

Utilitarianism

According to J.S. Mill, an advocate of utilitarianism, the moral end of our actions should be 'the greatest happiness for the greatest number'. This principle not only says that which action is right and which wrong but it also says that what a man is obliged to do from moral standpoint. To hedonists like Betham, J.S.Mill, good and happiness mean the same thing and happiness means pleasure. That which is good leads to happiness, and happiness is what is pleasant. In short, according to them, good = happiness = pleasant. To produce good to the greatest number and to resist what is not good is the aim of the utilitarians.

Here apart from the mahematical problem-how many, how much good to be

produced - we have to see what is that (a particular act or a particular rule or set of rules) which produces good? Moreover, if we do not admit that all men are essentially equal, a man who is selfish by nature, would not be inclined to seek happiness for other people.

Kant on morality

According to kant, pleasure or happiness cannot be the moral standard. An action, says kant, is moral if it is done only for the sake of the moral law. According to kant, man is half-sensual, half-rational. Man has a body and as such he cannot be quite free form desires, inclinations. But apart from sensuality man has another faculty called 'reason'. To determine moral end, moral evalution or selection of the means of action kant categorically followed the support of reason. When kant in his Practical Reason tries to establish that pure reason may be practical then his motive is to establish the Unconditional Moral Law which is otherwise called 'Categorical Imperative'. Moral Law comes from within. It is not empirically derived. So we are bound to obey the moral imperative. Moral law is to be obeyed unconditionally. Moral law is to be obeyed only for the sake of moral law itself.2

But the question is : what is the guarantee that men would in practical life follow the moral law? Even a man knows what is right he may not be inclined to follow it in practical life ('ja-na-mi dharma na ca me pravtti').

To solve this problem Aristotle says that reason alone cannot make us act. Along with reason there is a desire for result and the desire for result does not follow the rules of reason. Hume says that reason is passive and as such it cannot be the cause of action. Kant differs from both on this point. Pure practcal reason, says Kant, is both the necessary and sufficient conditions of moral actions.3

According to Kant, man is different from animals. Animals act in accordance with the law of nature. A rational being alone can act in accordance with his idea of laws - i.e. in accordance with principles. So man alone has a will. But a man, according to kant, is not wholly rational. He is sensual as well. As a partially or imperfectly rational being a man can act with rational principles, but he does not always do so.

Accoridng to Kant, as rational beings men not only have a will, but also have a good will, i.e. a will that is not merely good as means to something else, but good in itself. Will determined by the mere form of the law is called pure will. As rational beings it is possible for men to act without being moved by the senses. That is, he has pure will. But as creatures affected with wants and physical motives his will is not holy.4 "We can imagine a being so constituted as always to be able to act purely on moral maxims (subjective rules of action) and who would never be subject to an inclination toward actions not based on them. Such a being would be what Kant calls 'holy' and have a holy will. Man cannot reach this ideal. He will always feel disposed towards wrong action in some cases at least and will then experience the coflict between desires and duty. He will try to impose upon himself, without or with success, maxims which conform to formal principles of morality. Imposed rules are imperatives. Men, unlike holy beings, will apprehend the formal pinciple of morality always as an imperative. The imperative of duty, the command to us to do our duty and to do it for its own sake, depends on no condition. It does not tell us "do your duty if this or unless that ... it is categorical."5

Universality of Moral Law : Some Problems

According to Kant, an action would be morally right if and only if the maxim could be universalized. For example, speaking the truth is morally right because if all men spoke the truth it would make no harm. But telling lies is morally wrong because if all men told lies nobody could believe anyone and social transaction would

collapse. The strenghth of a moral law lies in its universality and uncontradicted character. Sometimes by transgressing the shackles of moral rules man gets freedom and some other greater moral principle. It is due to the conflict with some greater or larger moral principle man is prompted to break the particular moral principle. And man does have that freedom. This transgression of moral rules is a good usage of our freedom and it protects the goodness of morality. "What is moral is of course logical but what is logical may not be moral."6 This may be made clear by an example. In the Mahabharata we find that during the Kurukshetra war Arjun once out of anger was ready to kill Yudhistir. The reason is that while fighting in that warfare Yudhistir could not cope with Duryodhan and Karna and escaped from the battle field and being puzzled Yudhistir used very harsh words against Arjun and his god-gifted bow Ga-ndhiv. Arjun once made this promise - 'I will kill one who will speak against my god-gifted bow Ga-ndiv.' Breaking promises would go against the universality of maral law. So Arjun faces a dilemma : 'If I am to keep my promise I would kill my elder brother. And if I do not kill him I would break my promise.' Then Sri Krishna told Arjun that breaking promise in this context would not be wrong. Because killing elder brother would be a greater sin and as such it would be morally wrong. So Krishna advised Arjun to use some harsh words against Yudhistir which was tantamount to killing him. So from the standpoint of humanity Arjun did what Krishna advised and did not kill Yudhistir even if this violated the moral law.

In fact morality is humanity-oriented. It is not improper to deviate from those rules which undermine humanity. Morality is not relative to any society or civilization. Even if a moral principle were violated in specific situations, it would not prove that moral law is not universal. The person himself who violates or transgresses moral principle is to blame even if the person were Arjun. But the greatness of morality still remains intact.7

Moral Crisis and the Modern Age

Modern age is mainly an age of science and technology. It has turned man virtually into a machine. A vast majority of men today are engaged from dawn to dusk in the pursuit of material or bodily needs. Their outlook of life is more or less materialistic. To most of them the goal of life seems to be 'eat, drink and be merry'. Plain living and high thinking seems to be a thing of the past. For success in mundane life and with a view to achieving material comforts they do not even hesitate to do something wrong. Modern age is an age where the question of morality is least important. In the language of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan "It is truism to say that mankind today is in the midst of one of the greatest crises of history. Our predicament is due to the lack of adjustment of the human spirit to the starting developments in science and technology."8 Purity in body and mind, non-injury (Ahimsa-), non-stealing truthfulness, unselfishness, feeling for others, respect towards women, teachers and elderly persons-these basic ethical values which hold our society firmly have lost their impact on the present generation. We are now living in a society where there is a sort of vacuum in the sphere of morality. A value system must replace the vacuum. Otherwise, a good soceity abounding men with high moral sense and character would be a matter of myth.

In the Hindu Shastras it is said that being a man each of us has to follow some rules or acquire some qualities. Then and then a man becomes a man. These rules or qualities are called 'sa-dha-ran dharma'. Ahmsa-, Asteya (non-stealing), Shauca (purity of body and mind) and Samyama (restraining our six sense organs-five external and internal organ called manas) are rules to be followed by each of us. These are called 'manusyatva dharma'.

Value Education : The Crying Need Today

We should realize that fof a valuable society goods of the mind are as important as the goods of the body. "The 'practical' man is one who recognizes only of material needs, who realizes that men must have food for the body, but is oblivious of the necessity of providing food for the mind."9 "Education has two purposes : on the one hand to form the mind, on the other hand to train the citizen. The Ahtenians concentrated on the former, the Spartans on the latter. Spartans won, but the Athenians were remembered."10 So long as the craze for getting material success is not diminished, at least from those who teach so long as our society would not be ready to respect teachers who are dveoted to learning, whatever proficiency we may attain in technology we cannot prevent brutal civilization which gives most improtance to bodily needs and least importance to ethical values. Students of present generation get lucrative jobs with all sorts of material benefits even though they have least knowledge about their own culture and civilization. Although public media like television etc. can play a positive role for the upgradation of our soul yet these media very often telecast such cinemas and other programmes which fail to rouse uprightness among the teenagers. It is a matter of grave concern.

In the face of these states of affairs the important thing is to know the true meaning of life. Here, we are face to face with the question put forward by J.S. Mill : we must decide whether we want to be 'Socrates dissatisfied' or 'Pig satisfied'. If we can say assertively whatever riches I may be given I would never choose to be 'pig satisfied', I would never give up human qualities in lieu of riches, then and then only we would be properly educated.11 To fulfil this end we need good teachers having a strong moral character and wisdom. It is only wise and morally sound teachers who can inculcate such values as truthfulness, self-restraint, etc. into the minds of the students. We must discipline ourselves, our sense organs, our emotions and channel that disciplined energy to work which would develop our character. 'Rackless pursuit of bodily pleasures destroys creativity. Since these principles are no logner important in our education children tend to develop their body at the expense of their mind. As a result the beauty of the soul is lost. The beauty of the soul is the beauty of character. Education is not merely cramming of the brain, it is the training of the mind."

References:

1. "Swami Vivekananda's Contribution to Moral Philosophy-Ontological Ethics", Swami Bhajananda, Swami Vivekananda : A Hundred Years Since Chicago, Ramkrishan Math and Ramkrishna Mission, Belur, 1994.
2. Kant, S, Korner, Penguin Books, 1997.
3. "Vishuddha Prayogic Prajna- O Naitika Anubhuti", Shefali Maitra, Tattva O Prayoga, March 1977.
4. The Philosophy of Kant, John Kemp, Oxford University Press, 1968.
5. Kant, S. Korner.
6. "Dharmayuddha", Niti, Yukti, O Dharma, Vimalkrishna Motilal.
7. ibid.
8. "Upgrade Soul Observatories", K.K. Khullar, The Statesman, June 2002.
9. The Problems of Philosophy, Bertrand Russel..
10. The Scientific Outlook, Bertrand Russell.
11. "Socrates, Vara-ha, Chnera Nya-ta- Ebong Kohinoor", Arindam Chakraborty, Desh Patrika, November 1986.

Crossing the Boundaries : An Appraisal of Jagore

Anwar Hossain
Assistant Professor, Department of English

The very concept of Nationalism is based on the blind love of everything that is ones own and a naked hartred of everything that belongs to the other. This may well be expressed in the words of Meenakshi Mukherjee:

> "Any project of constructing a national identity is predicated upon two simultaneous imperatives an erasure of differences within the border and accentuating the difference with what lies outside." (174)

Since, Nationalism is a concept based on the dichotomy of the self and the other, it breeds xenophobia, parochialism and violence. Rabindranath, along with the French Philosopher Romain Rolland, was a great Transnationalist. Rabindranath, upholds India as a country of 'No-nation' (Tagore, Nationalism 37), because it is a country based on social relationships.

In Nationalism, which is based on lectures delivered by Rabindranath during the First World War, he rejects Nationalism with the words.

> "Nationalism is a great menace. It is the particular thing which for years has been at the bottom of India's troubles" (74)

Indeed, he rejects both Nationalism and 'colourless vagueness of cosmopolitanism' (Tagore, Nationalism 34). He even denounces 'patriotism' by calling it the other name of 'national selfishness' (Tagore, Nationalism 33).

In Nationalism, Rabindranath points out:

> "Even though from childhood I had been taught that idolatry of the Nation is almost better than reverence for god and humanity, I believe I have outgrown that teaching, and it is my conviction that my countrymen will troly gain their India by fighting against the eduation which teaches them that a country is greater than the ideals of humanity"
>
> (70-71)

Thus, Tagore refuses to believe in the very discourse of Nationalism, which is conventionally ingrained in the Indian minds. This is revealed in fictional terms in Home and the World and Gora.

Home and the World, which is written in the backdrop of the Swadeshi Movement in Bengal, depicts the ugly result of the selfish love for the nation in the form of the monster Sandip. While Nikhil also loves his contry, to him love for the country or patriotism stands for love for the countrymen. Gora, in the novel which is named after him, crosses all the boundaries and barriers which kept him separated from the rest of India and finally embraces humanity:

> "Today I am really an Indian! In me there is no longer any opposition between Hindu, Mussalman and Christian. Today every caste in India is my caste, the food of all is my food!"
>
> (Tagore, Gora 863)

Tagore's message of humanity seems to be missing today when we hear of conflicts, violent deaths and destruction in the state, country and the world. The morning newspaper comes even with the news of the death of students in the college or university campuses. This happens, perhaps, because of "mauvaise fai" or "bad faith" or "self-deception" (in Kaufmann 280), which is a phrase used by the French philosopher Sartre. We should not make our hands dirty with stinking politics, forgetting the ideals of humanity. In a painful reply to the Iapanese poet Yone Noguchi, Tagore wrote:

"I have, as you rightly point out, believed in the message of Asia but I never dreamt that this message could be identified with deeds which brought exaltation to the heart of Tamerlane as his terrible efficiency in manslaughter ... The doctrine of 'Asia for Asia' which you enunciate in your letter, as an instrument of political blackmail has all the virtues of the lesser Europe which I repudiate and nothing of the larger humanity that makes us one across the barriers of political labels and divisions (Tagore, "The Noguchi" 191-92)

Again, Rabindranath reminds us in "Crisis in Civilization" the sayings of the sages:

"By unrighteousness man prospers, gains what appears desirable, conquers enemies, but perishes at the root."

REFERENCE:

1. Tagore, Rabindranath. "Crisis in Civilization". 1941. In The English Writings of Rabindranath Tagore *: A Miscellany.* Vol. 3. Ed. Sisir Kumar Das. New Delhi : Sahitya Akademi, 1996, 2002 ed. 380-84.
2. Gora, 1909. Trans. W.W. Pearson and others. New Delhi : Macmillan, 1924, 2002 ed.
3. The Home and the World. 1924. Trans. Surendranath Tagore. Ed. Anjana Dutt. Delhi : Doaba Pub., 2002, 2005 ed.
4. Nationalism 1917. New Delhi : Rupa, 2002.
5. "To Yone Noguchi" 1 Sept. 1398. Letter in Rabindranath Tagore : An Anthology. Eds. Krishna Dutta, and Andrew Robinson. London : Picador, 1997. 120-23.
6. Koufmann, Walter, ed. Existentialism from Dostoevsky to Sartre. New York : Mouidian Books, 1957.
7. Mukherjee, Meenakshi. The Perishable Empire : Eosays on Indian Writing in English. New Delhi : OUP, 2000.

নাম বিভ্রাট

অনন্যা সরকার
সহকারি অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ

[পড়ন্ত দুপুরবেলা, রোদের তাপ ফেটে পড়ছে। মাটির রাস্তা ধরে দূর থেকে একটি হৃষ্টপুষ্ট লোক বেশ হন্তদন্ত হয়ে হেঁটে আসছে। পরনে ধুলোমাখা ধুতি ময়লা ছিদ্রযুক্ত গেঞ্জি ও ঘাড়ে ছেঁড়া গামছা। চুল উস্কো-খুস্কো, গায়ের রং হাঁড়ির তলা, চেহারার বর্ণনা বেশি প্রয়োজন নয়, কারণ তাকে দেখলে বোঝা যায় যে আমাদের পূর্বপুরুষ 'শাখামৃগ' ছাড়া আর অন্য কিছু হওয়া অসম্ভব। কাছে একটা বটগাছের নীচে বাঁশের বেঞ্চিতে দুজন মধ্যবয়স্ক লোক গভীর আলোচনায় মগ্ন। পথিক এসে এদের সামনে দাঁড়ালেন।]

দৃশ্য এক : বটগাছের নীচে

পথিক। অ দাদা, এদিগে কনো গেরাম আছে বুঝি? (বেশ বিরক্তির সাথে) মনে হয় পত হ্যাইরেছি, প্যাইলে গেলো বেটা! (উকি মেরে)

১ম ব্যক্তি। তা আছে বইকি, এই বটগাছ দিয়েই গ্রামের সীমানা শুরু।

২য় ব্যক্তি। আপনি যাবেন কোথায়?

পথিক। সেডাই তো কতা, যাবডা কোতাই! কে বলেচে, কোতাকে বলেচে, কখন বলেচে, কিছুই তা জানিনে বাপু!

২য় ব্যক্তি। মাথার ব্যামো আছে বুঝি? (১ম ব্যক্তির দিকে আড় চোখে তাকিয়ে মাথার কাছে আঙুল ঘুড়িয়ে)

পথিক। বলি বলেন কি, এ্যাঁ, ব্যামো? আপনাকে ত বলেনি, বলেচে আমাকে। প্যেইলে হাড়-গোড়সব ভ্যেইভে দেব।

১ম ব্যক্তি। দাঁড়ান তো মশাই, একটুখুলে কথা বলুন না, এত মস্করা করেন কেন। করছিলাম একটা দরকারি আলোচনা, তা কোথা থেকে এসে হম্বি-তম্বি শুরু করলেন।

পথিক। তাইলে শুনুন, বলচি। আমায় বলে কিনা বনমানুষের মত দেইখতে! আমার বউ নানিক বাদরের গলে মুক্তার মালা দ্যেইছে।

২য় ব্যক্তি। (ফিসফিসিয়ে) ভুল কিছু বলেনি। চিড়িয়াখানার গোরিলাকে হার মানায়।

১ম ব্যক্তি। (সজোরে) চলো ভাই তপেন, ওঠা যাক। এমন আর আলোচনা হবে না।

২য় ব্যক্তি। (পথিককে উদ্দেশ্য করে) ফালতু সময় নষ্ট কচ্ছেন। বাড়ি যান। আর দয়া করে মাথার ব্যামোটা সারান।

[দাঁত মুখ খিঁচিয়ে পথিকের প্রস্থান ১ম ও ২য় ব্যক্তি হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের দিকে এগোতে থাকে। সাইকেলে একটুদূরে এক যুবতীর প্রবেশ।]

যুবতী। ও মাধব জ্যাঠা, খবর সব ভালো তো? তপেনকাকু ভালো আছেন?

১ম ও
২য় ব্যক্তি। হ্যাঁ, ভালো ভালো (একসাথে)

২য় ব্যক্তি। তবে একটা ব্যাপার ঘটেছে।

যুবতী। কেমন ব্যাপার?

২য় ব্যক্তি। 'ড্রথত্মত্মড্রত্ত্বড্ডথহুত্র' ব্যাপার!

যুবতী। এ্যাঁ .. কি ডাস্?

১ম ব্যক্তি। ভাই তপেন, এ ভাষা তো ঠিক বোধগম্য হলো না।

২য় ব্যক্তি। 'Horrendous', 'Horrendous'- মানে সাংঘাতিক ব্যাপার। 'Horrible' ও 'daugerous'। সাক্ষাৎ গোরিলার দেখা পেলাম, বিনা টিকিটে। খাঁচার বাইরে।

যুবতী। (উত্তেজিত হয়ে) ... গো ... গো ... রি ... লা ... কোথায়??!!

১ম ব্যক্তি। একটু আগেই। আর বোলো না মা, এক উদ্ভট, বিকট দেখতে লোক, মাথার ব্যামো আছে মনে হয়, দুর্বোধ্য কথা বলে, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে এলেন ও গেলেন। (হে হে হে হে)

যুবতী। ও-হো-হো-তাই বুঝি 'Horrendous' বললেন তপেন কাকা?

২য় ব্যক্তি। তাই তো। এনার নাম হওয়া উচিত 'Mr.

Horrendous'।

(হালকা হেসে যুবতীর প্রস্থান)

[হঠাৎ, এখানে গ্রামের হাতুরে ডাক্তার পাঁচুগোপাল উপস্থিত হলেন, তেমন পসার নেই বললেই চলে, লোক সুবিধের নয়, সবাই এড়িয়ে চলে]

ডাক্তার। এজ্ঞে মাধববাবু, আপনি হলেন গিয়ে আমাগো গেরামের ম্যাস্টরের বাপ, আপনাকে পেন্নাম না করে কি থাকা যায়। (দু কাঁধ উঁচু করে নমস্কার করলেন, সামনে ঝুঁকে) তা বলচিলাম, কাইল এক মেয়ের বাপ এইসে ব্যইল্ল, মেয়ের জন্যি একটা পাত্তর খুঁজি দিতে। তা আপনার চ্যেইনা কেউ থাকলে যদি ... (হাত কচলিয়ে)

১ম ব্যক্তি। মেয়ে দেখতে শুনতে কেমন? আপনি দেখেছেন? বয়স?

ডাক্তার। তা দেকেচি বইকি! আপেলের মত রং, পটল চিরা চোখ, গড়ন সব্বনে ড্যাটার মত, আর বয়স তো এজ্ঞে ... কসি্ বেগুন ... নাম সুমতি। (চোখ বড় বড় করে) আছে কোনো পাত্তর?

১ম ব্যক্তি। আহঃ ডাক্তার, বাজে কথা রাখুন তো। আছে একটা পাত্র, ইস্কুলে নতুন এসেছে, ছেলে বলছিল।

২য় ব্যক্তি। (চোখ কপালে তুলে) মেয়ের বর্ণনা না সবজির দোকান! 'Horrendous'।

ডাক্তার। আহা, খাসা ইনজিরি নাম বটে ছেলের। (মনে মনে)

১ম ব্যক্তি। আহঃ তপেন, ওই নাম বাদ দাও তো। এই নাম সবজায়গায় বলো না, কারও বোধগম্য নয়।

ডাক্তার। তাইল্যে মেয়ের বাপকে বলি, ইস্কুলে এয়ে খবর নিতি। আপনি বইলল্যে ওই ম্যাস্টরকে পাকা কতা দিতি হবে।

(সকলের প্রস্থান)

দৃশ্য দুই : প্রাইমারী স্কুল

[পরদিন সকালে প্রাইমারী স্কুলের সামনে এক শীর্ণ মধ্যবয়স্কের আগমন]

দারোয়ান। কি বলুন?

ব্যক্তি। একটু সার কে ডেকে দেবেন! (ইতস্তত বোধ করে)

দারোয়ান। 'সার'? কোন সার? এইটা ইস্কুল, এখানে গাছের সার কেউ নেবে না। আপনি আসুন। (একটু থেকে চিন্তা করে) তবে ম্যাস্টর কাউকে বইলল্যে ডাকতে পারি।

ব্যক্তি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ওনাকেই ডাকুন, একটু কতা ছিল।

দারোয়ান। ওনাকে বইলতে? কাকে? এখানে হরেক ম্যাস্টর।

ব্যক্তি। ওই ত লতুন এয়েছেন। 'Horrendhushh' সার।

দারোয়ান। গাঁজায় দম দেয়েছেন বুঝি! ও আবার কি নাম।

ব্যক্তি। এই টেয় নাম বাপু। ইনজিরি নাম।

[ধাক্কা মেরে ব্যক্তিকে বের করতে যাবেন, ঠিক তখনই হেড-মাস্টারমশাই বাইরে এলেন। তিনি একটি কানে একটু খাটো]

হেডমাস্টার। রাধু, এত গোল কিসের?

দারোয়ান। (আস্তে করে) এই ত হেড ম্যাস্টর!

ব্যক্তি। অ বাবু, আমায় ত্যাইরে দেয়েন না, আমায় 'Horrendhushh' সার-এর লগে একবার কতা কইতে দিন। পাকা কতা হয়ে গেচে। একটি বার জামাইকে মেয়ের ফ্যাটো খান দিয়েই চইল্যা যাব।

হেড মাস্টার। 'Hor...r...d... টুঁশ? সার? পাকা কলা! কামাই?...

ব্যক্তি। খবর দিন না একটু ভেতরে।

হেড মাস্টার। গোবর! কবর! রাধু একে আমার আপিসে নিয়ে এসো।

(সবাই হেডস্যারের ঘরে প্রবেশ করলেন) আপনার নামে 'ছোকজ' করব। আমায় কবর দেবেন, আমি গোবর! আপনার নাম 'কোটেস্' (পড়ুন quotes) করে, 'নোটস্' (পড়ুন Notice) দেবো 'হাওয়া মহলে' (পড়ুন উপর মহলে)। আমায় চেনেন আমি কে?

ব্যক্তি। কে বাপু?

দারোয়ান। আপনি হেড ম্যাস্টর!! (অবাক হয়ে)

হেড মাস্টার। (টেবিলে কিল মেরে) না, আমি হরিদাস পাল। স্বর্গীয় বটকেষ্ট পালের ছেলের, চাঁবদন পালের নাতি ... (ফিরিস্তি চলতেই থাকে। দরজায় টোকা পড়ল, এক যুবক দাড়িয়ে।)

যুবক। আস্তে পারি স্যার?

হেড মাস্টার। (বেশ জোরে) আইস্-অ।

যুবক। স্যার, ছাত্রদের নামের চুড়ান্ত লিস্ট তৈরি করে জমা দিতে এলাম।

ব্যক্তি। আপনিও তো বুদয় সার। এট্ট আমার জামাইকে ডাকুন দিকিনি।

যুবক। (বিনীত ভাবে) কাকে ডাকব বলুন।

ব্যক্তি। 'Horr-en-dhushh' কে।

হেড মাস্টার। আবার 'টুঁশ'!

দারোয়ান। মনে হয় 'লবনচুস্'!

যুবক। (বেশ ঘাবড়িয়ে গিয়ে) এসব কোথাকার নাম, কার নাম? নামটা ভুল হচ্ছে বোধহয়।

ব্যক্তি। না, না ভুইল নয় গো বাপু। ইনজিরি নাম। পাঁচু ডাক্তার এই নামই বলেচেন জামায়ের। ভুইল হতেই পারে না। জামাই বে করবে বলে পাত্তির দেখতে বলেচে, তাই ত ডাক্তার খোদ জামায়ের বন্ধুর বাপ মাধব মিত্তিরের থেকে নাম শুনে এয়েছে।

যুবক। (বিস্ময়ে চোখ জ্বল জ্বল করে ওঠে) মাধব মিত্র! রমেনের বাবা!... জামাই কি তালে ... (খুব ভাবনার সাথে)

হেডমাস্টার। কামাই! কে করবে? কে সে? আমি কত বড় হরিদাস তা দেখিয়ে দেব। (রেগে গিয়ে)

যুবক। (ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে) আমিই সেই পাত্র, যে পাত্রীর খোঁজ করেছিলাম। (ব্যক্তি ও দারোয়ান অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে)

হেড মাস্টার। তুমি ছাত্র!!

ব্যক্তি। (গদগদ হয়ে) তাইলে ত কতাই নেই। বাবা 'Horrendhushh' এই আমার মেয়ে সুমতি (একটা ফটো বের করলেন খাম থেকে)

যুবক। দাঁড়ান! আমি তো আপনার জামাই, ফটো দেখিয়ে কি লাভ তাহলে? মেয়েকে তো রোজই দেখি বলুন।

ব্যক্তি। (হতচকিয়ে) মা-নে ... মা ... নে ... ওই ... 'Hor ... n ...' ...

(হঠাৎ একটি যুবতীর প্রবেশ অফিস ঘরে)

যুবতী। আর কত ছোট করবে নিজেকে বাবা?

ব্যক্তি। মা রে, তুই কোতা থেকে?!

যুবতী। (সবাই কে উদ্দেশ্য করে) আমিই সুমতি, ওনার মেয়ে। (ব্যক্তিকে দেখিয়ে) ওই হাতুড়ে ডাক্তার তিলকে তাল করে। উনি তো নিজের নামের উচ্চারণটুকুও ঠিক করে পারেন না। সে ব্যক্তি 'পাঁচুগোপাল' কে 'পাঁসুগপাল' বলে, সে এই মাস্টারমশাই-এর নাম কি করে ঠিক বলবে? ভাগ্গিস মাধব জ্যাঠা আমায় গিয়ে সব বলেছেন। তখনই জানতে পারি তুমি ইস্কুলে খোঁজ নিতে এসেছো।

ব্যক্তি। (খুব লজ্জিত হয়ে, উদাস মুখে) ইনি কি তবে পাওর নন?

যুবতী। হ্যাঁ, ইনিই।

ব্যক্তি। তবে?

যুবতী। নামটা অন্য। (দৃঢ়ভাবে) আর পাকা কথাও হয়ে গেছে। (মুখ নামিয়ে)

দারোয়ান। ও মেয়ে, তবে কি নাম?

যুবতী। শ্রীমান হরেন দাস। (লাজুক ভাবে)

—

মুসলীম বিয়ের গীত ও হিন্দু সংস্কৃতি

মহম্মদ আলী মোল্লা
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মুর্শিদাবাদ জেলার লোকসাহিত্যের একটি অন্যতম উপাদান হল 'মুসলীম বিয়ের গীত'। মুসলিম ধর্মসম্প্রদায়ের বিবাহের আনন্দে অনুষ্ঠানের প্রতীক হিসেবেই এগুলি পরিচিত। এই গীতগুলি গ্রাম্য বাদ্যযন্ত্র ছোট ঢোল, তা না থাকলে টিন বা গামলা বাজিয়ে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাতে তালি দিয়ে মেয়েরা নৃত্য সহকারে পরিবেশন করে। মুসলীম বিয়ের গীতগুলি একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের আনন্দ অনুষ্ঠানের অঙ্গ হলেও এর মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির সমন্বয় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। আসলে লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই গীতগুলিও কোন সচেতন মানুষের সজ্ঞানে সৃষ্ট শিল্পকলা নয়। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে পূর্বপুরুষদের মুখে মুখে রচিত হয়ে এগুলি ফল্গু ধারার মতো আজও মানুষের মুখে মুখে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। যদিও বর্তমানে আধুনিক সভ্যতার চোখ রাঙানিতে সেই ধারা অনেকটাই ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আমরা ইংরেজি সাহিত্যে এড্রুসন্দ্বব্দম্নান্ড্রজন্দ্ব-এ পড়েছি রাক্ষসদের বাঁধা বুলি হচ্ছে—ঠ্যন, ন্দ্রনন্দ্ব, ন্দ্রপ্স, ন্দ্রব্তপ্প, ব্দপ্পন্দ্বপ্তপ্ত ব্ধড়ন্দ্ব স্তুপ্সপ্সস্ত প্সন্দ্রত্র চজনব্ধনব্দড় স্ক্র-যা আমাদের পল্লীবাংলার রাক্ষস-ক্ষোখোসদের রূপকথার গল্পের-'হাঁউ, মাঁও,খাঁও, মানুষের গন্ধ পাঁও-এর সাদৃশ্যবহ। যে সময় ইংরেজ জাতির সঙ্গে বাঙালি জাতির কোন রকম সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ঘটেনি; সেই সময় একজন ইংরেজ দাদু বা দিদিমা তাঁর নাতি-নাতনিদের যে গল্প শোনাচ্ছেন, একজন বাঙালি দাদু বা দিদিমা তার নাতি-নাতনিদেরও সেই একই গল্প শোনাচ্ছেন। স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে—তাহলে সাদা চামড়ার ইংরেজ জাতি আর কালো চামড়ার বাঙালী জাতি কি কোন এক সময়ে একই ছাদের তলায় বসবাস করতো। দেশ-কাল ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে বিস্তর ফারাক থাকা সত্ত্বেও এই দুটি জাতির লোক সংস্কৃতির যদি সমন্বয় ঘটতে পারে, তাহলে দীর্ঘকাল যাবৎ একত্রে বসবাসকারী বাঙালী জাতির একবৃন্তে দুটি কুসুম হিসেবে পরিচিত হিন্দু সম্প্রদায় ও মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকসাহিত্যে সংস্কৃতির আদান-প্রদান যে ঘটবে—সেটাই তো স্বাভাবিক।

মুসলীম বিয়ের গীতগুলিতে কীভাবে হিন্দু সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে—তা দু-একটি গীত তুলে আলোচনা করলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যাবে—

(১)

আমার শাম দাড়িয়্যা কদম তলে,
ক্যা-নে নে-ম্যা ছিল্যাম জলে।
আমার বিহাই এ-স্যা ঢেলা মারে,
ক্যা-নে নে-ম্যা ছিল্যাম জলে।
আমার শ্বশুর এস্যা লজ্জায় মরে,
ক্যানে নেম্যা ছিলাম জলে।
আমার শাম দাড়িয়্যা কদম জলে,
ক্যানে নেম্যা ছিলাম জলে। (সংক্ষিপ্ত)

—এই গীতটিতে 'শাম' অর্থে মুসলীম নারী তার প্রেমিক পুরুষকেই বুঝিয়েছেন। আর এই 'শাম' শব্দটি এসেছে কৃষ্ণের 'শ্যাম' নাম থেকে। আমরা জানি মধ্যযুগের তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের আদর্শ পুরুষ বা প্রেমিক চরিত্র হল—শ্রীকৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণের আদর্শেই এখানে মুসলিম নারী তার প্রিয় পুরুষকে কামনা করেছে।

আদর্শ পুরুষ বা প্রেমিক চরিত্র যদি কৃষ্ণ হয় তাহলে আদর্শ নারী বা প্রেমিকা চরিত্র অবশ্যই রাধা। এই গীতগুলিতে সেই রাধা চরিত্রেরও প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়—

(২)

ছায়া ঢোলক বাজাছে,
গোরি নাচে কদম তলাতে।
মাথার টাইরা মাথায় মানাছে,
গোরি নাচে কদম তলাতে।
ছায়া ঢোলক বাজাছে,
গোরি নাচে কদম তলাতে। (সংক্ষিপ্ত)

—এখানে 'গোরি' বলতে সেই মুসলীম নারীকে বোঝানো হয়েছে যে তার প্রিয় পুরুষের সঙ্গে মিলনের আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই চিত্র তো আমরা 'গৌরী'—অর্থাৎ রাধার মধ্যেও পাই। যিনি কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় এরকম আবেগ বিহ্বল হয়ে পড়তেন।

যদি একটু ভেবে দেখি

মানস মণ্ডল
অতিথি অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

আমরা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ছুটেই চলেছি। কি কারণে ছুটছি? কতটা ছুটতে হবে তা আমাদের কোন পরিকল্পনা নেই। এই পৃথিবীর অনেকেরই পরিকল্পনা নেই কালকের দিনটা আমি কিভাবে কাটাব। আমরা আজকের দিনে কী কী কাজ করবো তা আজকে সকালে উঠে আমরা চিন্তা করি। কিন্তু সঠিকভাবে লাইফ ম্যানেজমেন্টের জন্য পরিকল্পনাটি একদিন আগে থেকে হওয়া দরকার যেমন, কালকে আমি সকাল ছটায় উঠব, তার পর নটা পর্যন্ত পড়া করবো, তারপর কলেজে যাব, কলেজ থেকে দুটো নাগাদ ফিরে একটু বিশ্রাম নিয়ে বৈকালে একটু খেলাধুলা করে বৈকাল সাড়ে পাঁচটায় বাড়ি ফিরে ছটা থেকে আবার দশটা পর্যন্ত পড়াশুনা করে বাড়ির সবাই একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে এগারোটা নাগাদ বিছানায় যাওয়া। ঠিক বিছানায় যাওয়ার আগে পুনরায় কালকের দিনের জন্য ম্যানেজমেন্ট করা। তাহলে দেখবো আমাদের জীবনের গতি অনেকটা এগিয়ে গেছে। আমি শুধু একজন স্টুডেন্ট-এর ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট দেখালাম এরকম প্রত্যেকের জীবনে ম্যানেজমেন্ট থাকা দরকার। দেখব একজন যে সকালে উঠে লাইফের ম্যানেজমেন্ট করে আর একজন যে তার একদিন আগে থেকে লাইফের মেনেজমেন্ট করে সে সব সময় এগিয়ে থাকে কারণ সকালে উঠে তাকে ভাবতে হয় না; সে আগে থেকেই ভেবে রেখেছে। সুতরাং সে যখন কাজ শুরু করে অন্যেরা তখন ভাবতে থাকে।

আমি দেখেছি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নিজেদের অজানতেই বিড়ি সিগারেটের ধোয়া পান করতে শুরু করে। এখনতো আবার প্রাইমারি লেবেলেও এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে। আমি শুধু একটি বিড়ি বা সিগারেট কোন কোন দিক দিয়ে আমাদের ক্ষতি করতে পারে সে-দিকে একটু দৃষ্টিপাত করবো। আমরা যদি বিড়ি বা সিগারেটের ধোয়া টেনে নাকের মধ্যে ফু দি তাহলে দেখবো নখের উপর বাদামি রঙের একটি স্তর জমে গেছে একে নিকোটিন বলে। যারা ধোয়া টেনে সরাসরি ভিতরে পাঠিয়ে দেয় সেই ধোয়া ফুসফুসে গিয়ে পরিশোধিত হয়। এই ফুসফুসের গায়ে প্রচুর ছিদ্র থাকে কেমন ছাকনির মধ্যে থাকে। এখন সরাসরি ধোয়া শরীরের মধ্যে গেলে ফুসফুসের দ্বারা সেই ধোয়া পরিশোধিত হয় ফলে ধোয়ার মধ্যে মেশানো নিকোটিনগুলি ফুসফুসের ছিদ্রগুলির মধ্যে জমে গিয়ে ছিদ্রগুলিকে বন্ধকরে দেয়। আমরা অনেক বৃদ্ধ মানুষকে কাশতে দেখি যারা কাশতে কাশতে অসুস্থ হয়ে পড়েন তাদের খেয়াল করলে বোঝা যায় যে তাদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আসলে যে-টুকু শ্বাসের প্রয়োজন সে-টুকু শ্বাস ফুসফুসের ছিদ্রগুলি বন্ধথাকায় সংগ্রহ করতে পারে না, তাই এরকম শ্বাস কষ্ট শুরু হয়। বর্তমান যুগে একটি সিগারেটের দাম পাঁচ টাকা কেউ যদি দিনে চারটি সিগারেট খাই অর্থাৎ কুড়ি টাকা খরচ। তাহলে মাসে ৬০০ টাকা এবং বছরে ৭,২০০ টাকা খরচ। তাহলে একদিকে আমি আমার শরীরকে সিগারেট খাওয়ার জন্য অসুস্থ করে তুলছি। আমি নিজেকে আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল করে তুলছি অপর দিকে যে ধোয়াটি আমি বাতাসের মধ্যে ছাড়ছি সেটি বাতাসকেও দূষিত করছে। তাহলে বিড়ি বা সিগারেটের দ্বারা কেবল আমি আমার নিজেরই ক্ষতি করছি না যদি সেই ধোয়া বাচ্চা ছেলের শরীরে যাই তাহলে দেখবো বাচ্চা ছেলের শরীর অসুস্থ করে তোলে। বিড়ি বা সিগারেটের ধোয়া শরীরের মধ্যে গেলে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের উত্তেজিত করে তোলে। অনেকে টেনশন মুক্ত হওয়ার জন্য বিড়ি বা সিগারেটের ধোয়া পান করেন। কোন দিনই বিড়ি বা সিগারেট মানুষের টেনশন কমায় না বরং বাড়িয়ে তোলে। আবার শোনা যায় অনেককে বলতে সিগারেট না খেলে আমার পাইখানাই হয় না। এরকম যুক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ মানুষ বাদ দিয়ে আর কোন জন্তু বা জানোয়ার বিড়ি বা সিগারেট খাই কিনা আমার জানা নেই কিন্তু তাদের তো পাইখানার কোনরকম সমস্যা নেই। একটি গরু দিনে কত পাইখানা করে কিন্তু গরু কি এর জন্য বিড়ি বা সিগারেট খায়। তাই এটি সম্পূর্ণ মনের একটি রোগ। তাই আমার করজোরে বিনীত নিবেদন যারা বিড়ি বা সিগারেট খান তারা যেন খুব তাড়াতাড়ি এই নেশা ত্যাগ করেন।

আমরা অনেকেই খাওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিকভাবে জানি না। যেমন অনেকে আমরা খাবার খেতে খেতেই জলপান করি বা খাবার খাওয়ার পরপরই ঢক ঢক করে

জলপান করতে অভ্যস্ত থাকি। এরকম একেবারেই উচিৎ নয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলা হয়েছে ''খাদ্যন্তে বিষং বারি'' অর্থাৎ খাওয়ার পর জলপান বিষতুল্য। কারণ খাবার খাওয়ার পর সেই খাবার যখন আমাদের পেটে যাই তখন হজমের জন্য হালকা তাপ উৎপন্ন হতে থকে। এরপর যদি আমরা জলপান করি তাহলে সেই উৎপন্ন তাপ নষ্ট হয় ফলে আমাদের হজমের নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। যেমন জলন্ত আখার মধ্যে জল ঢেলে দিলে যে অবস্থা হয় আমাদের পেটের মধ্যেও ঠিক সেই অবস্থা হয়। আপনি বলতে পারেন অনেকেই তো খাই তাদের তো কিছু হয় না। আমি বলবো হয় না খুব ভালো কথা কিন্তু আপনার যাতে না হয় তার জন্য আপনার সচেতন হওয়ার প্রয়োজন। তাহলে আপনি জিজ্ঞাস করবেন কখন জল পান করা প্রয়োজন। হয় আপনি খাওয়ার আধঘন্টা আগে অল্প মাত্রার জল পান করুন অথবা খাওয়ার আধঘন্টা পরে জল পান করুন। প্রত্যেকদিন অন্তত পাঁচ লিটার জল পান করা দরকার। শীতকালে এক লিটার কম হলেও চলবে। জল কম খাওয়ার কারণে কিডনিতে পাথর পর্যন্ত হয়ে থাকে তাই আমরা প্রত্যেকে জল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলবো।

আমরা যারা বাচ্চাছেলেমেয়েদের হাতে লেজ বা কুরকুরে কিনে দিই আমরা নিজেরাই জানি না নিজেদের অজান্তে কি বিষ তাদের হাতে তুলে দিই। যদি আমরা লেজ বা বা কুরকুরের একটি অংশ নিয়ে আগুনে ধরায় তাহলে দেখব নাইলনে আগুন লাগলে যেমন গলে গলে পড়ে ঠিক সে-ভাবে গলে গলে পড়ছে। তাই এই সমস্ত জিনিস কি দিয়ে তৈরি তাতে কি ধরনের বিষ মেশানো আছে আমরা কেউ জানি না। আরো আমরা খেয়াল করলে দেখতে পাব যে সমস্ত বাচ্চরা একবার এই সমস্ত জিনিস খাই তারা আবার খেতে চাই এ থেকে বোঝা যায় কোম্পানিগুলি নিজেদের ব্যবসার লাভের জন্য একধরনের ড্রাগও ব্যবহার করছে। আমাদের কষ্টের টাকা কোম্পানিগুলি লুট করে নিয়ে যাচ্ছে আর আমরা আমাদের ছেলেগুলোকে নিজের হাতে বিষ কিনে দিচ্ছি।

পোলট্রি মুরগির মাংস প্রায় আমরা সবাই খাই। এই পোলট্রি মুরগির মাংস সমাজকে কিভাবে দূষিত করছে তার একটি দিক আমি তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আমরা দেখে থাকবো পোলট্রি মুরগিগুলি অত্যন্ত অল্পসময়ে বেড়ে ওঠে। বর্তমানে একটি গবেষণার ফলে জানা গেছে এই মুরগিগুলির খাবারে একধরনের হরমন প্রয়োগ করা হয় যার ফলে খুব তাড়াতাড়ি এগুলি বেড়ে ওঠে। এখন রান্নার ফলেও এই হরমনগুলি সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হয় না। ফলে বাচ্চাদের শরীরে একনাগারে হরমনগুলি যেতে থাকলে মানুষের শরীরেও সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিক্রিয়া করতে শুরু করে। ফলে একটি পাঁচ বছরের ছেলে পনেরো বছরের ছেলের মত হাবভাব দেখায়। তার মানসিক চিন্তাভাবনা স্তরও বেড়ে ওঠে। যাকে বলে 'ইচঁরে পাকা' অর্থাৎ অকালপক্কতার সৃষ্টি হয়।

আমার মাঝেমাঝেভাবলে খুব কষ্ট হয় বর্তমানে আমরা যে রাস্তা দিয়ে চলেছি তা যেন সবটাই দূষিত। আমাদের কথাবার্তা, আমাদের চিন্তাভাবনা, আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, আমাদের খাওয়া দাওয়ার পদ্ধতি সমস্ত যেন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। আর জেগে ঘুমানোর সময় নেই আমাদের সকলকে সজাগ হতে হবে। আমরা মুখে যতই বলি না কেন খুব ভালো আছি আসলে আমরা কেউই ভালো নেই।

মন চাই অজানাকে ছুঁতে

শুভশ্রী দাস
গেস্ট লেকচারার, সংস্কৃতি বিভাগ

কাজ কাজ আর কাজ। দিনে কাজ, দুপুরে কাজ, রাত্রে কাজ, সংসারে কাজ, কলেজে কাজ দুদণ্ড বিশ্রামের অবকাশ নেই। এমনই এক জীবন আমাদের। আর দু-একদিন ছুটি মানেই তো হাজারো সমস্যার মুখোমুখি।

সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় এই জীবন যুদ্ধ। নেমে পড়তে হয় কুরুক্ষেত্রের ন্যায় জীবন ক্ষেত্রের ময়দানে। সংসারের কিছু কাজ কোনক্রমে সেরে ছুটতে হয় অফিসের দিকে। কেননা কলেজের কাজগুলি যেমন আমার কাছে আরাধনা ঠিক তেমনই সংসারচিত্ত আমার সাধনার স্থান। কোন বিষয়টিকে অবহেলা করার অবকাশ নেই। এইভাবেই কেটে যায় নিত্য দিন। তাই নিজেকে ছেড়ে অন্যকে চেনা আর হয়ে ওঠে না। তাই মাঝেমাঝেহৃদয়ে বেজে ওঠে মুক্তির সুর—

হারে রে রে রেরে আমায়
ছেড়ে দেরে দেরে।
যেমন ছাড়া বনের পাখি
মনের আনন্দেরে।।

সত্যি যদি ঐ ছোট্ট পাখিটির মত হতে পারতাম, আর খোলা আকাশের মত স্থানে ঘুড়ে বেড়াতে পারতাম। পারতাম কি! পারতে হবে। মাঝে মাঝে বেড়িয়ে পরতে হবে অজানার খোঁজে নিজেকে জানতে। নিজের চেনা সংকীর্ণ গণ্ডিটির বাইরে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—'এসো মানুষ হও, নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখো, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে'। নিজ গণ্ডির বাইরে, রাজ্যের বাইরে এমনকি সম্ভব হলে দেশের বাইরে বেরলেই এই অনুভূতি আসবে আপনা-আপনি। তবেই তো উপলব্ধি করতে পারব—নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান—এই অপার বৈচিত্র।

প্রথমে মন চলে যায় প্রকৃতির খোঁজে। যেখানে লালিত-পালিত হয়েছে মহাকবি কালিদাসের তুলিকার স্পর্শে—'মেঘদূত', 'ঋতুসংহার', রঘুবংশের মত কাব্যশিশুর দল। কবির কাব্যে বর্ণিত সেই কল্পনার প্রকৃতি কেমন করে বাস্তবকে ছুয়ে যাচ্ছে তা দেখার নেশায়। সেই প্রেমময়ী প্রকৃতির মুখে চোখে রাখা অফুরান বাতাস গায়ে মেখে অজানার আনন্দকে উপলব্ধি করে মন বলে ওঠে—'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে ...'।। তারপর তুষারাবৃত্ত শৈলশিখরের অন্তর হতে নির্ঝর ঝর্ণার ঝংকারে মহাশ্বেতার সঙ্গীতের সুর যেন ভেসে আসে, দিগন্ত বিস্তৃত নীল সমুদ্রের ব্যাপ্তি মনে এনে দেয় অফুরন্ত সুখসম্ভার। আর সেই সবুজ-শ্যামল বনরাজি সে কি ভোলার। বনের মধ্যে নানা রঙবেরঙের পাখির কলতান, সিংহরাজের গর্জন, কৃষ্ণসার হরিণশিশুদের চোখের দিকে তাকালে ধরা পরে আমাদের অচেনা শকুন্তলাকে চেনার আনন্দ। মনে আসে এক অসীম আনন্দ। পায় নিজেকে বিশ্লেষণের সুযোগ।

সবশেষে যান্ত্রিক এই জীবন, জীবনের নানা সমস্যা, চেনা দুঃখ ভুলে হারিয়ে যেতে হবে অজানার আনন্দে। বিশ্বকবির ভাষায় 'বিশ্বসত্ত্বার সঙ্গে ব্যক্তি সত্ত্বার মিলন' ঘটাতে হবে। জানি আমাদের সামর্থ খুবই অল্প, তবু চেষ্টা করতে দোষ কি? এই আত্মচেতনায় সঞ্চার জাগিয়েছেন আমাদের প্রেমের কবি কালিদাস তাঁর কাব্য রচনা করতে গিয়ে—

ক্ব সূর্য প্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুডুপেনাথি সাগরম্।।

শিয়া সুন্নি সংঘাত

মহঃ মইদুল হোসেন
বড়বাবু, নগর কলেজ

গৃহযুদ্ধেবিধ্বস্ত সিরিয়া। প্রতিবেশী শিয়া শাসিত রাষ্ট্র ইরাকে এক জঙ্গি খলিফাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে এক অভূতপূর্ব সংকটের সৃষ্টি করেছে। এই সংকটের অনেকগুলি স্তর ও মাত্রা আছে। কারণ সিরিয়ার রণাঙ্গনে সক্রিয় আছে নানা রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য সংগঠন। এদের নিজেদের মধ্যে আছে পারস্পরিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত।

এই চূড়ান্ত অরাজক পরিস্থিতিতে ইরাক-সিরিয়া সীমান্ত প্রায় মুছে দিয়ে এক আগ্রাসী ও রক্ষণশীল ওয়াহাবি এলাকা গড়ে উঠেছে। এই ভূ-রাজনৈতিক সংকটের প্রেক্ষিতে সমস্ত আঞ্চলিক ও অন্যান্য বর্হিভূত শক্তি এবং অরাষ্ট্রীয় সংগঠন নিজ নিজ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাদের ঘুটি সাজাচ্ছে। সুন্নি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা স্বাভাবিক ভাবেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইরাক থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে আল বাগদাদির ভয়াবহ আগ্রাসনের মোকাবিলার সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ না ঘটালেও, কিন্তু ভবিষ্যতে ইরানের সঙ্গে সহযোগিতার পক্ষে হাঁটতে পারে। নতুন খিলাফতের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনের 'তেহেরান সমঝোতা' উপসাগরীয় রাজনীতিতে ক্ষমতার প্রচলিত বিন্যাসে সাময়িকভাবে হলেও পরিবর্তন নিয়ে আসবে। পরমাণু পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য আলোচনাকারী দেশগুলির সঙ্গে ইরানের কূটনৈতিক দরকষাকষি যদি ইতিবাচক পথে মোড় নেয় তবে সুন্নি অগ্রাসনের প্রতিরোধ ও বাগদাদের পতনকে ঠেকাতে ওয়াশিংটনের তেহেরান সমঝোতার সম্ভবনা উজ্জ্বল হবে। এই সমঝোতা নিঃসন্দেহে সৌদি আরব ও ইজরায়েলের সঙ্গে ওয়াশিংটনের চিরাচরিত সম্পর্কের ফাটল ধরাবে। উপসাগরীয় অঞ্চলের তেলের ওপর নির্ভরতা কমে আসবে, ফলে সরাসরি মার্কিন স্বার্থে আঘাত না লাগলেও তারা এই সমস্যা সমাধানে কতটা সক্রিয় হবে তা স্পষ্ট নয় তবে ইজরায়েল ও সৌদি আরবদের কৌশলগত সমঝোতা মধ্যপ্রাচ্যের আরব-ইজরাইল বিরোধকে কিছুটা পরিবর্তন আনতে পারে। খলিফাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে আগামীদিনে মুসলিম বিশ্বে শিয়া-সুন্নি সংঘাত আরও ভয়াবহ আকার নিতে পারে। ইরাকি সেনাবাহিনী আল বাগদাদির বাগদাদমুখী আগ্রাসনকে রোধ করতে অসফল হলে ইরাকের অর্থনীতি ভেঙে পড়বে।

আফগানিস্থান ও পাকিস্তানে ধর্মীয় সংঘাত ইতিমধ্যে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ভারতের সঙ্গে দ্বন্দ্বে এবং আফগানিস্তানে প্রতিপত্তি বাড়ানোর লক্ষে পাকিস্তান জঙ্গিগোষ্ঠীগুলিকে দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্রয় দিয়েছে যার ফল স্বরূপ ১৬/১২/২০১৪ তারিখের পেশোয়ারে সেনা স্কুলে তেহরিক-ই-তালিবনের হামলা। উল্লেখ্য এই জঙ্গি সংগঠন ২০০৭ সালে তৈরি হয় পাকিস্তানে। উত্তর ওয়াজিরিস্তানে সামরিক অভিযান শুরু করে পাকিস্তান, তার বদলা নিতে এই হামলা চলিয়েছে বলে এই জঙ্গি সংগঠন স্বীকার করে। পাকিস্তানের এই ঘটনা সারা বিশ্বকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকায় ০৯/১০/২০১২ তারিখে স্কুল বাসে হামলা চালিয়েছিল তালিবানরা। পশ্চিম বাগদাদে জঙ্গি। ০৮/০৯/২০০৭ তারিখে হামলা চালিয়ে ৫ জন ছাত্রী নিহত ও ২০ জন ছাত্রীকে আহত করেছিল। এই ধরণের ঘটনা পর-পর ঘটছে যা সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে আরও গভীর সঙ্কটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এর সঙ্গে একটা ছোট ঘটনা যোগ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। সিরিয়ার চোদ্দ বছরের কিশোর উমেঈদ বারহো এক সিরিয়ার একটা শহরে বাস করত। ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া (আই এম) সেই কিশোরকে নিয়ে চলে গেল আত্মঘাতী হামলার জন্য। আই এস শহরের দখল নেওয়ায় পরই স্থানীয় এক সুন্নি মসজিদে যাতায়াত শুরু করে। সেই মসজিদে ঐ চোদ্দ বছরের কিশোরকে শেখানো হত শিয়া মানে শত্রু। আমাদের শেষ করে দেবে, ওদের বিরুদ্দে জেহাদে নামতে হবে। কিছুদিনের মধ্যে ইরাকে তাকে আনা হয়েছিল। সেখানে একই সঙ্গে চলতে থাকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ আর জেহাদী শিক্ষা। এক সময় তার ভুল ভাঙে তাদের আচার-আচরণে। ধর্মের নামে তারা কিশোরদের মাথাটাকে খারাপ করতে চায়। জঙ্গি নেতাদের কিছু কর্ম কুশলতার আশর্চ্য লেগেছিল, যেমন অন্য কেউ ধূমপান করলে শাস্তি দেব কিন্তু তারা নিজেরাই ধূমপান করে। মরুভূমির অন্ধকারে অবাধে যৌনতায় লিপ্ত হয়, তখন

দল ছেড়ে পালানোর ইচ্ছে মাথাচড়া দেয় কিন্তু মুক্তি পাওয়া তো এত সহজ নয়। প্রশিক্ষণ পেয়ে তাকে মানববোমা হয়ে ওড়াতে হবে এক মসজিদকে, এই নির্দেশ জঙ্গিনেতা দিয়েছিল। মসজিদ পর্যন্ত যথা সময়ে তাকে জঙ্গিরা পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু সেই কিশোর রক্ষীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজের প্রাণ সহ অনেকগুলি মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। এ ছিল জঙ্গিপনার ভেতরের রূপ। যা সবার মধ্যেই প্রকাশমান। কঠিন পরিস্থিতিতেও আমরা নিজেদের মনে এ প্রশ্ন সহজেই করতে পারি কোন্ রাস্তাকে বেছে নেব?

শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষক সমাজের ভূমিকা

কাজল পাল
শিক্ষাকর্মী, নগর কলেজ

শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার স্বাধীন দেশে এখনও প্রতিষ্ঠা হয়নি। আমাদের দেশে এখনও প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ মানুষ নিরক্ষরতার অন্ধকারে রয়েছে। ভারত সরকারের সমীক্ষা অনুযায়ী প্রায় ৫ কোটি শিশু এখনও বিদ্যালয়ের বাইরে আছে। এই বাস্তবচিত্র থেকেই বোঝা যায় শিল্প আমাদের দেশে সার্বজনীন হয়ে ওঠেনি। আমাদের দেশে সংবিধান চালু হওয়ার পর আমাদের লক্ষ্য ছিল; একবিংশ শতাব্দীতে ৬ থেকে ১৪ বছরের সকল শিশুকে শিক্ষার অঙ্গনে আনতে হবে। আমরা আজও সে বিষয়ে ব্যর্থ। সামাজিক অনেক সমস্যা আছে। এই সমাজ ব্যবস্থায় তার সমাধানও সম্ভব বলে মনে করি। আমাদের দেশে নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত গরীব মেহনতি মানুষের সংখ্যা বেশি, তবুও দু-বেলা দু-মুঠো পেট ভরে খেতে পায় না এমন পরিবারের সংখ্যা নগণ্য। স্বাধীনতার ৬৫ বছর পরেও নিরক্ষরতা আমাদের জাতীয় জীবনের কলঙ্ক হিসাবেই রয়ে গেছে। আজও বিশ্বের দরবারে আমাদের দেশের পরিচিতি নিরক্ষর দেশ হিসাবে। জাতীয় জীবন থেকে নিরক্ষরতা দূর হয়নি তার কারণ সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ সন্ত্রাসবাদ, কুসংস্কার আমাদের সমাজকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছে। যার ফলে বলি হচ্ছে সমাজের কৃতি তরুণ তরুণীরা।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে শুরু হয়েছিল স্বাক্ষরতা অভিযান আর সবার শিক্ষার দাবি নিয়ে শুরু হয়েছে সর্বশিক্ষা অভিযান। যাতে সর্বস্তরের শিশুরা লেখাপড়ার সুযোগ পায়। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে মেয়েদের ও বিদ্যালয় ছুট ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়মুখী করে তোলার উপায় হিসাবে সর্বশিক্ষার সৌজন্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে মিড-ডে-মিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের খাদ্যের সুরক্ষা ও বিদ্যালয়মুখী করে শিক্ষার জগতে আনার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়াতে শিক্ষা বাদে খাদ্যের কথা বলা হয়নি কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে লক্ষকরলে দেখা যাবে এই ব্যবস্থার বিকৃত রূপ।

সমাজকে শিক্ষামুখী করে তুলতে এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে সব থেকে বেশি দায়িত্বভার নিতে হবে শিক্ষক শিক্ষিকাদের। এই কাজে বিভিন্ন ভূমিকায় সামিল হতে হবে শিক্ষিত সমাজকে। সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের মনে রাখতে হবে তিনি সমাজের শিক্ষিত সুনাগরিক তেমনি অন্যদিকে পেশাগত ভাবে শিক্ষক। সমাজ গড়ার করিগর। শিক্ষার্থীরা সবসময়ই অনুকরণ প্রিয় এর কোন বিকল্প নেই। কাজেই শিক্ষক শিক্ষিকার শিষ্টাচার, নম্রতা, বিনয়ীভাব, নিয়মানুবর্তিতা, মানবিকতা শিক্ষার্থীর মনে রেখাপাত করবে। তাই শিক্ষক শিক্ষিকার আচার ব্যবহার এমন হওয়া উচিৎ নয় যা শিক্ষার্থীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারাই একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকার সাফল্য।

আজকের সমাজে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়। মানুষ আজ পথভ্রষ্ট, বিসর্জন দিয়েছে নৈতিকতাকে, হারিয়ে ফেলেছে সমাজ চেতনাকে। মানুষ প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। প্রতিবাদ করলে হয় হাজত বাস নইলে খুন হতে হয়। সচেতন মানুষের দল যখন সমাজকে উন্নততর জায়গায় আসীন করার চেষ্টা করে তখন স্বার্থন্বেষীর দল কৌশলে সমাজকে বিপন্নকরে তোলার নেশায় উন্মাদ। জীবনদায়ী ঔষধে ভেজাল, শিশুখাদ্যে ভেজাল ভবিষৎ প্রজন্মকে পঙ্গু করে তুলছে। বহুজাতিক সংস্থার বিজ্ঞাপনের অশ্লীল ছবি সমাজকে নগ্ন করে তুলেছে। যুব সমাজ মাদকাসক্ত হয়ে উঠছে। চারিদিকের বিষবাষ্প সমাজের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচির গলা টিপে ধরছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষিত সমাজকে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে প্রতিবাদীর ভূমিকায় দল, মত, গ্রাম, শহর নির্বিশেষে কণ্ঠ মিলিয়ে সোচ্চার হতে হবে। এই পরিস্থিতির মুক্তিতে সর্বত্র শিক্ষার আবহাওয়া গড়ে তুলতে হবে, সর্বস্তরে শিক্ষাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ, কুসংস্কারের কালো হাতছানি থেকে মুক্তির একমাত্র পথ দেখাতে পারে শিক্ষা। তাই কবির ভাষায় বলতে পারি—

''এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।''

কবিতা

জয়দীপ চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ

যাই চলে যাই
আমায় খুঁজোনা তুমি বন্ধু বুঝোনা ভুল
কাল যে আলোর শুরু আমি সে আলোর ফুল।
যেটুকু সুরভি ছিল হৃদয় সবই তো ছিল
এখন খুঁজবে কাঁটা তাই ছেড়ে যাই ফুল।
বিধাতার কাছে আমি জানি না তো কী চেয়েছি
হিসাব ব্যধিলি কিছুর কতটুকু কী পেয়েছি।
শেষের লগনে তাই কিছুক্ষণ আমি চাই
প্রদীপের পিছনেতে আলোছায়া কালি তাই।

আমরা তখন থাকবো তো ?

প্রশান্তকুমার প্রামাণিক
আংশিক সময়ের শিক্ষক

এখন আমরা খুব সুন্দর আছি।
এই সুন্দর পৃথিবীর সুন্দর মানুষ হয়ে।
এখন আমাদের ভাববার অবসর কোথায় ?
পৃথিবী থাক্ আর না থাক্।
আমরা তো দিব্যি আছি বেঁচে।
ভাববো কেন 'পরের কথা'
আমরা আছি ভালো।

সব কিছু যাক রসাতলে, আমরা আছি ভালো। এই তো আমাদের চিন্তা-ভাবনা। কিন্তু সেদিন তো আর খুব বেশী দূরে নাই—যেদিন পৃথিবী অ-সুন্দর হবে—ফসল ফলবে না। প্রজাপতি উড়বে না। ফলও ধরবে না। নদী বইবে না। ঝরনাও যাবে থেমে। নেমে আসবে অন্ধকার। জীব-প্রাণী-কীট শূন্য হয়ে পড়বে পৃথিবী। আমরা তখনও খুব সুন্দর হয়ে থাকবো তো? তখন মাটি হবে শুধুই মাটি। মায়ের রূপ থাকবে না। থাকবে অন্ধকার। থাকবে শীতল পৃথিবী উদ্ভিদ-শূন্য হয়ে। —আমরা তখন থাকবো তো ?

মাহে রমজান

রাকিবুল ইসলাম
অতিথি প্রভাষক, আরবী বিভাগ

বছর ঘুরিয়া মাহে রজমান হইল উপস্থিত;
বাঁকা চাঁদের নায়ে চ'ড়ে, পাইতে মোদের প্রীত্।
মোদের প্রেমের প্রথম ধাপ
এশার ওয়াক্তে তারাবিতে সংলাপ।
রাত্রি কাটায় অধীর হ'য়ে ভোরের কথায় ঘুম টলে;
তোমার সঙ্গে প্রথম ভোজন সেহরী হোটেলে।
শুরু হল তোমার সঙ্গে চুটিয়ে প্রেমের দিন—
কখন হবো তোমার তোহফা ইফতারের সম্মুখীন।
দেওয়া-নেওয়া চললো মোদের প্রেমের প্রস্তাবনা;
প্রথম দশকে তোমার দয়ায় হারায় ঠিকানা।
দ্বিতীয়ের দিন যায়না, লাগেনা মনোরমা;
যা-কিছু করেছি ভুল করে দিয়ো ক্ষমা।
এবারও তুমি যাবে চলে এ তোমার রীতি;
জীবনের পাপ মুছিবে পাবো মোরা মুক্তি।
শেষের বেলায় দিয়েছ তুমি শবে কদরের রাত;
ঈদের দিনে আসবে মোদের বিয়ের বরাত।

এসেছি তোমার দ্বারে

রিয়াজুল সেখ
বি.এ. অনার্স (ভূগোল), দ্বিতীয় বর্ষ

তুমি ছাড়া মোর কেহ নাই
ভুলিওনা আমায়
জানি মোর পাপের সীমা নাই
তবুও ক্ষমা চাই
করুনা করমোরে পূণ্য কর দান
তোমার দয়া ছাড়া শিন্ন-এ জীবন।
এসেছি তোমার দ্বারে
সব কিছু পর করে
দয়া কর হে আমার আল্লা
মেটাও মনের জ্বালা
কোন পথে গেলে
তোমার দেখা মেলে
এসেছি তোমার দ্বারে
আশির্বাদ কর প্রাণ ভরে।।

স্বপ্নপূরণ

মৌমিতা প্রামাণিক
বি.এ. অনার্স (বাংলা), প্রথম বর্ষ

ভাবি মনে মনে,
নিলাম কীভাবে অংশ এই মহাভূবনে।
কিবা করিতে পারিলাম সকলের জন্যে—
ধীরে ধীরে যাইতেছে সব শেষ হইয়া,
অন্যের ইন্ধনে।
কিছু করিতে নাহি পারি,
শুধু, চাহিয়া-চাহিয়া দেখি—
কবে হইবে এইসব বন্ধ?
কবে কমিবে স্বার্থান্বেষী মানুষের দম্ভ?
পারিব কি কলুষতা মুক্ত করিতে এই পৃথিবীকে;
স্বাধীনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখাইয়া
পারিব কি বাঁচাতে নিরীহদের জীবনকে।।
কত ফুল যায় ঝরিয়া, কুঁড়ি হওয়ার আগেই—
কত বা যায় ঝরিয়া—
পরিপূর্ণতা লাভের সাথে সাথেই।
পারিব কি টিকিয়া রাখিতে,
এই নিষ্পাপ ফুলেদের;
পাইবো কি কোনো সাহায্য
এই নবপথে এগিয়ে যাইতে আপনার সহিত অন্যদের।
এসো, আজ সকলে মিলিয়া
হাতে-হাত ধরিয়া গ্রহণ করি এ শপথ,—
করব মানুষ, গড়ব তাহাদের,
যাহারা তাহাদের নিজেদের অজান্তেই
শুরু করিয়াছে পাপের পথ।।

কলেজের রবিবাসরীয় N.S.S.

নিরুপমা মণ্ডল (মৌসুমী)
বি.এ., প্রথম বর্ষ (জেনারেল)

কলেজ মানে জানতাম আগে শুধুই আড্ডা
কলেজ এলে অন্য জনে করবে হাসি ঠাট্টা।
কিন্তু দেখি কলেজ এসে পাল্টে গেল মন
ছয়টা দিনে মনে হয় রবিবার আসবে কখন
আমরা সবাই N.S.S. আমরা সমাজসেবী
দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা আজ সইতে পারি সবই।
এত ভালো লাগে মোদের কলেজেতে এসে
ঝাঁটা বালতি কোদাল হাতে সকলকে দেখে।
প্লাসটিক আর কাগজেতে ভরে থাকে মাটি
তুলতে গিয়ে মনে হয় আমরা N.S.S. খাঁটি।
কাগজ তোলা নয়তো শুধু আছে আরও অনেক কাজ
বাগানেতে জল দেওয়া সেতো সবার সাধ।
তারপরেতে আমরা সবাই স্যারের কাছে যাই
বলি মোরা কাজ দেন স্যার আরও কাজ চাই।
ঘন্টা তিনেক আনন্দেতে করি মোরা কাজ
ছেলের কাজেও মেয়েরাতো করেনা কোন লাজ।
মাটি কাটি, ঘড় ঝাড়ি, পাতা কোড়াই সবাই
শক্ত ভারী কাজের জন্য প্রস্তুত সদাই।
গ্রামে গ্রামে গিয়ে মোরা করি সতর্কতা
জ্ঞানের আলো দান করব এইতো মোদের প্রতিজ্ঞা।
দুর্ভিক্ষেঅনাহারে মরণব্যাধির পাশে
সমাজ যখন পিছিয়ে যাচ্ছে থাকছি মোরা সাথে।
সমাজসেবার দায়িত্ব মোদের করব মোরা সফল
N.S.S. এ যুক্ত মোরা, হব না তো বিফল।

ডাক্ পুরুষের কথা

বিনয় মুর্মু
শিক্ষাকর্মী, নগর কলেজ

ইঁদুরের বুদ্ধিভারী
শামুক রে করে গাড়ী
দূর থেকে হামলাই
কাছে থেকে কাপড়াই,
যেমন তেমন কাজ
সকাল বেলাই সাজ,
দুধের শক্তি রহে রহে
আর গুড়ের শক্তি সঙ্গে সঙ্গে,
নদীর ধারে বাস
ভাবনা বারো মাস,
বিচুন টানা চাষা
আর পুঁজি টানা ব্যবসা,
কার্তিকের আত আগুনের তাত
ছেলে পেলেগুলোকে যতনে রাখ,
লক্ষ্য যদি থাকে স্থির
হোক না গতি ধীর,
ছেঁক ছুক সাত খানা
আর খাবার বেলা একখানা,
বহু কথার বহু দোষ
ভেবে চিন্তে কথা কোষ।
কি তা কাছ প্যাল প্যাল
যার সরিষে তার তেল,
ছিচ মুখে চাষ
আর রাস্তা মুখে বাস।
বিবি হামারা খাট্‌মে
পয়সা হামারা গাটমে।
শুকটি ব্যবসাই ছিলাম ভাল
হাঁড়ি ব্যবসাই সবই গেল।
তাকিয়ে তাকিয়ে চোখের খয়
পর ভরসায় কিছু নয়,
ঘর করো কুঠিরি
বৌ করো খেকুরি
জমি করো বাকুড়ি।
দুর থেকে শুনি প্রতি বাজনার বাজনা
কাছে নিয়ে দেখি লাঠি আর লাদনা।
যদি বিকে মনোহারি
কি করবে জমিদারী।
পুরুষের শোভা সুখ
আর নারীর শোভা বুক।
মাই জানে বাপ
মাই জানে পাপ
মর গা চেপে সরে
দারগা ডিম খেয়ে মরে।
মরে নি চোখ বুঝেছি
সবার মন জেনে ছি,
কিছু ধারে কাটে
কিছু ভারে কাটে,
ফকির যেমন ঘড়ানয়
জমিন তেমন থোড়া নয়।
তেমন কে তেমন বললে কাউড়া কুদাল বাঁধে
সতি তেমন বললে ঘরের কোনে বাঁধে,
পথে পেলাম কামার
কাল পুড়াইলাম আমার,
গিরস্থর কপাল ফলে ক্ষেতে ফলে ধান
গরিবের কপাল ফলে ছেলের বাথান,
ভাতারের ভাতার থাকে
লি-ভাতারের ক্ষুদা থাকে,
যদি শুনে মাংস
তবে যাই ১৬ কোষ,
ভায়ের মত ভাই না যদি না করে হিংসা
সনে মতধোন নাই যদি না হয় বেশ্যা,
কন্যার মা কাঁদে
আর টাকার পুটলী বাঁধে,
টাকাই দোস্তী
টাকাই কুস্তী
চাকরী করে ভাগ্যবানে
ব্যবসা করে বুদ্ধিমানে
চাষ করে হনুমানে
রাজনীতি করে বেইমানে।
কপাল আমার করনা পড়া
কি করবে ভরতি ঘড়া।

কপালে পাই ঘি
ঠক ঠকালে পাবে কি?
আমি যাব বঙ্গে
ভাগ্য যাবে সঙ্গে।
আপ মরজী খানা
আর পর মরজী পড়না।
বউ দেখ সকালে
ধান দেখ বৈকালে।
যে দিকে ডগভারি
সেই দিকে গিরিধারী।
সাঁওতাল মাতৃাল বারো জাত
মাদল বাজাই সারা রাত।
ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে
ভূত বলে পেলাম কাছে।
ধান বিচোও কালে
গুড়ু বিচোত্ত সালে,
বড় দেখে ডরো না
আর ছোট দেখে লড়োনা
বাঁঙ্গোর যদি হয় লিল
১২ বছরে এক তিল।
কাঁড়ি যদি হয় পাক
১২ বছরে এক রাত।
নিচে চাষ উপরে বাস।
ভিজে ভাত কেন ফু দিয়ে খাব।
ঝোপ দেখে কোপ,
স্বামীর গুণে স্ত্রীর গুণ।

স্বপ্ন

মিলিজা পারভিন
বি.এস.সি, প্রথম বর্ষ

হঠাৎ যেন কিসের শব্দ শুনতে পেলাম।
ঠিক ঘড়ির দিকে টর্চ মারলাম,
তখন রাত ১২ টা।
তারপর জানালার সামনে গিয়ে দেখি
পাড়ার লোকেরা হইচই করছে।
হঠাৎ কেউ যেন দৌড়ে গেল,
আমি চমকে উঠলাম
ওঃ কিছুই না স্বপ্ন।।

হাড় কাঁপানো শীত

শ্যামলী মার্জিত
বি.এ, তৃতীয় বর্ষ

রাত্রি এলেই শিশির ঝরে
ভোরের বেলায় হিম পড়ে,
কয়েত বেলের গন্ধে ছোটে
মাচায় কত সিম ধরে।
শুকনো জিভে জল এসে যায়
দেখে পাকা কুল,
উঠোন জুড়ে শোভা পায়
রঙিন গাঁদা ফুল।
সারাটা দিন মন কেড়ে নেয়
ঝিকিমিকি রোদ,
স্নান করতে কান্না আসে
নেওয়া যায় না শোধ
সন্ধ্যা বেলায় ঘরের ভেতর
হাড় কাঁপানো শীত,
তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে
ভুলে যাওয়া হারজিত।

আমার বাংলা

মিজানুর রহমান
বি.এ., অনার্স (ইতিহাস), প্রথম বর্ষ

বাংলার মান রাম রহিম দুইজন,
উঠবে গড়ে এক সুন্দর ভুবন।
শান্তি শয্যা হিন্দু-ইসলাম,
তোমার রক্ত হতে খাঁটি হিন্দুস্থান।
সমাজ-ধর্ম প্রেমিক সন,
মায়ার স্বপ্ন এ জীবন।
পৃথক নাহি জওহর জন,
নাহি ভেদ কয়েদ এ আজম।
এক মাটিতে জন্মিতে,
সৃষ্টি হবে বাংলার সু-সন্তান।
চেনা নাহি যাবে কেহ,
হিন্দু-মুসলমান।
সবুজ সোনায় উঠবে ভরে,
বাংলায় বাঙালির প্রাণ।
শান্তির সু-ভুবনে,
স্বাধীন বাংলার প্রাণ।

A Wonderful Dream

Mita Khatun
B.A. Honours (History), 1st Year

Dream is the simple lovely word
In our life.
Suddenly I heard a tone
It was wonderful
It's sound was beautiful.
I saw at a glance
Flowers danced
Even in dreams,
The dream was tree's
There 'tree' means 'seeds'
'seed' means 'flower'
'flower' means 'beauty'
'Beauty' means 'life'
'Life' means 'dream'
'Dream' means 'Make future'.
And 'Make future' means
Study sincerly.
It is, so wonderful Dream's life.
That it was a real love.

মা

মহঃ ইনজামামুল মণ্ডল
বি.এ অনার্স., ইংরেজি, প্রথম বর্ষ

এসেছিলাম পৃথিবীতে একা।
এসে দেখি নয়ই আমি একা।।
আমার পাশে ছিল একজন।
হয়েছিলাম আমরা দু-জন।।
তাকে ডেকেছিলাম মা বলে।
বড় হয়েছিলাম তার কোলে।
স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে করেছিল আমাকে বড়।
কিন্তু মায়ের কাছে আজও আমি ছোট্ট।
শত শত দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে।
মা টেনে নিত বুকে, মাথায় হাত বুলিয়ে।।
আজ আমার খুব ভয় হয়।
যেতে হবে আমাকে একা।।
পাবোত আমার মায়ের দেখা?
মায়ের সেই অসীম ভালোবাসা ...

কামি হড়

চন্দ্রানী মুর্ম্মু
বি.এ., তৃতীয় বর্ষ

কুডি চাঁকলি সাব কাতে দিনম আমেম চালাঃ।
লাকা তায়ম গিদর পিদর এরা উরু সালাঃ।।
গুটা সিন-এম কামিয়-বাবু আডি-গি থর সিচুঙ।
বাং-এম পাড়হাও লেনা-বাবু চেদ-এম চিকায় নিতুক।।
উধুর ধুপুর ধীরি কামি অলঃ পাড়হাঃ সানাম।
বাং-এম পাড়হাও লেনা-বাবু আডি তায়ম এনাম।।
তিনং আমেম খাটাআঃ-বাবু উলঃ আমেম চাটাআ।
নওয়া সংসার রেনা-বাবু অভাব চেকাম মেটা-ও।।
গিদর পিদর ধিরি কাশি আলুম ইদি কুয়া।
আতু টুলা ইস্কুল মেনাঃ অডেম কুল কুয়া।।
বুধ আকিল হুউয়ু আকু সুখ আমেম জমা।
লিলহা বুকা তাহেন খায়কু চিরদুঃ খম য়ামা।।

(বঙ্গানুবাদ)

কাজের লোক

কোঁদাল ঝুড়ি নিয়ে রোজ কাজে যাও।
আগে পিছু ছেলে-মেয়ে আর বৌকে নিয়ে যাও।।
সারাদিন পরিশ্রম কর অনেক রৌদ্র দুপুরে।
পড়াশুনা করলে নাকো এখন কী করবে।।
সারাদিন পাথরের কাজে-ই সবাই গেছে পড়তে।
পড়াশুনা করলে নাকো অনেক পিছিয়ে পড়লে।।
যতই তুমি কষ্ট করো অভাব ততই বাড়বে।
এই সংসারের অভাব তুমি কেমন করে মেটাবে।।
ছেলেমেয়েদের কাজ করতে নিয়ে যেও না।
পাড়াগ্রামে স্কুল আছে সেখানে পাঠাও না।।
বোধ-বুদ্ধিহলে পড়ে সুখ তুমি পাবে।
বোকা ছেলে হলে পরে চিরদিন দুঃখ পাবে।।

প্রকৃতি

কায়নাত কবীর
বি.এ. অনার্স (বাংলা), প্রথম বর্ষ

প্রকৃতি তুমি কি সুন্দর! এ বঙ্গে
তোমায় দেখেছি কৈশরে,
তোমায় দেখেছি যৌবনে,
তোমায় দেখেছি জীবনের জল তরঙ্গে।
কখনো রুদ্র,
কখনো শান্ত,
কখনো বীভৎস, কখনো পরিশ্রান্ত।
শুধু চেয়ে থাকি তোমার দিকে
তোমার চলার ভঙ্গিতে
তোমার ধ্বংসের খেলায়
আবার তোমার সৃষ্টিতে।
চেয়ে দেখি দিবা নিশীথে
তুমি কি সুন্দর সকলের মাঝে
তাই ভালোবেসে ফেলেছি
তাকিয়ে থাকি তোমার দিকে
গ্রীষ্ম বর্ষা শীতে।
তাই ভালো লাগে তোমার ধ্বংস সৃষ্টি
মানবের কল্যাণে কখোনও
ফেরাত না দৃষ্টি।

বসন্তের শোভা

মাম্পি মণ্ডল
বি.এ. অনার্স (বাংলা), দ্বিতীয় বর্ষ

এল নব বসন্ত,
বাতাস বহে মৃদু মন্দ।
গাছে গাছে কচিপাতা, মাঝেমাঝেকলি—
কোকিলের কলতান ফুলে ফুলে অলি।
কোথা হতে এল এক টুকরো মেঘের আভা,
দু-চার পসলা বৃষ্টি, বসন্তকে দিয়েছে শোভা।
বসন্তের এই গোধূলি বেলায়—
পাখিরা সব ঘরে ফিরে যায়।
ঠোঁটে তাদের কিচির মিচির ডাক;
তুলসি তলায় বেজে ওঠে সন্ধ্যাকালীন শাঁখ
রজনীতে দেখা গেল পূর্ণিমার চাঁদ,
বোধ হয় দোলের সাজে সেজেছে কৃষ্ণ রাধাই।

ভাগ্য

আবুল হাসিম সেখ
বি.এ. অনার্স (বাংলা), প্রথম বর্ষ

ভাগ্য একটা প্রদীপের মতো
জ্বলে মিটমিট করে।
পারে নিভে যেতে ভাগ্যের প্রদীপ
এক নিমেষের ঝড়ে।
ভাগ্যের প্রদীপ নিভাতে হয়ে
পারে নিভে যেতে।
নিশ্চিন্ত নিশাতে ঈশ্বর বসে আছেন
চাবি নিয়ে হাতে।
চেষ্টা করো সফল হবে
আসা নিয়ে মনে।
বাঁধো বাসা ভাসাও সাঝের ভেলা
দুঃখের অবসানে।
পরিবর্তন হয়ে যায়
ঘুরে যায় ভবিষ্যত।
কে পারে বুঝতে তাহার
কী হবে নানান বৈচিত্র কী হবে এ জগৎ।
ভাগ্য একটি জ্বলন্ত প্রদীপ
হাসছে রেগে রেগে।
কার দ্বারাতে তোমার ভাগ্য খুলবে
কে আছে তোমার জন্য জেগে।
পারো না তুমি বুঝতে
তুমি রয়েছো জ্ঞানহীন বেশে।
জীবনের আশা বাড়িয়ে তুলো
প্রেম ভালোবাসা জিতে নাও সাধকের বেশে।

সোনাপাখি

দেবব্রত দাস
বি.এস.সি. অনার্স, (অঙ্ক), দ্বিতীয় বর্ষ

যা পাখি উড়তে দিলাম তোকে,
এই নিষ্পাপ হৃদয়টা কাঁদবে রে তোর শোকে।
যখন তুই চলে যাবি ওই দূর আকাশে,
তোর পালকের গন্ধপাবো না আর চেনা বাতাসে।
যাবার সময় দেখলি না আর মোরে,
তোর কারণে হলাম আমি একঘরে।
মনে কী পড়বে না তোর অতীতের সেদিন ?
রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম ঘরে যেদিন।
যদি দিস্ তুই ওই দূর দেশে পাড়ি,
হবে তোর মনের সাথে আমার মনের আড়ি।
যদি আর তুই না আসিস্ ফিরে,
নিজেকে পাবো খুঁজে শুধু কণ্ঠের ভিড়ে।

প্রিয়বন্ধু

বামনাথ দাস
ইংরেজি (অর্নাস)

বন্ধু মানে জীবনের এক শান্ত স্নিগ্ধ হাওয়া
দুঃখ মাঝে ক্ষণিকের সুখকে খুঁজে পাওয়া।
বন্ধু মানে ভালোবাসা
বন্ধু মানে দান,
বন্ধু মানে একই সূত্রে গাথা দুটি প্রাণ।
বন্ধু তুমি ভোরের উদিত সূর্য
প্রখর তেজে উদিত হইয়া আমারে করেছিলে অন্ত,
বন্ধু মানে অসীম
বন্ধু মানে সীমা,
বন্ধু মানে অসীম সাথে সীমার একাত্মতা।
বন্ধু তুমি পথপ্রান্তের বৃক্ষের এক শির
দিনপ্রান্তে তুমিই দিয়েছো পাখিকে একটি নীড়,
বন্ধু মানে বিশ্বাস
বন্ধু মানে নিশ্বাস,
বন্ধু মানে নিঃশ্বাস মাঝে, খুঁজে পাওয়া বিশ্বাস।

শিক্ষার অর্থ

সুমন গোস্বামী
বি.এ., প্রথম বর্ষ (জেনারেল)

শিক্ষা মানে জানতে চাওয়া
শিক্ষা মানে পড়া,
শিক্ষা মানে আদর্শবান,
মহৎ মানুষ গড়া।
শিক্ষা মানে গুরু জনদের
সৎ উপদেশ মানা।
শিক্ষা মানে অন্যায় নয়,
সত্য কথা বলা,
শিক্ষা মানে সুষ্ঠুসমাজ
গড়ার পথে চলা।
শিক্ষা মানে সাহায্যের হাত
বাড়িয়ে দিয়ে চলা।

বিদ্যার মান

রাজিফা খাতুন
বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ

বিদ্যা আমার সাধের স্বপ্ন,
বিদ্যা আমার প্রাণ।
বিদ্যা ছাড়া নেয় যে গতি
নেই কোন সম্মান
বিদ্যা যদি নাই থাকত
শিক্ষার মান কে বুঝতো
বিদ্যা দিয়ে করেছি শুরু
বিদ্যাই হল আমার গুরু
বিদ্যা দিয়ে করব শেষ,
শিক্ষার মান পাবে এদেশ
বিদ্যা আমার সাধের স্বপ্ন
সফল কেন হবে না,
বিদ্যা আমি করব সফল
বিফল হতে দেব না।।

ভালোবাসি

সঞ্জীব দত্ত
বি.এ., তৃতীয় বর্ষ

ভালোবাসি যাহারে
এই পৃথিবীর মনোরমা মুখটি।
ভালোবাসি সাগরের
নীল রাঙা জলটি।
ভালোবাসি নীলিমা কোণের
সাদা মেঘ রাশিটি।
ভালোবাসি ঝকঝকে
ভোর কাঁচা রোদটি।
ভালোবাসি জ্যোৎস্নার
ফুটফুটে রাতটি।
ভালোবাসি ফসলের
ক্ষেত জুড়া সবুজের মাঠটি।
ভালোবাসি ইন্দ্রের
অস্ত্র কঠিন বস্ত্রটি।
ভালোবাসি বনের ওই
সুন্দর ময়ূরটি।
ভালোবাসি বসন্তের
কোয়েলের রমনীয় সুরটি।
ভালোবাসি বিস্তর
আমার এই দেশটি।
ভালোবাসি, সকলের মন পাওয়া
মনোলোভা ভালোবাসা কথাটি।

Femme Fatale

Jagatbandhu Mondal
Ex-Student, Nagar College

My lady! Don't leave Me alone ...
You are predator and you allured Me
By your bewitching take beauty.
After a fixed time you bade Me good bye.
You stamped Me in the absence of light
To fulfill your desire of body.
You and I engaged to have pleasure,
But you stealthily stole My entity
To thrive later without Me.
You toof it in your womb and nourished.
But when it grew mature, it came automatically.
After getting it you kept it on your bosom
To have your unknown pleasure and
Entirely forgot Me for it.
I am detached from you but My entity
Is survived in the blood of your male Babe.
I would see you in My dream but you never dream of Mine.
I know that you are sick in mind,
But you never expose it in society.
You snatch Our seetive and use it
'Without knowing use properly'
If you think of Me by chance,
You must see My desolating bitering
By the fading valley.
I am lonely because of the lack of one
That it persists in your generation.
When I will get my womb, I never leave you,
But if you get a female babe you must give I.

স্বার্থপর

তাপসী দাস
বি.এ. অনার্স (সংস্কৃতি), তৃতীয় বর্ষ

স্বার্থে ডুবে গেছে এই দুনিয়া,
স্বার্থ ছাড়া কেউ কারো পাশে আসে না।
কত দেশপ্রেমিক দিয়ে গেল প্রাণ,
তবুতো কারোর ভাঙল না ধ্যান।
তাদের নিয়েই গর্ব করি,
আবার তাদেরই উপদেশ অমান্য করি।
এ তো শুধুই বিস্ময়!
তারা বলে গেল মানুষ-মানুষেরই ভাই,
রবীন্দ্রনাথ রাখি-বন্ধন করে গেল তাই।
আল্লা-ভগবান সবই তো এক,
তবুও মানুষ কেন করে জাত-পাত।
রক্তে করল যারা দেশ স্বাধীন,
তবুও আমরা হয়ে আছি পরাধীন।
আগে দেশ ছিল ইংরেজদের পরাধীনে,
এখন দেশ স্বার্থপরের পরাধীনে।
যাদের রক্তে হল দেশ স্বাধীন,
তাদেরকে এখন খুবই প্রয়োজন,
তাই ভগবান তোমায় ভরসা করি,

বারো মাসে তেরো পার্বন

সামসাদ খাতুন
বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ

বৈশাখেতে গরম বাতাশ গায়ে ঝরে ঘাম,
জ্যৈষ্ঠতে খেতে পাই কাঁঠাল আর আম।
আষাঢ় মাসে চাষির পাতে পান্তা ভাত আর নুন
শ্রাবন মাসে ঘরে ঘরে তালবড়ার ধুম।
ভাদ্র মাসে নতুন বউ যায় না বাপের বাড়ি,
আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব খাই নাড়ু আর মুড়ি।
কার্তিক মাসে কালিপূজা আলোয় ভরে ওঠে,
অঘ্রান মাসে নতুন ধানের নবান্নটা জোটে।
পৌষ মাসে পৌষপাবন খাই যে তিলের পিঠে,
মাঘ মাসে আমের গাছে আম্র মুকুল ফোটে।
ফাল্গুন মাসে সরসে কলাই ওঠে চাষির ঘরে,
চৈত্র মাসে ফাঁকা মাঠ চলবে কেমন করে।

উন্নত সমাজ

সুমিত কোনাই
বি.এ. অনার্স (বাংলা), প্রথম বর্ষ

উন্নত সমাজ উন্নত ব্যবস্থা
তবে কেন নয় উন্নত প্রকৃতির অবস্থা।
মানুষ মেতেছে আজ সমাজের উন্নতির পথে
বন জঙ্গাল ধ্বংস করে শহর হয় যাতে।
মেতে মানুষ আজ ধ্বংস চালায়
পশু পাখি সব রুষ্ট মানুষের খেলায়।
নিজ স্বার্থে মানুষ করছে যে সব ধ্বংস
এই জন্যই পশু-পাখির লুপ্ত হচ্ছে বংশ।
রুখছে নাকো কেউ বলছে নাতো কিছু
মানুষ যাবে ধ্বংসের শেষে বইবে না কেউ পিছু।
উন্নত সমাজ উন্নত ব্যবস্থা
সবই রইবে পড়ে, রইবে নাকো জীব।
রইবে নাকো মানুষ, ভজবে না কেউ শিব।
সমাজ হবে যন্ত্র দ্বারা যন্ত্র চালিত,
কেউ হবে না কারো দ্বারা লালিত পালিত।
রয়ে যাবে পৃথিবী, রয়ে যাবে সূর্য,
চলবে দিন-রাত্রি, চলবে মাস ও বর্ষ।
থাকবে নাকো মানুষ ও জীব
থাকবে শুধু রাজপথ আর রাজবাড়ি মাত্র
গাইবে নাকো গান পশু-পাখি দিবারাত্র।
তবে কার জন্য উন্নত সমাজ উন্নত ব্যবস্থা
তা যদি গড়তে গেলেই হয় পৃথিবীর এই অবস্থা।
চাই নাকো উন্নত সমাজ ও ব্যবস্থা।
চাই শান্ত পৃথিবীতে শুধু শান্ত ভাবে বাঁচতে
চাই একে অপরের পরিপূরক হয়ে থাকতে।
পৃথিবী যেন হবে শান্ত পশু-পাখি যুক্ত
বাতাস যেন হবে বিশুদ্ধ, দূষণ মুক্ত।
মানুষের হিংস্রতা যায় যেন দূরে
গায় যেন গান ভালোবাসার সের সুরে।

Beauty Lady

Ezaj Ahammed
B.A. Honours (English), 1st Year

Behold my blubber and happy forever;
I want you but you want other,
None the less I ride to my range longer
She my ringer and I remainder;
Apparently I, her pesky blister.
Waddle my diddle lady forgets her monster.
She also proud of her physical figure;
She unaware that, love is beauty of nature.
May be, we mixture of a feature;
But, why in love you a displeasure?
You know? Invented love is greater than sought love.
For, Invented love always come(s) easily;
And sought love is arriving in risky.
God bless you, Oh! lucky, beauty lady;
For understand other heart's anxiety.

শিমুল ফুল

সঞ্জীতা ঘোষ
বি.এ. অনার্স (সংস্কৃত), তৃতীয় বর্ষ

রঙটি তোমার লাল হয় শুধু,
দেখতেই বুঝিভালো।
গন্ধ তোমার নাইকো কিছু,
ভিতর তোমার কালো।
পূজাই তোমায় হয় না প্রয়োজন,
লোকে না নেই টেনে।
ভূমির উপর পড়ে থাকো,
একাই অবহেলে।
মৌমাছিরা না যায় কাছে,
মেতেই বুঝিহয় ভুল।
সব কিছুতেই নীরব তোমার,
নামটি শিমুল ফুল।

সরস্বতী বন্দনা

মিতা খাতুন
বি.এ. অনার্স (ইতিহাস) প্রথম বর্ষ

বিদ্যাদেবী বাগ্‌দেবী গো
মিনতি তব তোরে
দাও না বিদ্যে শিক্ষেবুদ্ধি
দাওনা মানুষ করে।
বিদ্যাসাগর তোমার বরে
ধন্যি তিনি দেশজোড়া
তোমার আশীর্বাদে নোবেল আনল
রবি ঠাকুর বিশ্ব সেরা।
বিদ্রোহী বীর কাজী নজরুল
অগ্নিবীনার ঝং কারে—
তরুণেরে ডেকে মন্ত্রনা দিল
হও সবে চির উন্নত শিরে।
কান্ত, নবীন, জসীম, মধু
নিজ নিজ গুনে বিখ্যাত সব,
তোমার কৃপায় ধন্য হয়েছে
বেড়েছে যে দেশের গৌরব।
তুমি বাগদেবী তুমি সরস্বতী
তুমি সারদা, মোক্ষদা—
দাওনা একটুজ্ঞানের কণা
তুমিই তো মা জ্ঞান-বরদা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি

মানব দাস
বি.এ. অনার্স (বাংলা), তৃতীয় বর্ষ

১৮৬১ সালে ২৫ শে বৈশাখ পূণ্য তিথিতে এসেছিলে তুমি রবি।
বিশ্বের মাঝেপরিচিত হলে, তুমি বিশ্বকবি।।
তোমার জন্ম জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার।
বাবার নাম দেবেন্দ্রনাথ, সারদা নাম মার।
ছোটোতে তোমার লেখা পড়েছি জল পড়ে-পাতা নড়ে।
আজকে তোমার কথা বড্ডমনে পড়ে।।
লিখছ তুমি অনেক বই, ভ্রমন করেছো অনেক দেশ।
তাইতো তোমার লেখা পড়ে হয় না কারো শেষ।।
দেশ স্বাধীন করতে তুমি লিখিলে অজস্র গান।
তোমার গান জাতীয় সঙ্গীত রূপে পেল সম্মান।।
দেশ স্বাধীন করতে কত বীর শহীদ হলো, দিয়েছে আত্মবলী।
গদ্য পদ্য লিখিলে নাটক, লিখিলে গীতালী, গীতাঞ্জলি।।
জালিয়ানওয়ালা হত্যাকান্ডেঅনেক লোকের গেল প্রাণ।
নাইট উপাধি ত্যাগ করিলে নিলে না বিদেশের সম্মান।
ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধে দিলে সকলের হাতে রঙিন রাখীর সুতো।
জাতিভেদ মেল বন্ধন ঘটিয়েছ তুমি, কেও কি আছে তোমার মতো
বীরভূমের পূণ্য তিথিতে করিলে তুমি, বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন।
নানা দেশ থেকে আসে বাউল, আসে বহু জ্ঞানীগুণি জন।।
শিক্ষা সংস্কৃতি, সাহিত্য গড়ে উঠেছে, আছে তোমার বহু অবদান।
তাইতো তুমি সকলের প্রিয় কবি তুমি বিশ্বে যে মহান।।
যতদিন বিশ্ব থাকিবে, উদয় হইবে রবি।
সকলের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকিবে বিশ্বকবি।।
১৯৪১ সালে ২২ শে শ্রাবণ সকলের কাছ থেকে নিলে চিরবিদায়।
সকলে তোমায় স্মরণে রাখিবে তোমায় কি ভোলা যায়?

বনফুল

প্রসাদ গুপ্ত
বি.এ. প্রথম বর্ষ

আকাশের বুকে ফোটে যত ফুল,
রয়েছে তাদের আলো,
তারা কোনোদিন ঝরে নাহি পরে
সকলে বাসে গো ভালো।
তবে কেন হায় বনের কুসুম
বনে ফোটে আর বনে ঝড়ে যায়!
হতবাক হয়ে মাটিতে লুটায়
কেহ নাহি ধরে করে।
অন্তরে ছিল প্রেমের আলো,
প্রাণে ছিল কত আশা,
কেন তার বুকে জ্বলে নাই দ্বীপ?
ফোটে নাই মুখে ভাষা
আপনি ফুটিয়া আপনি ঝরিলো,
করিলো না প্রতিবাদ।
বিশ্বে কী তারা অজানা রহিবে
কুড়াইবে অপবাদ?
ঝড়ের আঘাতে ঝড়ে না যারা
অনাহারে ঝড়ে অকালে তারা,
তাদেরই বুকের মধু পান করে,
মৌচাকে বারি জমা—
ফুলের দেবতা, হয়ে দেবফুল,
দেবালয়ে হলে রাঙা।
তুমি বনফুল; বনেই রহিবে,
দেবালয়ে যেতে মানা।।

জীবন

আবুল হাসিম সেখ
বি.এ. অনার্স, প্রথম বর্ষ

হেলায় ভেলায় কাটিয়োছো ভাবের মেলায়।
জীবনের হিসাব নিকাষের ডায়রি সামনে রয়েছে ঝোলায়।।
কী করছো হায় পৃথিবীতে বেঁচে কী যাবে তোমার সাথে।
খালি হাতে এসেছো খালি হাতে যাবে কেউ যাবে নাকো সাথে।
বিবেককে কাজে লাগিয়ে কর কাজ সত্য পথে চলো।
কোনটা ঠিক কোনটা ভুল বুক ফুলিয়ে বলো।।
বেঁচে থাকার আশা যদি শেষ হয়ে যায়।
কেউ মানুষ থাকে না তখন সে মূর্তি হয়ে রয়।।
বিশ্বাস করে এগিয়ে চলো ভবিষ্যতের দিকে।
জীবনের পথে একা চলতে হয় পড়তে হয় বহু পাকে।।
সব ব্যথা ভুলে চলো দুলে দুলে মুক্তির পথে।
ভগবান নির্বাক হয়ে তোমার পিছনে চলেছে বসে পথে।।
এ মেলায় বহু মানুষ আসে আর যায়।
সব চলে গেলে যেখান কার মাটি সেখানেই রয়ে যায়।।
তবুও কেন বুঝেআসছে না তোমাদের এ কেমন গাড়ি।
যে গাড়িতে মানুষ পরপারে দিচ্ছে পাড়ি।।
জলদি করো গাড়ি আসি তেছেপাড়ি দিতে হবে তোমায়।
বাঁধ সব সামাল যেন কিছু না ভুল হয়ে যায়।।
বিচার বেলায় কেউ যাবে না সাথে আসবে ভেসে সুর।
এ কেমন জীবন আমি কিছু দেখতে পারছিনা চলে যেতে হবে অনেক দুর।।

শিক্ষক

মধুমিতা দাস
বি.এ. অনার্স (বাংলা), তৃতীয় বর্ষ

কখনো লাঠি হাতে করেছ শাসন,
কখনো প্রেরণ করেছ বচন।
কখনো প্রিয়তম হয়ে দিয়েছ প্রেম,
কখনো বন্ধুহয়ে করেছ বন্ধুত্ব রক্ষা,
কখনো দাদার মতো দিয়েছ স্নেহ।
কখনো পথপ্রদর্শক হয়ে শিখিয়েছ চলতে
কখনো কোনো ভুলের প্রতি হয়েছ রুষ্ট
তোমাদের ছাড়া হয় নাকো শিক্ষা
তোমরাই আমাদের শিক্ষক—শিক্ষাগুরু
এই নিয়েই তো আমাদের চলার শুরু।
তোমরা আমার কাছে দেবতা সমান
তোমরাই জীবনে মানব মহান।।

Our Life

Arup Karmokar
B.A. Honours (English), 1st Year

Life is nothing but a mixture of tears and laughter,
sometimes we reach the peak and sometimes we fail.
Life is a flower of which love is the Honey,
Life is empty without fun.
Learning is our life and teacher is our environment,
we can't do anything without any arrangement.
In life, we have parents, friends and many relationship,
sometime they enjoy with us and take a short trip.

ঘোর কলি

কৈলাশ সাহা
বি.এ. প্রথম বর্ষ

কবিতা লেখে কবি,
আপন মনের ইচ্ছাতে।
সেই কবিতা পড়ে ছাত্র,
মাষ্টারের ভয়েতে।।
সুস্বাদু খাবার বানাতে,
রাঁধুনী ব্যস্ত থাকে।
সেই খাবার খাচ্ছে ক্ষুধার্ত,
খিদের জ্বালাতে।
গায়ক গাইছে গান,
সব নোটেশন মিলিয়ে।
সেই গান গাইছে পাগল,
তার পাগলামি বাড়িয়ে।।
নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দিয়ে,
বড় করেছে মা তাঁর ছেলেকে।
বড় হয়ে বলছে ছেলে,
মা ভালোবাসছে আমার টাকাকে।।
ঘৃণা করা উচিত,
সব রোগকে সর্বকালে।
কিন্তু মানুষ করছে ঘৃণা,
রোগীকে কেন একালে।।
যে নেতাকে দিচ্ছে ভোট,
জনগনের উন্নতি গড়তে।
সেই নেতারা রাজনীতি করছে নিজ পকেট ভরতে।।
সদা সত্য কথা বলতে,
পড়েছি মোরা বর্ণপরিচয় বই-এতে।
সব জেনে মিথ্যা ছাড়া চলিনা কেউ
আজকের ঘোর কলিতে।।

একজামিনেশন

নুরমহম্মদ শেখ
বি.এ. অনার্স (বাংলা), দ্বিতীয় বর্ষ

সুশান্ত ছিল আমার বন্ধু,
ছাত্র হিসাবে সবার থেকে সুন্দর।
সে রোজ একজামিনেশন নিয়ে মাতামাতি করত;
তবুও সে স্কুল একদিনও পড়া করত না।
একদিন বন্ধুদের মধ্যে আড্ডা হয় থাকে সুশান্ত ও
সেদিন বন্ধুদের মধ্যে আড্ডায় রাগে কুশান্ত।
একজামিনেশন কী? একজামিনেশন কী?
সে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে;
আমিও সেদিন মাথায় হাত দিয়ে বসলাম
তখন সুশান্ত আমার মাথায় হ্যাট করে চাপড় মারল
একজামিনেশন কী? আমি বলতে পারলাম না
আরও একজন বলল লজ্জায় হ্যাট করলেন;
এই ছিল আমার লজ্জা এই ছিল আমার সজ্জা।
সুশান্ত ছাড়া অনেকে এই একজামিনেশন দিয়েছে
কিন্তু সুশান্ত এই একজামিনেশন দেয়নি কখনও
সে বলে এই একজামিনেশন হল ছাঁয়!
তখন সবাই হায়! হায়! হায় করতে থাকে
এই বন্ধুকে আমরা কখনও কোনোদিন বোঝাতে পারিনি
তবুও সে একজামিনেশন নিয়ে মাতামাতি করত।

ভুল

জলি খাতুন
বি.এ., প্রথম বর্ষ (জেনারেল)

অন্যের ভুলে ভাঙলো রে তোর জীবন।
কী হবে তোর করে ক্রন্দন।
কান্নার পর আসবে রে তোর হাসি
সব কিছু তুই যারে ভাই ভুলে।
যা কিছু তোর ছিল অতীত কালে।
দুঃখের পর আসবে রে তোর সুখ
ভোরের সুন্দর সূর্যের লাল আলো।
জীবনে নতুন প্রদীপ জালো।
রাতের পর আসবে রে তোর দিন
মানুষ বড়ো স্বার্থপর রাখবে না তোরে মনে
তুই যারে রেখেছিস বুকের কোনে।

যদি সঙ্গী হয় ব্যথা

পথেন দাস
বি.এ., ভূগোল বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

যদি মরণের পরে সুখ নাহি পাই
তবে অকারণে মরণকে কেন শুধু চাই।
আমি ভাবের মাঝেদাঁড়িয়ে এ সুখও তো পাই
মরণের পর যদি সুখি হতে চাই।
মরণের পর যদি মরন নাহি হয়।।
তবে এ দুঃখের বোঝা কেমনে বলবই
তাইতো আমি এই ভাবনা নিয়ে রই।
আমি সুন্দর ফোটা ফুলে হাত দিলাম
সে তো ঝরে গেল!
মোরে শুধু অপরাধী করে গেল।
আমি আদর করে টিয়ে পাখিগুলিকে
সোনার খাঁচায় স্থান দিলাম
তারা তো মারা গেল!
আমারে শুধু অপরাধী করে গেল।
আমি আলোর আশায় জ্বালিলাম প্রদীপ
সে তো নিভে গেল!
মোরে শুধু অন্ধকারে ফেলে গেল
আমি মুক্ত পাবার আশায়
সাগর জলে ঝাঁপ দিলাম
সে তো শূন্য হল!
আমি আমার প্রাণের প্রিয় বাঙলাকে
নিয়ে বাঁচবো ভাবলাম
সে তো আমায় ছেড়ে গেল!
আমারে শুধু লোভ দেখিয়ে গেল।
তবু যদি মরণের পরে সুখ নাহি পাই
তবে মরণকে কেন অকারনে শুধু চাই

তোমাদের প্রতি

আলতেফুন্নেসা খাতুন
বি.এ. তৃতীয় বর্ষ (জেনারেল)

আয়েশা, রোজা, বনি, সুফেলা
তোমাদের প্রতি
কষ্ট পেওনা কেউ হারিয়ে গেলে
নিকটজন অতি।
নিজেদের তৈরি কর অনেক শক্ত করে
দেখবে পাবে না কষ্ট কাউকে হারালে
বিপদে ধৈর্য্য ধরো
না করে ভয়।
অনেক সাহস নিয়ে এগিয়ে যেও সামনে
পিছনে ফেলে সব দুর্জয়।
সর্বশক্তিমান মহান আছেন একজন
তাকেই স্মরণ করো
হবে নাকো ক্ষয়।
প্রাচুর্যের মোহে পড়ে যদি হও আত্মহারা
মনে রেখ তোমরা হবে আসল পথহারা
জানি খুবই মানিও আমি
অর্থ, খ্যাতি, বৈভব
মানুষকে করে তোলে উন্মাদ ওই পথ
যদি পাও জীবনে তা
ভাগ্যবান অবশ্যই তোমরা
আর যদি না হয় তা
সংযত রেখ নিজেকে
ভেবো না ভাগ্যহীনা তোমরা।
মঙ্গল হয়ত বা তাই তোমাদের প্রতি
থাকবে আল্লাহর রহম করুণা অতি
আত্মা যদি অমর হয়
আমার আত্মাই রবে
তোমাদের পাশে, পাশে, সাথে, সাথে
ঘুরবে চারধার চারপাশ
তোমাদের তবে নিয়ে
অনেক অনেক আশীর্বাদ।

মায়ের পরিচয়

রাকেশ দাস
বি.এ. (অনার্স), দ্বিতীয় বর্ষ

মা-বাবাকে ভিখারি বলে
টাকায় করছিস ধন,
খুব অল্প দিনের মধ্যে বে তুই
ছাড়বি ত্রি-ভূবন।
যে মা তোকে বড়ো করে, পড়াশুনা শিখিয়ে
করল অফিসার,
সে মাকে তুই সবার সামনে
করলি ছারখার।
আজকের এই সমাজ ব্যবস্থায়
মা হওয়াটা দায়,
বড়ো হয়ে সে ছেলে মাকে
ভাত দিতে না চায়।
মায়ের পরিচয় দিতে রে তোর
লাগল আজকে ভয়,
টাকা পয়সা দিয়ে কি আর
হয় রে মহাজয়।

প্রতিধ্বনি

জয়দীপ সিন্‌হা
গেস্ট পার্ট টাইম লেকচারার

খুব ইচ্ছে করল গোল না আপেল লাল না হলুদ
না একগাদা গ্যাস বেলুন মাথার ওপর করে
শিব না দুর্গা নাকি দুটোই একটা গোপালও
সঙ্গে আম-কলা-মিষ্টি থালায় সাজানো
দেখতে ভালো দেখে, বড় কাতলা টা কাল
দুপুরে রান্না করা যেতে পারে
ঝোলায় ভরে? না-না, ভিড় ঠেলে হাত উঁচু করে
বয়সটা ঠিক কত? দাম-দর কত্ত
ঠকে গেলাম দু'টাকা-তিন টাকা-ইস্!
ও পাশটায় কম দিচ্ছিল
সুন্দর দেখে মেয়েটা কিনছিল, ঝোঁক করছিল
আমাকে ও ঝোঁক করছিল, কে—
কি জানি!
ইচ্ছে করল মেলা—ঘুগনির সস্‌প্যান
না ইচ্ছে করল পাঁপড় ভাজা—তেলেভাজা
তেল চুপচুপ তেল ঝরিয়ে হাত গড়িয়ে—
কাকে মাখাই, কাকে মাখাই, কাকেই বা দিই?
একদিন কিন্তু দিয়েছিলাম।
বাঁশি বাজিয়েছিলাম। বন্দুক তাক করেছিলাম
তালকানা, একটাও লাগেনি খামখা
পয়সা দিয়ে গা কচ্‌কচ্ করছিলাম
পাশ থেকে হেসে ছিল কারা, এখনো হাসে কারা
তাকিয়ে দেখা হয়নি
দেখলাম না করতে করতেই ইচ্ছে হল নাগরদোলা
যদি ভয় লাগে, গা শির্‌শির্
কার হাত ধরব নাকি চুপ করে না চেঁচিয়ে
বলব কেউ তো ধরো হাত টা না হলে
পড়ে যাব করতে করতে পড়ব না
মরে যাব করতে করতে মরব না
আর হঠাৎ ইচ্ছে করবে আচমকা বেঁচে উঠতে
বেঁচে উঠতে চটি পায়ে না জুতো পায়ে
গেঞ্জিতে না জামাতে
ফুলপ্যান্টগতবার না এবারকার
চুলের সিঁথি বামদিক না ডান
একটুজল দিয়ে মাঝখানেও বা
কে বলবে কি?
ইচ্ছে করল কাঠের চাকতি বেলনি। কে বেলবে!
ইচেছ করল সাঁড়াশি। কে ধরবে!
একটা হাতুড়ি দমাদ্দম। কে পিটোবে!
কে পিটোয়?
তবে না পেটানোরও কথা দিয়েছিল কেউ
তবে, ইচ্ছে করল বায়োস্কোপ, এর আগে
চোখ রাখিনি কখনত এবার
একটু দেখে নেওয়া যাক খুঁজে পাওয়া
যায় কিনা
জুয়া মত আকর্ষণে মজিনি কখনও এবার
একটু চেখে নেওয়া যাক জিতবার ক্ষমতা আছে কিনা,
বুঝে নেওয়া যাক আর কি কি হারানো যায়

Unknown Lady

Hasanuzzaman (Palash)
B.A. Honours (English), 1st Year

O, young beautiful lady
Who are you?
Your gorgeous beauty scorches my eyes
your glittering eyes make me blind;
your typical mysterious laugh,
Make me motionless and still,
I think about you,
whole day and night.
your appearence make the night serene,
Oh! what a pleasant feeling.
I gaze at your intangible beauty.
I know well, morning will come soon.
And you will vanish again.
Before you vanish, I want to tell you something
It's all about my love for you.
And the magic world for love.
That you spoke in dream enough;
Had turned my life into heaven.

Land of Peace

Nilkanta Konai
B.A. Honours (English), 1st Year

If you call me back thousand times,
I will not return here
I shall reach the land of peace.
I shall spend in the land of fair,
There famine will not be seen,
All will be laughter and green
There will be no war and cry
Let me go, let me do try
I dream of that land, I want to be happy
As there isno peace, the world is unhappy

নারী

বিউটি মণ্ডল
বি.এ. অনার্স (বাংলা), প্রথম বর্ষ

আগের দিনে ছিল না তো এত কিছু
আমাদের সমাজ এখন অনেক উঁচু।।
আগে সমাজে ছিল না নারীর কোনও স্থান।
তারা পদে পদে হত শুধু অপমান।।
এখন নারীর প্রতিপত্তি সমাজের চারিদিকে
নারীরা এখন এগিয়ে সবদিকে।।
আগে নারীরা বেরাতো না বাড়ির বাইরে
এখন নারীরা যায় দেশের বাইরে।।
আগে নারীরা চেহারা রাখত ঘোমটার আড়ালে
সতীদাহ প্রথার জন্য নারীরা মারা যেত অকালে।।
আগে নারীদের সুযোগ দেওয়া হত না পড়াশোনায়
তাদের কাজ ছিল রান্না আর বাড়ির কাজ দেখা শোনায়।।
আগে নারীদের উপর হত অত্যাচার, অবিচার
এখন নারী সহ্য করে না কোনও অনাচার।।
নারী জগতে সত্যিই মহান
সমাজে তাদের প্রচুর অবদান।।
নারীর কাছে সমাজ বড়ো ঋণী
নারীরা সমাজকে সব দিয়ে গেছে চিরদিনি।।
বিশ্বে নারীর বিভিন্ন রূপ
....., ..., ভগিনী, মাতা রূপে সাজায় তার স্বরূপ
নারী ছাড়া সমাজ পঙ্গু
তাই সমাজে নারী এক বিশেষ অঙ্গ।।
নারীদের বাঁচাও ইজ্জত ও সম্মান
তাই তাদের কেউ করো না অবহেলা ও অসম্মান।।

প্রেম কাহিনি

পিযূস মণ্ডল
বি.এ. অনার্স, ভূগোল, প্রথম বর্ষ

যদি ওই চোখের পাতায়
একটুজায়গা পেতাম আমি
দেখতে তখন পাল্টে যেতাম
হারিয়ে যেত এ পাগলামি।
যদি ওই মনটা তোমার
দিতে লিখে আমার নামে
আদর করে জড়িয়ে নিতাম
বেঁধে নিতাম মনের ধামে।
চলতে পথে তোমায় চাওয়া
তোমার দেখা একটুখানি
চাই কেন যে কেউ জানে না
মন জানে আর আমি জানি।
তোমার আদল ছড়ায় বাদল
আমার মনের জানালাতে
তোমার হাঁসি তোমা কথা
বাজে আমার অন্তরেতে।
মন কেমনের স্টেশন তুমি
তুমিই আমার চোখের আলো
তুমিই তো রোজ সন্ধে এলে
আমার মনে প্রদীপ জ্বালো।
যদি, আমায় ভালো বাসতে তুমি
বুঝতে আমার মনের কথা
বদলে যেত পৃথিবীটা
শেষ হত এই বোবা ব্যাথা।
ছুট্টে যেতাম তেপান্তরে
তোমার আঙুল রেখে হাতে
হারিয়ে যেতাম খুশির মেলায়
মন হারিয়ে তোমার সাথে।
দুটো একটা রাস্তা ডাক পাঠাতো
ছুটে যেতাম বৃষ্টি পায়ে
সাজিয়ে দিতাম মেঘলা আকাশ
আদর করে তোমার গায়ে।
তোমার আমার মনের ব্রীজে
স্বপ্ন এসে জুটত দেদার
নীলচে মাসে গান শোনাত
জোনাকীরা ভালবাসার।
যদি ওই মেঘের ছাতায়
হাঁটতে তুমি আমার সাথে
তারায় তারায় সাজিয়ে দিতাম
যত্ন করে তোমায় রাতে।
ঘর বাঁধতাম আকাশ নীলে
স্বপ্ন ঘেরা খুশির পাড়ায়
যেখানে রোজ রাত্রে পরিরা
চাঁদের সাথে আলাপ ধারায়।
এসব শুধু কল্পনা, ধ্যাৎ
বোঝনা তুমি মনের কথা
বলতেও তো পারিনা আমি
তোমায় ভালোবাসি যে তা।
বলতে চেয়েছি সাহস করে
কতবার তা হয়নি গোনা
ভয় পেয়েছি ওই ক্রোধানল
কেমন সেটা ভালই জানা।
তুমি যখন যাও হেঁটে রোজ
নূপুর পায়ে সুর উঠিয়ে
তাকিয়ে দেখি বোকার মতো
স্বপ্ন ঝড়ে দুচোখ বেয়ে।
তুমি যখন বাদাম চিবোও
গল্প কর সবার সাথে
খুঁজি আমি প্রেমের আভাস
তোমার চোখের চাওনিতে।
কি যে আছে তোমার মনে
চাওকি তুমি সে কি জানি
তোমায় আমি ভালোবাসি
এই তো আমার প্রেম কাহিনী।

উপদেশ

সিপন সেখ
বি.এ. অনার্স (ইতিহাস), তৃতীয় বর্ষ

মিষ্টি কথা বলো আর ভালো কাজ করো
মূল্য পাবে অনেক বেশি।
অন্যের জয়লাভে আনন্দ প্রকাশ করো
মনে রেখো সদাই খুশি।।
গুনীর গুনের তারিফ সব সময় করো
নিজের মনে তৃপ্তি লাভ করবে।
কোন কিছু কেই বিদ্রুপ নাহি করো
ন্যাকামি না করে সত্যিকারের ভালোবাসবে।।
ভদ্র আচরণ করো ভালো ফল পাবে
সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও।
সাধু সঙ্গ করো অনাবিল আনন্দ পাবে।।
মতের হাজার অমিল হতেই পারে
মনের অমিল যেন নাহি হয়।
যারা দৃঢ় ভাবে কর্তব্য পালন করে
তাদের মনে থাকে সম্মানের ভয়।।
হিংসা থেকে সৃষ্টি হয় অশান্তি
ডেকে আনে মানসিক কষ্ট।
ষড় রিপু ভেঙে দেয় হৃদয়ের শান্তি
সুন্দর জীবন হয় শুধু নষ্ট।।
পৃথিবীতে ভালবাসা হল পবিত্র শ্রেষ্ঠসম্মান
স্বার্থ ত্যাগেই হয় ধন্য জীবন।
মানুষের চেয়ে নাহি কিছু মহীয়ান
'মানুষ মরনশীল' কিন্তু ভালবাসা চিরন্তন।।

উদাসীন

উৎপল দাস
বি.এ., ইংরাজী বিভাগ, প্রথম বর্ষ

গোধূলি-ঊষা-সু-প্রভাত,
শরতের মধু-নিশীথ,
নক্ষত্রখচিত খোলা আকাশ,
শিউলি-শিশির-কাশ, মাধবী-পদ্ম-পলাশ
ঝিঁঝিঁআর নিশাচর পাখিদের কলরব;
কিছুই আজ রেখাপাত করেনা মননে।
আমি ও তুমি মত্ত সবাই শুধু আত্মহননে
ফেসবুক আর টুইটারের নিশাচর ফ্রেন্ডশিপ,
আর প্রেমের আলাপনে,
সারারাত্রির ম্যাসেজ আর চ্যাটিঙের বিনোদনে,
নেট, ইমেজ-স্টিকার আর পর্ণ বিনিময়ে;
দিনগুলো অতি ছোটো মনে হয়।
মা, তোমার সাথে
কথা বলার সময় কৈ হাতে?
বাবা, আজ তাড়া আছে
পরে কথা হবে ক্ষন।
সাধের পৃথিবীটা ঘুরপাক খায়;
কে খোঁজ রাখে?
মূল ধোওয়ানোর ছলে—
নদী কেড়ে নেয় আস্ত গাছের জীবন।।

রাজনীতি

সঞ্জীব দত্ত
বি.এ., প্রথম বর্ষ (জেনারেল)

রাজনীতি রাজনীতি এ তোমাদের কেমন নীতি,
একবার ভোটে জিতলে পরে করো মাতামাতি।
তোমাদের অরাজকতায়
মানুষ হয়েছে আজ নয়ছয়
পাঁচ বছরের সময় নিয়ে করছ তোমরা খেলা,
মেহনতি মানুষেরা খাচ্ছে তোমাদেরই ঠেলা।
দিয়েছিলে মানুষকে শুভ সুর
হয়নিতো মানুষের কোনও দুঃখ দূর
তোমরা সবাই বলেছিলে রাস্তা হবে, ঘাট হবে, হবে
মানুষের সেবা,
এমনি করে আহ্বান দিয়ে আর কত ভোট নেবা।
এই দল ওই দল আরো কত দল
বলেছিলে মানুষকে হবে জলের কল
হয়নিতো কোন কিছুই, হয়েছে তোমাদেরই আত্মসাৎ।
এমনি করে সব দলইতো করছ বাজিমাত।
আমার দুঃখ একটাই
শুধু মানুষের সেবা চাই
এইটুকু পূরণ হলে করব তোমাদের পুরস্কার।
দিনরাত্রি মাথা নিয়ে দেব নমস্কার।

বিবর্ণ ভাবনা

আয়েসা সিদ্দিকা
বি.এ. অনার্স (ইংরেজি), প্রথম বর্ষ

অস্পষ্ট সিঁড়ির খেলার মাঝে
আজ আমি স্তব্ধ, ক্লান্ত।
ফেলে আসা কিছু উদ্‌বেলিত স্মৃতি
আর কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি,
সদ্য গাঁথা কবিতার মতো চিরঅম্লান।
কিছু অস্পষ্ট ছেঁড়া পাঁপড়ি
প্রতিনিয়ত ভাসায় দূর্বলতার অহেতুক জালে।
দেশলাই কাঠির সমস্ত বারুদ সংঘর্ষ করে।
কিন্তু আজ তাতে আগুন জ্বলে না।
অটল বিশ্বাসের পারাবারে—
চেয়ে আছি শুধু প্রজ্বলিত জোনাকির দিকে।
অনিশ্চিত আলোর দিশা পেতে,
আজও দাঁড়িয়ে আছি
এলোমেলো বালির ওপর, আঁচল মেলে।।

সকাল সন্ধ্যা

সুতপা মণ্ডল
বি.এ. অনার্স (দর্শন), প্রথম বর্ষ

আমি সন্ধ্যা রাতে
একটি চিঠি দিলাম চাঁদের হাতে
বন্ধু তোমার জন্য
অনেক কিছু লেখা আছে তাতে
সময় পেলে খুলে দেখো
চন্দ্রিমা রাতে।
সকাল হলো নয়ন খোলো
ঘুমকে বলো আড়ি
আমার কবিতা পৌঁছে গেছে
বন্ধু তোমার বাড়ি
কিছু কথা ভাবতে ভাবতে চোখে এল জল
জলকে বললাম তুই হঠাৎ কেন বাইরে এলি বল
জল বলল চোখটি তোমার সুখ সৃষ্টির নীড়
কী করে সইব বল এত কষ্টের ভিড়।।

মা

অঞ্জনা মজুমদার
বি.এ. অনার্স (ইংরেজি), প্রথম বর্ষ

মা হলেন তিনি
যিনি জন্ম দিয়ে থাকেন
মা হলেন তিনি
যিনি স্নেহে ভরিয়ে রাখেন।
মা হলেন তিনি
যার মায়ায় ভরা প্রাণ
সকলের তাই দেওয়া উচিত
মায়েরে সম্মান।
সন্তানদের সুখ দেখে মা
সর্বমুখী হন
সন্তানদের কষ্টে মায়ের
যন্ত্রনা পায় মন।
মায়ের স্নেহ ভালোবাসা
নিঃস্বার্থ তাই
মমতাময়ী সকল মায়ের
আশীর্বাদ চাই।

স্বার্থপর মানুষ

জলি খাতুন
বি.এ. প্রথম বর্ষ (জেনারেল)

কী দিয়েছে কী দিয়েছে এ পৃথিবী ভাই।
দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই নয়।
জীবন শুধু গভীর কালো অন্ধকারের ছায়া।
পাইনি পিতার আদর মায়ের স্নেহের মায়া।
পৃথিবীতে আছে ঝরণা মরুভূমি অতল জল।
আছে শুধু গভীর সমুদ্রের মতো চোখের জল।
মহাজনের কতো টাকা তবু বাড়ানোর চেষ্টা।
গরীব মানুষ পাইনা খেতে থাকে শুধু তেষ্টা।
ভাবে শুধু পৃথিবীতে রাশি রাশি টাকা।
মানুষ কতোই না নিষ্ঠুর, বোকা।
পৃথিবীর মধ্যে আছে ঠগ, প্রতারক, ধোকা।
বুকে আছে মরুভূমির গরম বাতাসের ঝোকা।
বাঁচার নেই কোনো প্রেরণা।
আছে শুধু মরার বেদনা।

নীল আকাশের বুকে

আবুল হাসিম সেখ
বি.এ. অনার্স (বাংলা), প্রথম বর্ষ

নীল আকাশের বুকে লাল হয়ে আছো।
বলতে পারো কেমন করে নীলের বুকে বাঁচো।।
ঘাস যদি ঘোড়ার বন্ধুহয় ঘোড়া খাবে কি।
বল আকাশ ছেড়ে আমি কোথায় যাবো বলতে পারবে কী।।
জানি তোমরা পারবে না কো আমার প্রশ্নের উত্তর।
কারণ আমার চোখ এমন তীক্ষ্ণ পার হয়ে যায় তেপান্তর।।
আমি হোলাম স্বর্গের চোখ থাকি না কো চোখ বুজে।
আমি কোথায় তুমি দেখতে পাবে কিন্তু পাবে নাকো খুঁজে।।
এই নয়নে অশ্রু যদি আসে কোনো দিন।
কী হবে কী ভেবেছো কী হবে পৃথিবী সেদিন।।
তাইতো আমি কাঁদি না কো সব সময় হাসি।
তোমাদের মনে হয় মেঘ এসছে প্রবল বেগে।।
যেমন দেখি দেউড়ি খোলা হাজির হয় দিগ্বালয়ে।
দেখি আমি আমায় ভুলে তালা দিয়েছে দেবালয়ে।।
আকাশ ছাড়া আমি কোথাও পাবোনাকো ঠাঁই।
তোমরা বলতে পারবে নীল আকাশের বুক ছেড়ে
কোথায় আমি যাই।।

উৎসব

আলতেফুন্নেসা খাতুন
বি.এ. তৃতীয় বর্ষ (জেনারেল)

সারা পৃথিবী আজ উৎসব করুক
ওদের মিলন মেলায়
বনে বনে পাখ পাখালিরা মেতে উঠুক
ওদের মিলন ভেলায়
গাছ গাছালির ফুলেরা সৌরভ ছড়াক
ওদের ঘুমের দোলায়
আকাশের মেঘেরা ছায়া ফেলুক
ওদের আনন্দ খেলায়
পৃথিবীর জরা জঞ্জাল সব ভস্মীভূত হোক
হোক কল্যাণ
সৃষ্টি হোক মায়াময় প্রাণ
ভষ্মিভূত হোক সব অনাবৃষ্টি প্রাণ
হোক কল্যাণ হোক কল্যাণ
জলুক প্রদীপশিখা অনির্বান।

ভ্রমণ

ছোট্টু মণ্ডল
বি.এ. অনার্স (ইতিহাস), প্রথম বর্ষ

নৌকা নিয়ে পার হয়ে যাবো জীবনের নদী।
করবো হিসাব ঘাটে এসে, কোথায় হলো লাভ, কোথায় ক্ষতি।
প্রথমে নামব পৃথিবীতে করবো সাংসারিক অভিনয়।
মায়া, মোহ, স্নেহ নিয়ে কাটাবো সময়।
উপহার দেবে সকাল বেলায় ঊষা তার আলো।
সন্ধ্যা নিয়ে চলে আসবে অন্ধকার কালো।
পৃথিবীর ওপর বসে গেলো ভালোবাসার মায়া।
চলে এলো কোথা থেকে মহাকাশের ছায়া।
রয়েছি সব ছদ্মবেশে, হয়েছি ছদ্মবেশি।
একে অপরের প্রতি হয়েছি বিদ্বেষী।
এত সম্পদ তবুও খুজে পেলাম না সম্পদের ভাণ্ডারি।
মিটলো না ক্ষুধা থাকলো পিপাসা, চলার কাণ্ডারি।
ধর আমাদের হাল, তুলেছে এবার পাল।
তেড়ে আসছে মহাকাল
হায়রে প্রকৃতি দিলো নাকো স্বীকৃতি।
এই ভেবেই ঘটল মস্তিকের বিকৃতি।
করেছিলিস নিমন্ত্রণ
তোকে উপভোগের লোভে করেছিলাম ভ্রমণ।
আজ করলি অপমান
তবু করলাম না অভিমান
আবার আসবো ফিরে।
তখন নিস্ আপন করে।
অক্ষত থাকুক তোর নিয়মের ধারা।
আর কতদিন রাখবি সাজিয়ে তারা।
মানুষ করছে চেষ্টা, করছে তোকে ধ্বংস।
বাধ্য হয়ে ছেড়ে যাবি তোর অংশ।
কিন্তু জানছেনা মানুষ তুই কবে হবি শেষ।
হঠাৎ কখন চলে আসবে সেই মুহূর্ত আর সেই নিমেষ।
ক্রীতদাস আমরা রয়েছি তোর অধীন।
পারলে এক মুহূর্ত করিস স্বাধীন।

একা

নীলকান্ত কোনাই
বি.এ. অনার্স (ইংরেজি), প্রথম বর্ষ

একা ঘরে আছি নেই কোন কাজ,
প্রতিটি শিরায় শিরায় ধরে গেছে ভাঁজ।
একা ঘরে বসে বসে ভাবছি অনেক কথা,
হারিয়ে যাওয়া অনেকগুলো ব্যথা
ব্যথার কথা পড়লে মনে, চোখে আসে জল
সারা গ্রামে জড়িয়ে থাকা কত ঐতিহ্যস্থল
আরো অনেক মনে পরে গ্রামের কতকথা
হারিয়ে যাওয়া কত দুঃখ হাসি আর ব্যথা
বহু দুরে বসে আমি ভাবছি এ সব কথা,
জানিনা সব কেমন আছে আত্মীয় সব সেথা।

প্রকৃতি

অরিন্দম দাস
বি.এ. অনার্স (বাংলা), তৃতীয় বর্ষ

জীবন উষালগ্নে তুমি দিয়েছিলে প্রথম দর্শন আমাকে
সেই থেকে নিরন্তর দেখেছি তোমারে।
কখনও পেয়েছি তোমায় শৈশবের যথারূপে
কখনও পেয়েছি এই যৌবনে প্রিয়ারূপে
তবু, পাইনি তোমার রহস্যের সন্ধান
খুঁজিতে তোমায় আমার দিবানিশি সকলই অবসান
ক্লান্ত দেহে শূন্য মনে গেছিনু তোমার দ্বারে
শান্ত করেছ পূর্ণ করেছ মোরে তোমার আধারে
না জানি কী রতন আছে তোমা কাছে
বার বার ছুটে যায় এ জ্বালা মেটাতে।
তোমার সৌন্দর্য্য যেন রামধনু ন্যায়
সময়ে সময়ে তুমি ভিন্ন দীপ্তিময়।
তুমি যেন বিশ্বজুড়ে শিশুর সংসার
যুবককে দাও তুমি মধুর কামনা
বৃদ্ধকে দিয়েছ তুমি অপরূপ সাধনা।
তুমি যেন মাতৃগর্ভে ভ্রুণের আরাধনা
জন্মক্ষনে সে যখন দেখিল তোমায়
চারতরে সে যেন বাধা পড়িল তোমায়।
তোমার প্রেমের ডালি যে পেয়েছে যত
যে এ ধরায় ধন্য হয়েছে তব।
তুমি অরূপ, তুমি রহস্য, তুমি যথার্থ
রূপে, রঙে রসে করিয়াছ কামনা চরিতার্থ।
তুমি রুপ-রস-গন্ধ-শব্দ স্পর্শের বিপুল উৎস
যুগ যুগ ধরে মানবের করেছ তুমি তৃপ্ত।
জন্ম পরে মাতৃরূপে তোমায় প্রথম দর্শন
করিয়াছে আমা পরে স্নেহ প্রেম বর্ষণ।
শৈশবে হয়েছিলে তুমি আমার সাথী
নীরবে সহ্য করেছিলেন দৈবাত্য দূর্মতি।
পেয়েছি তোমায় এবার প্রেমিকারূপে
দিয়েছি এ হৃদয় জ্বালা তোমার ওই বুকে,
ফিরিয়ে দিয়েছ তুমি পুনঃ স্নেহ প্রীতিরূপে।
তাই মনে বড় আশা
মোচন করিব তোমার অরূপ রহস্য
দেখিব কী আছে তোমার অন্তরে
যদি পাই মানব জন্ম জন্মান্তরে।

পৃথিবী বদলাচ্ছে

কৈলাশ রায়
বি.এ. অনার্স (ইংরেজি), প্রথম বর্ষ

পৃথিবী বদলাচ্ছে
যা কিছু নতুন লাগে একদিন এমনতো হতে পারে,
মানুষের বদলের বানর ধরবে হাল
পেঙ্গুনেরা শীতে কাতর হয়ে,
গায়ে জড়াবে পশমের ছাল
একদিন এমন ও তো হতে পারে,
১২ নম্বর জুতো পরে বিড়াল পরবে জিন্স,
বাঘের মাংস খাওয়ার জন্য ব্যবহার করবে হকিংস,
একদিন এমন ও তো হতে পারে,
শৃগালদের পাহারা দেবে কুকুর
গোরিলার বাচ্চাগুলো আনন্দে ধরবে শুড়।
একদিন এমন ও তো হতে পারে
গরু গুলো মানুষ হয়ে চালাবে মারুতি কার,
এসব বুঝি যোগাবে আমাদের কমপিউটার।

ভালোবাসার সমাজ

সন্তোষ ভুঁইমালি
বি.এ. অনার্স (ইংরেজি), প্রথম বর্ষ

ভালোবাসা কী বলতে পারো কেউ?
ভালোবাসা কেন মেনে নেয় না সমাজে,
বলতে পারো কেউ?
জাত মানে না ভালোবাসা
লোকে এসব কথা বলে।
ভালোবাসায় জয় পরাজয় হয়েই থাকে
বলতে পারো কেন হয় এসব?
সমাজ বলে মেয়ে নিয়ে আয় সমজাতি
যদি আনে বেজাতি দেয় না সমাজ স্থান তাদের,
বলতে পারো কেন হয় এসব?
চেয়েছিলাম জবাব আমি সমাজের কাছে
পেয়েছি শুধু ধিক্কার
কেন হয় বলতে পারো?

আমার লেখা

মরীয়াম নিশা
বি.এ. অনার্স (ইংরেজি), প্রথম বর্ষ

জীবনের সাথে এগিয়ে চলা মনের উচ্ছ্বাস প্রবল দিন,
ছোট থেকে বড়ো হওয়ার স্বাদের সুখ রঙিন।
ছোট বড়ো ধাপ পেরিয়ে কলেজেতে পাড়ি,
কলেজেতে পড়ে দেখি আমি একরকমই গড়ি।
সকলে মিলে করতে হবে দেশের সেবা, শিখব অনেক ভাষা,
আমায় নিয়ে গুরুজনদের মনে আছে অনেক আশা।
কলেজেতে অনেক রকম রঙের মানুষ দেখি,
যাদের দেখে মনে হয় যে অন্য কিছু লিখি।
কেউবা নরম, কেউবা গরম কেউবা আবার মিষ্টি,
এরাই হবে দেশের সেরা করবে অনেক কিছুই সৃষ্টি।
জীবনে যে কী হবে তার কিছুই নেই জানা,
হয়ত জ্ঞান বদ্ধহয়ে রইবে ঘরে আর পড়বে সব মানা।
আমি চাই ঘর সংসার তার সঙ্গে অনেক জ্ঞান,
যেগুলো দিয়ে করতে পারব সমাজের উঁচু মান।
জীবনের সাপ সিঁড়ি চলবে চিরকালে,
রইবে পড়ে অর্জন করা মান, আর একদিন হয়ে যাবে সবই মহাকাল।

মার্ক্সবাদ

হাসিমুদ্দিন সেখ
শিক্ষাকর্মী, নগর কলেজ

কার্লমার্ক্সের দীর্ঘ চল্লিশ বছর। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক আলোক বর্তিকা। পৃথিবীর সেরা পাঠাগার যেন উজাড় করে বই পড়া। দিনের (বেলায় অন্য কাজের চাপে বই লেখবার সময় হয় না। তাই প্রায় সারারাত ধরে বই লেখা। এতখানি মেহনত দিয়ে লেখা হল একটি বই। বইটির নাম 'ডাস্ ক্যাপিট্যাল', বাংলা করলে দাঁড়ায় 'পুঁজি',। তখনকার দিনে দীনহীন মজুর যা রোজগার করতে পারত এই বইয়ের লেখক তা পাননি। বই লেখার মজুরিটা আসে কোথা থেকে? শেষ পর্যন্ত তো ওই সমাজ থেকেই, যে সমাজে লেখকের বাস, যে সমাজের বাজারে বই বিক্রি তবেই লেখকের রোজগার। 'ডাস ক্যাপিট্যাল' এর মধ্যে ছিল ঐ মুনাফাবাদী সমাজের মৃত্যুর পরোয়ানা! কেননা বইটির চূড়ান্ত বিচার হল এই সমাজের ভিতর এমন এক শক্তির জন্ম হচ্ছে, যে শক্তি এই সমাজের সমস্ত অন্যায় ও ব্যাভিচারকে ভেঙে চুরমার করে দেবে আর গড়ে তুলবে এক নতুন সমাজ, মানুষের সঙ্গে মানুষের এক নতুন সম্পর্ক। বিজ্ঞানের বিচার পুঁজিবাদী সমাজের মৃত্যু পরোয়ানা। পুঁজিবাদী সমাজের কাছ থেকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক কেমন করে পাওয়া যাবে তার বর্ণনা।

লেখকের নাম কার্লমার্ক্স। তাঁর নাম থেকেই মার্ক্সবাদ। একদিকে দারুণ দারিদ্র আর একদিকে দারুণ পাণ্ডিত্যের ঐশ্বর্যা তিনি ছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রমী ও কর্মী। তাঁর জ্ঞানের কাছে, বৈজ্ঞানিক বিচারে একটা কথা স্পষ্ট ধরা পড়ল এই পুঁজিবাদী সমাজের পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে এই সমাজ-ব্যবস্থাই এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করছে, জন্ম দিচ্ছে এমন এক শক্তির, যার দরুণ শেষ পর্যন্ত এর নিজের মরণ ঘনিয়ে আসবে। কিন্তু তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে সব সমস্যার সমাধান হবে না। ইতিহাসে আপনা আপনি কিছু হয় না। মানুষ বদলায় ইতিহাস। আজকের এই সমাজ বদলে নতুন সমাজ সৃষ্টি হবে। কিন্তু সৃষ্টি করবে কে? মেহনতি সর্বহারা জনতা। তাই মার্ক্সবাদের সব কথায় হল মেহনতকারীর তরফের কথা। মানুষের ইতিহাসে মেহনতকারী শ্রেণীই সবচেয়ে বড়ো। ইতিহাস আগমী দিন কী রূপ নেবে তা নির্ভর করছে মেহনতকারীদের হাত ও হাতিয়ারের উপর! তাই এগিয়ে আসতে হবে তাদের সঙ্গে, দায়িত্ব নিতে হবে জনতার শক্তিকে সঙঘবদ্ধ করবার। মার্ক্সের সময় এই কাজের ক্ষেত্রে ও তিনি ছিলেন অগ্রণী নেতা।

মার্ক্সবাদের মূলকথা জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের, মাথা খাটানোর সঙ্গে গতর খাটানোর একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা চাই। এই সম্পর্ক ভেঙে গেলে জ্ঞান হবে বৃথা জ্ঞান। যদি তার কর্মের সঙ্গে চেতনার বা স্পষ্ট ধারনার জ্ঞানের যোগাযোগ না থাকে, তাহলে তার পরিশ্রমটুকু অনর্থক, অন্ধ। তার থেকে সুফল ফলবে না। তাই এক পিঠে জ্ঞান আর এক পিঠে কর্ম। কর্মকে বাদ দিলে জ্ঞান হবে পঙ্গু, বন্ধ্যা। জ্ঞানকে বাদ দিলে কর্ম হবে অন্ধ অর্থহীন। তাই একদিকে সমাজকে ঠিক মতো চেনা—তার ভিতটা আসলে কী, তাদের নাড়ীর গতিটা আসলে কোন পথে। আর অপর দিকে সমাজ বদল করবার কাজ, সংগ্রামের কাজ, সংগঠনের কাজ।

১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানিতে মার্ক্স এর জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন বিখ্যাত উকিল। মার্ক্স নিজেও প্রথমটায় আইন পড়তেন। তারপর দর্শন ও ইতিহাস পড়বার দিকে ঝোঁক গেল। দার্শনিক গবেষণার দরুণ তিনি ডক্টর উপাধি অর্জন করলেন এবং ঠিক করলেন দর্শনের অধ্যাপনাই গ্রহণ করবেন। কিন্তু তা তিনি করলেন না। তাঁর দার্শনিক মতবাদটা বড়ো দুঃসাহসী ও বিপ্লবী। ১৮৪২ সালে মার্ক্স অধ্যাপনার আশা ছেড়ে সোজাসুজি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া মনস্থ করলেন। সরকার বিরোধী এক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে। পরবর্তীতে ঐ পত্রিকার উপর নিষেধ জারি হল ও জোর করে বন্ধকরে দেওয়া হল। ১৮৪৩ সালে তিনি জার্মানি ছেড়ে প্যারিস চলে যায়। সেখানে এক বন্ধুর সঙ্গে মিলে আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। একটি সংখ্যা বেরোয় সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৪৪ সালে মার্ক্স-এর সমবয়সী একজনের বন্ধুত্ব হয় তার নাম এঙ্গেলস্, জাতিতে তিনি ইংরেজ, তাঁর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বন্ধুত্ব অটুট ছিল। এঙ্গেলস্ একান্তভাবে মার্ক্স-এর সহকর্মী হয়ে উঠলেন। দুজনে মিলে একসঙ্গে আলোচনা করা, আন্দোলন করা, একসঙ্গে লেখা ইত্যাদি। মার্ক্সবাদে এঙ্গেলস্ -এর অবদান

সম্বন্ধে খেয়াল রাখবার জন্যই লেনিন এর নাম দিয়েছেন মার্ক্স এঙ্গেলস্ বাদ।

১৮৪৭ সালে দুজনে একসঙ্গে 'কমিউনিষ্ট লিগ' বা 'সাম্যবাদী' সঙঘ নামের এক গোপন সমিতির সভ্য হন। এক এই সমিতির তাগিদে দুজনে একসঙ্গে মিলে রচনা করেন কমিউনিষ্ট মেনিফেস্টো বা সাম্যবাদীর ফতোয়া। ইতিমধ্যে ১৮৪৫ সালে জার্মান সরকারের ও ফরাসি সরকারের চাপে কালমার্ক্স প্যারিস ছাড়তে বাধ্য হয়। এরপর থেকে মার্ক্স-এর ব্যাক্তিগত জীবনে একের পর এক রাজনৈতিক নির্বাসনের পালা প্যারিস ছেড়ে বেলজিয়াম, পুনরায় প্যারিস নির্বাসন। শেষ পর্যন্ত তিনি লণ্ডনে গিয়ে আশ্রয় নেন, তখন থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আর লন্ডন ছেড়ে আর কোথাও নড়েননি। শুধু রাজনৈতিক নির্বাসনের উপদ্রব নয় তার উপর দারুণ দারিদ্রও। এঙ্গেলস এর কাছ থেকে অর্থ সাহায্য না পেলে মার্ক্স-এর পক্ষেসংসার চালানো অসম্ভব হত। এমন দারিদ্র আর এত উপদ্রব সত্ত্বেও মার্ক্স-এর জীবনে জ্ঞানচর্চা আর রাজনৈতিক সংগঠনের কাজে কোন দিকেই কোনদিন এতটুকু শিথিলতা দেখা দেয়নি। এরপর এই সময়কালে ইউরোপে গণ-আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। আর মার্ক্স পুরোদমে এই আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করলেন। এরপর লন্ডনে স্থাপিত হল আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙঘ। কেননা এই সঙঘই প্রথম সারা পৃথিবীর মেহনতকারী জনতাকে ডাক দিয়ে বলল এক হও। মার্ক্স ছিলেন এই সঙ্গের প্রাণ বিশেষ।

মার্ক্সবাদ হল মেহনতি মানুষের তরফের কথা মার্ক্সবাদ তাই দার্শনিক মতবাদ সমন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না মার্ক্সবাদ প্রশ্ন তোলে, এতরকম দার্শনিক মতবাদের মধ্যে কোনটা ঠিক মতবাদ। সেটাকে ঠিক বলে মানবিক সেটা কেন ঠিক? এতরকম দার্শনিকের মতবাদের মধ্যে কোন মতবাদ মেহনতকারী জনতাকে বাঁচাবার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর কোন মতবাদগুলো মেহনতকারী মানুষকে পঙ্গু করে রাখতে চায়? কিন্তু মার্ক্সবাদ বলতে শুরু একটা দার্শনিক মতবাদ বোঝায় না।

১৮০০ থেকে ১৯০০ সাল একশো বছর আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষে মরেছে প্রায় ২,১৪০০,০০০ (দু কোটি ১৪ লক্ষ) মানুষ। এত মৃত্যু কেন? এমন সাংস্কৃতিক আকালই বা কেন? এই প্রশ্নের অনেক রকম জবাব দেওয়া সম্ভব। অর্থনৈতিক জবাব, রাজনৈতিক জবাব, দার্শনিক জবাব। তার মানে পুঁজির দার্শনিক মতবাদ টা কি হল? এই দার্শনিক মতবাদ অনুসারে মানুষের ভাগ্য একান্তভাবে নির্ভর করে আকাশের কয়েকটি অদৃশ্য শক্তির উপর অর্থাৎ মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে মানুষের কোন হাত নেই। মার্ক্সবাদীরা বললেন মানুষের ভাগ্য নির্ভর করে একান্তভাবেই মানুষের নিজের উপরে। চেষ্টা করে মানুষ এমন এক অবস্থায় সৃষ্টি করতে পারে যে অবস্থা বর্তমান ব্যবস্থার বিপরীত অবস্থা। অর্থাৎ যে অবস্থা ভিক্ষা চাইবার প্রশ্ন ওঠে না—সহজে ভিক্ষে পাওয়া আর ভিক্ষেনা পাওয়া এই দুরকম সম্ভবনা একরকম নয়। আমাদের দেশে একশো বছরের মধ্যে প্রায় ১,১৪০০,০০০ মানুষ যে দুর্ভিক্ষেমরল তার আসল কারণটা অদৃশ্য আকাশ শক্তি নয়, মানুষই। মানুষের হাতে অসুস্থ রকম অবস্থা। আজকের দিনে আমাদের দেশে আবার যে দুর্ভিক্ষের দশা ঘনিয়ে আসছে তারও আসল কারণ হল মানুষের সৃষ্টি এক রকমের ব্যবস্থা। আগামীকাল আমরা যদি সত্যিই দুর্ভিক্ষের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই তাহলে তার জন্যে এক সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যেতে হবে। তার মানে মূল বক্তব্য হল মানুষের ভূত ভবিষ্যত নির্ভর করে মানুষের নিজের উপর। কোন অদৃশ্য বা অলৌকিক শক্তির উপর নয়। পৃথিবীকে বদল করার কথা মার্ক্সীয় দর্শনের মূলে রয়েছে মানুষের হাত হাতিয়ারের কথা। মেহনতের কথা। মেহনতই মানুষকে মানুষ করেছে। মেহনতের দৌলতেই মানুষ এগিয়ে যেতে পারবে পুরনো পৃথিবীকে পেছনে ফেলে নতুন পৃথিবীর দিকে।

পৃথিবীতে বদল করার চলতি কথায় এর নাম হল মেহনত। এঙ্গেলস্ বলেছেন হাতিয়ার সৃষ্টি থেকে মেহনত শুরু। কেননা মেহনত মানেই শুধু গতর খাটানো নয়, গতর খাটিয়ে পৃথিবীর কাছ থেকে নিজের দরকার মত জিনিস আদায় করা। মানুষ বানিয়েছেন হাতিয়ার। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে, হাতিয়ারই মানুষকে মানুষ করে তুলেছে। হাতের গুণেই মানুষের মেহনত। তবু মেহনতের গুণেও মানুষের হাত। যতদিন গিয়েছে, পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। মেহনত করতে হয়েছে ততই উন্নত হয়ে উঠেছে মানুষের হাত। বাকি বনমানুষদের থাবা শুধু থাবা হয়েই রইল ভোঁতা থাবা কেননা হাতিয়ার পাননি তারা শেখেনি মেহনত করতে। তাই মেহনতি মানুষের সৃষ্টি সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে মানুষও মেহনতের সৃষ্টি। পৃথিবীকে জয় করবার উলটো পিঠে তাই পৃথিবীকে চেনা। মেহনতের

উলটো পিঠে জ্ঞান। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে পৃথিবীর সঙ্গে সংগ্রামের চেষ্টা যদি না থাকত তাহলে পৃথিবীকে চেনবার পথে এগোনো সম্ভব হত না।

মার্ক্সবাদ বলছে পৃথিবীতে মানুষ অঙ্গীকার করবে, অগ্রাহ্য করবে বা এড়িয়ে যাবে কেমন করে? মানুষ একান্তভাবে পৃথিবীর একটা অংশ। তাই পৃথিবীর যে সব আইন কানুন, পৃথিবীর যে শৃঙ্খলা মানুষ তা অঙ্গীকার করতে চাইলে পারবে কেন? আফিমের ঘোরে মানুষ নিশ্চয়ই এমন একটা দশায় পৌঁছতে পারে যখন পৃথিবীর কোন কিছুই তার চেতনাকে স্পর্শ করে না। বুঁদ হয়ে সে ভাবতে পরে। দায়িত্ব ও কর্তব্যকে এড়িয়ে চলা। কিন্তু একে তো বলে নেশা। এর নাম মুক্তি নয়। এই নেশার ঘোরে মানুষ বেশি অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। মার্কবাদ বলছে, মুক্তির পথ হল পৃথিবীর মুখোমুখি হবার পথ। প্রকৃতির নিয়মকানুনকে প্রকৃতির শৃঙ্খলাকে, স্পষ্ট ভাবে চেনবার পথ। যত ভালো করে চিনতে পারা। যত কষ্ট করে চিনতে পারা ততই সুনির্দিষ্ট ভাবে সে-গুলিকে বঞ্ছিত উদ্দেশ্যের দিকে নিয়োগ করতে পারা। এই নিয়োগের নাম হল পৃথিবীকে জয় করা প্রকৃতির দাসত্ব মুক্তি। জানোয়ারের দল প্রকৃতির দাস। কেননা তারা প্রকৃতির মুখ চেয়ে বাঁচে প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভর করে। কপালে যদি খাবার জোটে তা বলে পেট ভরবে, নইলে নয়। কপালে যদি মাথা গোঁজবার জায়গা জোটে তাহলে মাথা গুজতে পারবে, নইলে নয়। মানুষ কিন্তু প্রকৃতির দাসত্ব থেকে অনেকখানি মুক্ত হয়েছে। কেননা তার হাত নিজের বশে, হাতিয়ার স্ববশ, এই হাত হাতিয়ারের সাহায্যেই সে শিখেছে প্রকৃতির কাজ থেকে নিজের চাহিদা মত জিনিস আদায় করে নিতে।

পরিবর্তন বা অদল বদলের একটা ঘরোয়া নমুনা থেকে শুরু করা যাক। ধরা যাক, আপনি ক্ষেতে বীজ বুনলেন আর কিছুদিন তার সেই বীজ বদ্‌লে চারা হয়ে গেল। কিছুদিন পর চারা বদলের খড় আর ধান। এই পরিবর্তনের দুটো দিক একটা জন্মের দিক আর একটা মৃত্যুর দিক। একদিকে নতুনের জন্ম। পুরাতনের মৃত্যু। গৌতম বুদ্ধের মৃত্যু হবার পর একদল শিষ্য দেখিয়ে দিলেন। 'সর্বং ক্ষনিকং' এই কথা থেকে শুরু করলে শেষ করতে হবে সর্বং শূন্যং এই কথাতেই। তার মানে শুরুতে যদি ধরে নেব সবই ক্ষণিক তাহলে শেষ পর্যন্ত আপনাকে মানতে হবে সবই শূন্য। পৃথিবী বলে কিছু নেই সত্যি বলে কিছু নেই। দার্শনিকদের ভাষায় এর নাম শূন্যবাদ। মেহনতকারী জনতার সংগ্রাম নীতি নির্ণয় করার দিক থেকে ছুটে নবজন্মের দিকটির কথা স্পষ্টভাবে মনে রাখা কতখানি জরুরি তার নমুনা। মেহনতকারী জনতার মধ্যে নানান শ্রেণি বর্তমান তাই সংগ্রাম নীতি নির্ণয় করবার সময়ে প্রশ্ন ওঠে কোন শ্রেণির উপর সংগ্রামের নেতৃত্ব থাকবে। রুশগণের আন্দোলনের মধ্যে যখন এই প্রশ্ন উঠল তখন একদল রাজনিতিক বললেন নেতৃত্ব তাকবে কিষাণ শ্রেণির উপর, কেননা কিষাণ শ্রেণি সংখ্যার দিকে থেকে সবচেয়ে বড়। কিন্তু মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লেনিন দেখালেন তা নয়। নেতৃত্ব শ্রমিক শ্রেণির উপর থাকাই একান্ত প্রয়োজন। তার কারণ রাশিয়ায় সাময়িকভাবে শ্রমিক শ্রেণি ছোট হলেও এই শ্রেণিই আগামীকালের প্রতিনিধি, সমস্ত সংগ্রামশীল শ্রেণির ভিতর এই শ্রেণির মধ্যেই নবজন্মের স্বাক্ষর। চীনে গণ-আন্দোলনের যুগে প্রশ্ন উঠল। আন্দোলনের নেতৃত্ব কোন শ্রেণির উপর থাকবে? কৃষক শ্রেণি, শ্রমিক শ্রেণি না শিল্পপতিদের শ্রেণি? চীন গণ-আন্দোলনের প্রধান সমস্যা ছিল। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধেও স্বদেশী সামন্তদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সমস্যা। বিদেশি শোষক আর দেশি সামন্তদের পীড়নে তাদের শিল্পন্নতিতে দারুণ বাধা, তাই। চীন কমিউনিষ্ট পার্টির একজন নেতার মতে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব থাকবে ওই জাতীয় শিল্পপতি ও পুঁজিবাদীদের উপর। শ্রমিক শ্রেণি তার পিছু পিছু চলবে কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের নেতা হবে না। মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মাওসেতুং তখন বলেছিলেন এটা মারাত্মক ভূলনীতি শ্রমিক শ্রেণি যত ক্ষীণ দুর্বল হোক না কেন। এই শ্রেণির মধ্যেই নবজন্মের স্পষ্টতম পরিচয়। তাই গণ-আন্দোলনে এই শ্রেণির উপরই সবচেয়ে বেশি নির্ভর করা দরকার। এই শ্রেণির উপরই নেতৃত্ব থাকা দরকার। কিষাণ শ্রেণির উপরও সংগ্রামের নেতৃত্ব রাখাটা ভূল হবে; কেননা সংখ্যার দিক থেকে কিষাণ শ্রেণি অসম্ভব বড়ো হলেও সেকেলে আর মামুলি হাতিয়ার হাতে মেহনত করতে কৃষকেরা সংগ্রামের কোনো ভবিষ্যত দেখতে পান না চিন বিপ্লবের কৃষকদের শক্তিই প্রধান শক্তি হওয়া দরকার, কিন্তু নেতৃত্ব থাকবে শ্রমিক শ্রেণির উপর।

সে সময়ে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব মাও সে তুং এর মত মানেনি পুঁজিবাদী শ্রেণীর উপর নেতৃত্ব রেখেই সংগ্রামের পথে এগোতে চেয়েছিল ফলে, কিছুদিনের মধ্যে

গণ-আন্দোলন ও কমিউনিষ্ট পার্টি দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তার পর বেশ কয়েক বছর পরে, কমিউনিষ্ট পার্টি গ্রহণ করে মাও সে তুং এর নীতি এবং এই নীতি গণ-বিপ্লবকে সফল করল।

তাই মার্কবাদ বলছে দুনিয়ার কোন কিছু ঠিকমতো জানতে হলে বাকি সবকিছুর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভেবে দেখা দরকার। কোন জিনিস স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় প্রত্যেকটি জিনিসের সঙ্গে সম্পর্ক আছে আর কিছু জিনিসের উপর সম্পর্ক নির্ভর করে। এই কথাটাও মাক্সীয় দর্শনের মূল কথা। সাবেকি দর্শনের ঝোঁক ছিল প্রতিটি জিনিসকে; প্রতিটি ঘটনাকে আলাদা ভাবে বোঝবার দিকে। মাক্সবাদ বলছে এই ঝোঁকটা বৈজ্ঞানিক ভাবে ভুল। আর তাই মেহনতকারী মানুষের সংগ্রামের দিক থেকেও এই ঝোকটার ফল মারাত্মক। একটা নমুনা দেখা যাক। এ বছরও আমাদের দেশে দারুণ আকালের উপক্রম হয়েছে। ভালো জল হয়নি অনাবৃষ্টি তাই ভালো ফসল ফলেনি তাই আকাল ব্যস। শুধু এইটুকু। কিন্তু সত্যিই কি এইটুকু? এই ঘটনার সঙ্গে কত অজস্র ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে তা ভেবে দেখুন। আমাদের দেশের কৃষকেরা এমন অসহায়ের মতো পৃথিবীর মুখ চেয়ে বসে থাকবে কেন? আকাশে যদি জল না আসে তাহলে তারা চোখের জলে ভাসে। কিন্তু কেন? দেশে কৃত্রিম জলসেচের ব্যবস্থা নেই। ভালো সার মাটি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। কৃষকদের হাল লাঙলগুলো সেকেলে ধরনের, তার সাহায্যে পৃথিবীর সঙ্গে সংগ্রামে কতটুকুই বা এগোনো যায়। মহাজন-জমিদারের কাছে কৃষকদের এত ঋণ যে তার বোঝায় পিঠগুলো বেঁকে যায়। জমি তাদের নয়, তাই গায়ের রক্ত জল করে যে-টুকু ফসল ফলে তার বেশির ভাগটাই মহাজন জমিদারের কবলে। বিদেশি শোষণের সম্পর্ক। দিল্লির দরবারে সম্পর্ক, এমনকী দেশের আকাশে বাতাসে যেসব দার্শনিক মতবাদ ভেসে বেড়ায় তার সঙ্গে সম্পর্কও। বিদেশি শাসকেরা দেশটা উন্নত হতে দিতে চাননি। দেশটা যদি উন্নত হয় তা হলে তাদের সঙ্গে সমান সমান হয়ে পাল্লা দিতে চাইবে যে। আর তা হলে এদেশ থেকে জবরদস্তি করে জলের দরে কাঁচা মাল লুট করবার পথ বন্ধ হবে। দেশটার উন্নতি বন্ধ করতে হলে জমিদার -মহাজন-সামন্তদের কায়েমি স্বার্থ টিকিয়ে রাখতে হয়। বিদেশি শাসকেরা বরাবর সেই ব্যবস্থাই করে রেখে ছিল আর দেশের লোক যখন মরিয়া হয়ে উঠল তখন বেগতিক দেখে বিদেশি শাসকেরা দিল্লির দরবারে এমন এক সরকার কায়েম করে দিল যে কি, না গোপনে ওই বিদেশিরই গোলামি করবে। বিদেশিদের মতোই জমিদার-মহাজনের স্বার্থ টিকিয়ে রাখবে কেবল প্রকাশ্যে প্রচার করবে দেশ আমাদের স্বাধীন হয়েছে, রাজ্যভার এসেছে আমাদেরই হাতে। কিন্তু দেশের হাল আগে যা পরে ও তাই হয়ে রইল। দেশের লোক ক্রমশই দেখতে পেল ওদের ওই স্বাধীনতা বলে জিনিসটা দিল্লির লাড্ডুর মতোই, পাতে যতদিন পড়েনি ততদিন জান কবুল করে লড়তে হয়, কিন্তু পাতে পড়বার পরও পেটের জ্বালা মেটে না। শুধু রাজনীতি নয়, দার্শনিক মতবাদও। কয়েক হাজার বছর ধরে আমাদের দেশের লোক বলছে মা ফলেষু কদাচিন। তার মানে শুধু মাথার ঘাম পায়ে ফেলাই তার জীবনের আদর্শ কিন্তু ওই মেহনতের ফলটার দিকে নজর রাখা চলবে না সেটা যখন মহাজন জমিদারের গোলায় উঠবে তখন চুপটি করে থাকতে হবে। কয়েক হাজার বছর ধরে দেশের লোককে বোঝান হয়েছে মানুষের ভাগ্য নিয়ে পাশা খেলছে আকাশের অদৃশ্য শক্তি। মানুষের পক্ষে তাই কিছু করবার নেই। হাজার বছর ধরে মানুষের মনকে এইসব কথা দিয়ে এমন অসহায়, এমন নিরুপায় করে রাখবার আয়োজন য়ে আকালের প্রতিকার করবার যে পথ সেই পথে তাদের পা যেন না সরে।

কোথা থেকে কোথায়? একটা ঘটনার সঙ্গে কত ব্যাপারের সম্পর্ক। সাবেকি দর্শন ওই সম্পর্কগুলোর ওপর নজর দিতে শেখায়নি। সম্পর্কগুলো বাদ দিয়ে একটা ঘটনা বা একটা জিনিসকে আলাদা করে স্বয়ংপূর্ণ জিনিস বা ঘটনা হিসেবে দেখতে শিখিয়েছে। মার্কবাদ বলছে তা নয়। ওই ভাবে দেখাটা ভুল হবে। ওইভাবে দেখতে শিখলে খর্ব হবে মেহনতকারী মানুষের স্বার্থ।

ওরা স্বপ্ন দেখে

রিয়াজ সেখ
বি.এ. অনার্স (ইতিহাস), প্রথম বর্ষ

স্টেশনের খুব ভিড়। কোথাও পা রাখার জায়গা নেই। কালকে ছিল ভারত বন্ধ। তাই ট্রেন চলাচল করেনি। আবার কোথাও ট্রেন আটকে ছিল স্টেশনে। দীর্ঘ ২৪ ঘন্টা পর ঝিক ঝিক বিকট শব্দে অন্য দিনের মতোই আপ-ডাউন ট্রেনগুলি পেট ভর্তি যাত্রী নিয়ে যাওয়া আসা শুরু হয়। টিকিট কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ লাইন। নিজের নিজের বাড়ি গেলে সবাই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

স্টেশনে গ্রামের একটি ছেলে ফেরি করে। তার নাম শিবু। শিবুর মুখে আবার আজ ফুটেছে হাসির রেখা। শিবুরই নয় শিবুর মতো অনেকেরই যারা ভাগ্যের সন্ধানে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ছুটে বেড়ায় শহরে শহরে। কত মানুষ স্বপ্নের জ্বাল বোনে। পাড়ি দেয় দূর দূরান্তে। বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার ঝুলি ভর্তি করে নিয়ে আসে স্বপ্নময়ী স্টেশনের কোলে। কিন্তু সকলের তো রঙিন স্বপ্ন পুরণ হয় না। স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা নিয়ে আজ যারা ভাগ্যন্বেষী শিবু তাদেরই একজন।

চকলেট বাদামের প্যাকেট সঙ্গে নিয়ে প্রতিদিন সকাল থেকে শুরু হয় তার জীবন সংগ্রাম। ভোর ৪টের সময় রাত জাগা পাখির মতো ঝোপের পলিথিনের ছেঁড়া চাদরটাকে ফেলে রেখে স্টেশনে প্রথম পা রাখে শিবু। তার পর শুরু হয়ে যায় প্রতিদিনের নামতা—'দু'টাকায় এক প্যাকেট লেবু-আনারসের চকলেট, একবার খেলে বারবার খাবেন।' ট্রেনের ঘর ঘর শব্দে শিবুর ডাক যাদের কাছে পৌঁছায় তাদের দয়ায় ও আল্লার আশীর্বাদে কোন কোন দিন ৮-১০ টাকা হয়ে যায়। তাতে একপ্লেট ঘুগনির লোভটা সামলানো তার পক্ষেকঠিন হয়ে যায়। গতকাল হাড়ি চড়েনি বলা যায়। মাসিদের বাড়ির খাবার খেয়েই কেটেছে। বাবা পরলোক যাবার পর থেকে এক নিরন্তর সংগ্রাম শুরু হয়েছে। গত কালের পর যদি কিছু বাড়তি রোজগার করতে পারে তাহলে গতকালের অভাব কিছুটা হলেও পুষিয়ে যাবে শিবুর।

হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় সাতদিন পর পৌষ মেলা। ফলে এই কয়দিন বেশি বেশি রোজগার করতে হবে। তাতে মায়ের জন্য শাড়ি ও নিজের জন্য একটা চাদর কিনবে সে। শীতকালে খুব কষ্ট হয় শিবুর। আবার মনে মনে ভাবে শীত বেশ কেটে যাচ্ছে চাদরের দরকার নেই। মায়ের শাড়িটাতো ছিড়েই গেছে তাই মায়ের জন্য একটা শাড়ি কিনতেই হবে। আনন্দের দোলায় দুলতে থাকে শিবু। তার খেয়াল ছিল না স্টেশনে দাড়ানো ট্রেনটি কখন চলতে শুরু করেছে। তাই নয় গতিও বেড়েছে অনেক। শিবু তার ঘুমের ঘোরে চলন্ত ট্রেনে চাপতে যায়। তারপর আর কিছু মনে নেই তার। যখন সে চোখ মেলে তখন দেখে হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। পাশে দাড়িয়ে ডাক্তার, নার্স। আসলে দেহের ভারসাম্য সামলাতে না পেরে পড়ে গিয়েছিল রেল লাইনের উপর। এইটুকু বুঝেছিল শিবু ট্রেনের লোহার চাকাগুলো তাকে তার স্বপ্নের জগত থেকে অনেক দূরে ছিটকে ফেলেছে। শিবুর চোখের সামনে থেকে আনন্দের সুন্দর ছবিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

শিবু মরেনি, সে মরতে পারে না। তার জীবনে আরও অনেক কিছু বাকি। বিধাতা নিয়ম যুগ যুগ ধরে বেঁধে দেন। শিবুর বেলায় তার ব্যতিক্রম হয় কী করে। তাই এক পা নিয়েই চলতে হয় তাকে। তার এই নিষ্ঠুর জীবনে ভুলে যায়নি সে একজন ভাগ্যন্বেষী। তবু যে তাকে পেটের খাবার জোগাড় করতেই হবে। কারণ তার বাবা নেই, মা অসুস্থ। এই বিশাল পাষাণ পৃথিবীতে আজ তাকে ছিটকে দিল সত্যিকারের রঙিন স্বপ্নের জগৎ থেকে অনেক দূরে। এক হাতে ক্র্যাচ, অন্য হাতে লাঠি। কান পাতলে শোনা যায় পরিচিত কণ্ঠস্বর—'দু'টাকায় এক প্যাকেট লেবু-আনারসের চকলেট, একবার খেলে বারবার খাবেন।'

আজকের দেশ

মহঃ মইনুল হক
বি.এ., দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

আমি একদিন মধ্যাহ্ন ভোজ সারিয়া একটুবিশ্রাম নিচ্ছিলাম, হঠাৎ আমার মনটা অন্য মনস্ক হইয়া পড়িল। চোখের সামনে কিছু অস্পষ্ট ছবি ভাসিয়া উঠিল।

সেই আগেকার মানুষের থেকে আজকের মানুষের মধ্যে কত পরিবর্তন আসিয়াছে, নতুনত্ব আসিয়াছে, মর্ডানত্ব আসিয়াছে। আজকের যুগের মানুষ ভাবছে কী ছিল সেকালে? না ছিল নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, না ছিল কম্পিউটারের সুবিধা, না ছিল আকাশ ভাসমান দ্রুত চলমান বিমান। দেখ আমরা স্বপ্নের মতো আকাশ ছুতে চলিয়াছি। মেশিন বানাইয়া সব কাজ নিমেষে করিয়া ফেলছি। এক স্থানেই কত তল বাড়ি তৈরি করিতেছি। মোবাইল, কম্পিউটারের দ্বারা মূহুর্তের মধ্যে যে কোন স্থানে যোগাযোগ করিতে পারছি। আর আগেকার দিনের মানুষেরাতো স্বপ্নেই ভাবতে পারেনি যে এ সব হইতে পারে। আজ সেই সব পদ্ধতি আমাদের হাতের মুঠোয়।

হে মর্ডাণ যুগের লোক তোমরা তোমাদের শুধু লাভটাকেই দেখাইলে কই ক্ষতিটাতো দেখাইলে না। তোমরা নিজেই জানোনা যে তোমরা কতবড় ক্ষতি করিয়াছো। তোমরা তোমাদের স্বার্থের লাগিয়াই নতুনত্ব আনিয়াছো, অপরের পানে একবারও চোখ তুলিয়া দেখো নাই। তোমাদের ভালোর জন্য অন্য জনের কী ক্ষতি হচ্ছে তা তোমরা একবারের জন্যও ভাবনি। তোমরা যেইটা সব হইতে বেশি ক্ষতি করিয়াছ সেইটা হইল এই দুনিয়াটাকে শেষ করিয়া ফেলিয়াছো। যার জন্য পরজন্মের মানুষের কাছে তোমরা চিরদিনের জন্য দোষী। ওরা তোমাদেরকে কোনোদিন ক্ষমা করিতে পারিবে না। এতো হইল পরজন্মের কথা। এ জন্মেই তোমরা কত সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছো তা তোমাদেরকেই ফল ভোগ করিতে হইবে। নিজের স্বার্থের জন্য সেই প্রকৃতির জননী অরণ্য ধ্বংস করিয়াছো, যাহার জন্য তোমরা ঋতুগুলি হারাইয়া ফেলিয়াছো। আগে ছয়টি ঋতু পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হইত, কিন্তু এখন সেই ঋতুগুলি তাদের ইচ্ছার পরিবর্তন করিয়াছে। ঋতুগুলি পর্যায়ক্রমে আর আবর্তিত হয় না। অসময়ে অন্যসময়ের ঋতু দেখা যাইতেছে। নিজের উন্নতির জন্য কোটি কোটি মটর ইঞ্জিন, কলকারখানা তৈরি করিয়াছো যাহার ফলে এই পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে অর্থাৎ বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটিতেছে। যাহার ফলে এই জগতে যত শীতল জায়গা অর্থাৎ যত বরফ আছে তাহা সমস্ত কিছু গলিয়া গিয়া দরিয়াই পরিণত হচ্ছে বা হইবে। এই হচ্ছে তোমাদের উন্নতি। এতো হইল প্রাকৃতিক ঘটনা।

তোমাদের আজকের যুগের দেশে নেই সেই প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্য। মানুষ যন্ত্রপাতির ওপর নির্ভর করিয়া নয়, প্রাকৃতিক জিনিসের ওপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করিত। প্রকৃতিই তাহাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দে বাঁচিয়ে রাখিত। মানুষ ঘোড়ার উপর, হাতির উপর, ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়িতে করিয়া যাতায়াত করিত, সমস্ত জিনিসপত্র পরিবহন করিত। সেই বসন্তের সুগন্ধে ভরা বাতাস, দূষণমুক্ত আকাশ কী মনোরম ছিল তাহা তোমরা হয়তো পাবে না। সেই প্রকৃতির ছোয়া, পরিবারের মানুষের ভালোবাসা, মা বাবার স্নেহ এখনকার যুগে মেলা ভার হইয়া উঠিয়াছে। আত্মীয়তার সম্পর্কটা ছিল কত কাছের। মানুষ অন্যের সাহায্যের জন্যে ঝাঁপিয়া পড়িত। বিপদে-আপদে উৎসবে আনন্দে তাহারা কত আপন হইয়া থাকিত। কেহ নিজের একা স্বার্থ দেখিত না। মা বাবা যেমন করিয়া সন্তানদের লালনপালন করিয়া বড় করিয়াছে, সন্তানরাও তেমনি বড় হইয়া বয়স্ক মা বাবার সেবা করিত। সকলে একই সুরে গান গাইত। পাড়া প্রতিবেশি সকলে মিলিয়া নিজের মত থাকিত। কেউ কারো ক্ষতি করিবার কথা ভাবিত না। আর সব হইতে বড় কথা হইল সে যুগে কিছু ছায়া রাখিয়া গিয়াছিল বলিয়াই আজকের মানুষ সেই ছায়ার উপর কলম বুলাইয়া নতুন পদ্ধতি তৈরি করিতে পারিয়াছে।

আজকের যুগের যুবক ছেলেদের কাছে একটা সুন্দর বউ আর একটা সরকারি চাকুরি হইলেই যথেষ্ট। আর কিছু চাওয়ার থাকে না। এমনকি মা বাবাকেও ত্যাগ করিতে পিছপা হয় না। তাহারা একা নিজের জগৎ লইয়া বাঁচিতে চাই। সেখানে না থাকিবে কোনও ঝনজট, না থাকিবে

ঝামেলা। এতদিন মা বাবা তাহাকে মানুষ করিয়াছিল কারণ এতদিন তাহার সেবার প্রয়োজন ছিল। এবার সে নিজের পায়ে দাড়াইতে পারিয়াছে আর মা বাবা বা অন্য কাউকে প্রয়োজন বোধ করে না। কিন্তু একবারও সে ভাবে না যে এতদিন কাজের জন্য এতবড় হইয়াছি। কীভাবে আমি এই জায়গাতে আসিয়াছে এবং বয়স্ক মা বাবাকে সেবা করা আমার কর্তব্য। সে সব ঘটনা এখনকার ছেলেমেয়েদের কাছে অজ্ঞাত।

আর মাতৃভূমি কোনটা তাহাতো সন্দেহাতীত। আজকের দিনের দেশের মানুষ নিজের স্বার্থে ভোগ বিলাসের জন্য নিজের দেশকে তুচ্ছ ভাবিয়া পরদেশে বাস করিতেছে। বেশি বেতনের জন্য ভিনদেশে চাকুরি করিতেছে। কিছু সময় শান্তিতে থাকিবার জন্য বাহিরের দেশে ভ্রমণে যাইতেছে। নিজেদের প্রকৃতি, সংস্কৃতি এদের ভালো লাগে না। তাছাড়া এযুগের মানুষদের তাহাদের মাতৃভাষার সহিত সম্পর্ক অনেক দূরের কারণ ইংরেজি সংস্কৃতির সঙ্গে এরা বেশি পরিচিত। যদি শুধু নিজের মাতৃভাষা জানে তাহলে নিজের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হইতে পারবে আর যদি ইংরেজি সংস্কৃতির সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত থাকে তাহলে নিজের দেশ নয় সারা বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারবে। আর নিজের নাম বিশ্বের দরবারে পৌছানোর জন্য ইংরেজি সংস্কৃতিচর্চা খুবই প্রয়োজনীয়। তাহা না হইলে বিশ্বের দরবারে কীভাবে মাথা তুলবে। এভাবে আজকের দেশের মানুষ মাতৃত্ববোধ হারাইয়া ফেলিয়াছে। নিজের দেশটা তাহাদের কাছে তুচ্ছ, সামান্য।

এই হচ্ছে সেকালের মানুষ আর আজকের যুগের মানুষ। কতই না বিচিত্র।

শিক্ষার মূল্যায়নে : পুরস্কার ও শাস্তি

শ্রী আনন্দ মাল
শিক্ষাকর্মী, নগর কলেজ

পুরস্কার ও শাস্তি শিক্ষার অন্য এক মাধ্যম এ ভাবে বললে সহজেই বোঝা যায় যদি আপনার বাড়িতে একটি পালিত কুকুরের বাচ্চা থাকে এবং তাকে 'বসো' এই আদেশ পালনের প্রশিক্ষা দিতে চান তবে সে 'বসো' কথাটি বুঝবে না, কারণ এই ভাষা সে বোঝেনা। কিন্তু আপনি যদি আদেশ দেওয়ার সময়ে তাকে ধরে বসিয়ে দেন এবং একটি বিস্কুট দেন, তাহলে এই অভিজ্ঞতার কয়েকবার পুনরাবৃত্তি ঘটলে কুকুরের বাচ্চাটি আদেশটি পালন করতে শিখবে। বসতে আদেশ দেওয়ার শব্দকে কুকুর ছানাটি বিস্কুট পুরস্কারের সঙ্গে মিল করে নেবে। প্রশিক্ষণের পরে কুকুর ছানাটি কোনও পুরস্কার না পেলেও 'বসো' বলে আদেশ পেলেই বসে পড়বে। কতকগুলি অবস্থার শাস্তিদানেও একই ফল লাভ হবে।

এরকম সব পদ্ধতিতে আমরা অনেক বিষয় শিখি। কোনও শিশু ক্ষুধার্ত হলে কাঁদতে পারে, যাতে তার জননীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং দুধ খেতে পারে। শিশুটি অচিরেই এই কৌশলটি শিখে যায়। অনুরূপভাবে, কোনও ছাত্র গণিত ক্লাসে একটি সমস্যার সঠিক সমাধান করে শিক্ষকের কাছে প্রশংসা পায়। পরের বারে শিক্ষকের প্রশংসা পাওয়ার জন্য সে আরও উৎসাহে অন্যান্য গাণিতিক সমস্যার সম্মুখীন হবে। আমরা সকলেই এমন অবস্থাগুলির সঙ্গে পরিচিত, যেখানে অবাঞ্ছিত আচরণ প্রশমনের জন্য শাস্তি প্রয়োগ করা হয়। সাধারণ পদ্ধতি হল ভর্ৎসনা করা, অথবা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা। যথা, লাল আলো উপেক্ষা করে গাড়ি চালিয়ে গেলে ট্রাফিক পুলিশ মোটর চালকদের জরিমানা করে। হোমওয়ার্ক না করলে অভিভাবকেরা তেমনই আবার সন্তানদের 'টি.ভি.' দেখতে অনুমতি দেন না।

শিক্ষাক্ষেত্রে পুরস্কার ও শাস্তির এই নীতি বিস্তারিত ভাবে ব্যবহৃত হয়, কারণ বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষক / শিক্ষিকারা অবিরত সু-কৃতিকে উৎসাহিত বা পুরস্কৃত করছেন এবং অকৃতি বা আসামাজিক কাজকর্মকে নিরুৎসাহিত করছেন বা শাস্তি দিচ্ছেন। সমাজ ও জন সংগঠনগুলিতে একই নীতি অনুসৃত হয়। কোনও ফ্যাক্টরিতে উৎপাদনশীলতার জন্য বোনাস অথবা উৎপাদনে ঘাটতির জন্য বেতন কাটা একই উদাহরণ।

সাইকেল চড়া শেখার মতো সচেতন প্রচেষ্টার দ্বারাও আমরা শিখতে পারি। পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও বারবার আমরা সাইকেল চড়তে চেষ্টা করি। এর কারণ হল, সাইকেল চালানো শিক্ষায় আমাদের আগ্রহ আছে অথবা সাইকেল চালাতে শেখায় কোন সুবিধা আমরা অর্জন করছি। প্রতিটি ভুলের পরে সেটিকে পরের বার এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস করা হয়। দ্রুত শেখবার নিশ্চিততম পথ হল, আপনার ভুলগুলি সংশোধনের ইচ্ছা। নমনীয়তা শিক্ষার সহায়ক এবং নিজের ভুল ত্রুটি দেখার বা তার সংশোধন করার বিষয়ে অনমনীয়তা বা অনিচ্ছা ব্যর্থতার নিশ্চয়ক। অন্ধবিশ্বাসী হলে অথবা যা কিছু শেখার আছে তা এর আগেই জানি এমন অনুভূতি থাকলে আমরা কিছুই শিখব না। ছোট বেলায় শিশু হামাগুড়ি দেয়, মায়ের আঙ্গুল চেপে হাঁটতে শেখে তা তার নিজের প্রচেষ্টার বহিঃপ্রকাশ।

ফলে আমাদের মানবিকভাবে নিশ্চিত হতে হবে পুরস্কার বা শাস্তির জন্যে নয়, শিখতে হবে মানসিক প্রয়োজন ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের জন্য। আমাদের পরবর্তী জীবনকে পুরস্কারের লোভে নয়, নিজের, সমাজের ও পারস্পরিক প্রয়োজনে শিখতে ও শিখিয়ে অগ্রসর হতে হবে। কথিত আছে শেখার কোনও বয়স বা শেষ নেই। আর এ বিষয় কোন পুরস্কার বা শাস্তিতে বন্ধ হতে পারে না। তাই পুরস্কার ও শাস্তির বাইরেও আমাদের প্রচেষ্টা বেশি গুরুত্ব নেবে। এটাই হোক শেষ কথা।

বিশ্বাসের বার্তা

নুরমহম্মদ শেখ
বি.এ. অনার্স (বাংলা), দ্বিতীয় বর্ষ

মনুষ্য জগতে বিশ্বাস হল পরমবার্তা, এককথায় বর্তমানকালে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। বঙ্কিমের কথায় 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।' মনুষ্য জগতে এই বিশ্বাস এখন কোথায়, কে বলতে পারে। বনের পশুরা পশুদের প্রতি খাদ্যের জন্য লড়াই হলেও তাঁরা পশুদের বাচ্চা ও অনান্য পশুদের বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু এই মনুষ্য জগতে মানুষের প্রাচীন ও মধ্যযুগে জাতির বৈষম্য থাকলেও তাদের বিশ্বাস কিছুটা বজায় রেখেছিল। কিন্তু এখন এই সমাজে জাতির বৈষম্য পার্থক্য না থাকলেও তাঁদের প্রতি বিশ্বাস নেই, কেননা এই সভ্যতার আলোকে রয়েছে সহোদরের প্রতি নিন্দা, কুৎসিত ও সংগ্রামের লড়াই। চার্লস ডারউইন তিনি 'অস্তিত্বের জন্য জীবন সংগ্রামে' দেখিয়েছেন যে বন্যপ্রাণীরা খাদ্যের জন্য লড়াই ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে খাদ্যের জন্য, কিন্তু তাঁরা আত্মবিশ্বাস অর্থাৎ একটা বাঘের সঙ্গে সিংহের লড়াই হলেও সিংহকে পশুরাজ বলে বিশ্বাস করে আসছে। এই মনুষ্যজগতে রয়েছে স্বার্থপর মানুষ। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক মানুষ এবং তার লোকজন, যে মানুষটি ছিলেন সাধারণ সে রাজনৈতিক নেতা হয়ে সাধারণ মানুষদের বিশ্বাস বজায় রাখতে সচেষ্ট হন না। এই মনুষ্যজগতে একটি শিশু যখন মাতৃগর্ভে জন্ম নেয়, তখন সে কিছু জানে না ও বোঝেনা। সে যখন এই ভূমিষ্ঠ জগতে প্রবেশ করল তখন শিশুটি বাড়ির লোকজনদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সে যদি দেখে বাড়ির পরিবেশ ভালো সে ভালো করে একটি সুন্দর ভাবে মানুষের মতো কথা বলতে শেখে। কিন্তু এই মনুষ্যজগতে পরিবেশ খারাপ হওয়ার জন্য বিশেষ করে তাঁর বিপরীতটা লক্ষকরা যায়। এই যুগে এখন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নব্য নব্য হলেও অনেকে আত্মবিশ্বাস না পাওয়ার এই 'বিশ্বাসের বার্তা' হারিয়ে ফেলে। যখন কোনো একটি ছেলে সে কিছু আবিষ্কার তৈরি করার পরিকল্পনা দেখলে মানুষ তাঁকে উচ্চপদে না নিয়ে গিয়ে তাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা শুরু করে না মানুষ ভাবে না এই ছেলেটাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। মনুষ্যজগতে এই বিশ্বাসকে সুগভীর ভাবে রূপায়িত করা হল মানুষের মূল লক্ষ্য। এই মূল লক্ষ্যকে এগিয়ে যেতে হবে এবং যে সব লোকজন এই বিশ্বাসের প্রতি প্রশংসা করুক না করুক, নিন্দা যেন না করে এই আমার কামনা। বিশ্বাসের বার্তা একদিন হয়তো পৌঁছিয়া যাইবে মানুষের ঘরে ঘরে। সেইতো ঘর নয়, মনুষ্যজগতের কাছাকাছি এক গভীর বিশ্বাস জন্ম নেবে সেইদিন হয়তো এই 'বিশ্বাসের বার্তা' হবে বলে মনে হয়। এই সুসভ্যতার আলোকে, নবসভ্যতায় বিশ্বাস বজায় রাখা হল মানুষে মূল কর্তব্য।

চোখের জল

সম্বল দাস
বি.এ. অনার্স (সংস্কৃত), প্রথম বর্ষ

আমার মাসির বাড়ি বোলপুর। আমি একবার মাসির বাড়ি গিয়েছিলাম। মাসির ছেলেদের সঙ্গে বোলপুরে শান্তিনিকেতনে মেলা দেখার জন্য। যাবার সময় মাসি আমাদের প্রত্যেককে একশো টাকা করে দিয়েছিল। পরদিন সকাল ৯টায় শান্তিনিকেতনের মেলার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। অতি আনন্দের সঙ্গে আমরা নানা দর্শনীয় স্থান ঘুরে ঘুরে দেখলাম। কখন যে দুপুর গড়িয়ে এল বুঝতেই পারলাম না। তারপর খাওয়া দাওয়া করে কিছু জিনিস পত্তর কেনার জন্য একটি দোকানে গেলাম। আমার মাসির ছেলে একটা রবীন্দ্রনাথ-এর মূর্তি কিনে যখন পয়সা দিতে গেল তখন দেখল একশো টাকার নোটটি নেই। সে দেখল পাশে একটা লুঙ্গি পড়া যুবক কিছু ফল কিনে একটি একশো টাকার নোট দিল। তখন আমার মাসির ছেলে সুমিত দাবি করল যে, নোটটি তারই, এই যুবকটি চুরি করেছে। এই হইচয়ের মধ্যে লোকজন জমে যায়। তখন ওই যুবকটিকে ঘা-কতক দিয়ে নোটটি কেড়ে নিয়ে সুমিত-এর হাতে তুলে দিল। কিন্তু, যুবকটি কাতর কণ্ঠে বলতে লাগল ও বাবুরা এই টাকা কেড়ে নিওনা গো। দুদিন ধরে হাড়ভাঙ্গা কঠোর পরিশ্রম করে এই টাকা জোগাড় করেছি। আমার মা মৃত্যু শয্যায় শায়িত। কিন্তু, হায়! 'কাকস্য পরিবেদনা'। কেউ ওই যুবকের কথায় কর্ণপাত করলো না।

তারপর আমরা সকলে মিলে বাড়ি ফিরে এলাম। এই ঘটনা কাউকে জানালাম না। পরের দিনই সে তার পড়ার টেবিলে বসতেই আঁতকে ওঠে। তারপর ছুটে এসে আমাকে বলে একশো টাকার নোটটি তাঁর টেবিলের উপর পড়ে। অর্থাৎ সে ওটা নিয়েই যাইনি। তখন আমাদের মনে পড়ে গেল অসহায়, মর্মাহত যুবকটির কাতর আর্তনাদ। এই টাকা নিওনা গো বাবুরা, এ আমার রক্ত ঝরানো টাকা। তখন আমরা সেই টাকা দিয়ে কিছু ফল কিনে আবার ছুটে গেলাম বোলপুর হাসপাতালে। কিন্তু, হাসপাতালে গিয়েই জানলাম ও দেখলাম সবশেষ। অসহায়, মর্মাহত, শোকাহত যুবকটি তখন তার মমতাময়ী মাকে সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা দিয়ে নিয়ে আসছে। এই দৃশ্য চোখের সামনে দেখে সুমিতের হাত থেকে খসে পড়ল ফলের ব্যাগটি। তখন আমাদের মনে হল টাকার জন্য ঔষধ না পেয়ে মারা গেছে। সেই মুহূর্তে ছেলেটিকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কোনো বাক্য আমাদের জানা ছিল না। শুধুমাত্র সস্তায় পাওয়া কয়েক ফোঁটা চোখের জল ছাড়া।

নগর কলেজ
বার্ষিক সাংস্কৃতিক

নগর কলেজ

নগর কলেজ
নগর, মুর্শিদাবাদ